তিন পুরুষ

[ম্যাক্সিম্ গোর্কি'র The Artamonovs উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ]

প্রথম খণ্ড

অনুবাদক

অধ্যাপক শীতাংশু মৈত্র

ভারতী লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৪৫, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রকাশক
শ্রীপ্রতুল কুমার দত্ত
১৪৫, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

মুদ্রাপক
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, লিঃ
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা—১৩

মূল্য—দু' টাকা চার আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—অনুবাদক আমাদের পূর্ব প্রকাশিত "ক্ষয়" গ্রন্থের নাম বদলে "তিন পুরুষ" করেছেন। সুতরাং 'তিন পুরুষ' মূলত 'ক্ষয়' উপন্যাসেরই দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশকের নিবেদন

ম্যাক্সিম গোর্কি'র আসল নাম এ্যালেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ্ পেশ্‌কেভ। গোর্কি তাঁর ছদ্ম নাম। কিন্তু ঐ নামেই তিনি আজ জগতে পরিচিত। তাঁর জন্ম ১৮৬৮ সালে আর ট্রট্স্কির চরেদের হাতে তাঁর হত্যা ১৯৩৬-এ। রুশিয়ার ১৯০৫ সালের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশ-গ্রহণ করার ফলে তাঁকে জারের কোপে পড়তে হয়। লেখক হিসাবে তিনি এই বিপ্লবের আগেই খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর লেখা প্রথম গল্প Makar Chudraতেই প্রতিভার স্পষ্ট ছাপ তাঁকে ভল্গা অঞ্চলের অনেক পত্রিকাতেই প্রতিষ্ঠার আসন পাইয়ে দিল। গোর্কি'র প্রতিভা নিয়োজিত হল সমাজের নীচের তলার লোকেদের বিচিত্র জীবনকাহিনী অঙ্কনে, অসহ্য দারিদ্র্য এবং অপমৃত্যুর মাঝখানে তাদের চরিত্রের সরলতা, ঋজুতা আর সাহসের চিত্রণে। জারের আসল রাগের কারণও হল এইখানে। সেই রাগ প্রতিহিংসায় পরিণত হল 'মা' উপন্যাস বেরুবার পর। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের পরে রুশিয়ায় যখন প্রতিক্রিয়াশীলদের শাসন চলছে আর শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি যখন সংগঠন ও আত্মবিস্তারের সমস্যায় ব্যস্ত তখন গোর্কি এই উপন্যাসে দেখালেন কেমন ক'রে শ্রমিক-শ্রেণী বিপ্লবের সচেতন নেতৃত্ব নিতে পারে, কেমন ক'রে 'পাভেলেরা' তৈরী হয়, কেমন করে আদর্শ 'মা' গড়ে ওঠে। প্রথম বিপ্লবের প্রেরণায় লেখা এই উপন্যাসখানি পড়ে লেনিন বলেন, এই রকম বই-ই আমাদের এখন চাই (We now need something like the 'Mother'. *Soviet Literature* No. 1, 1948).

লেনিনের সঙ্গে গোর্কি'র সম্বন্ধ ১৯০৮ সাল থেকেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে শেষে রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সহযোগিতায় পরিণতি লাভ করে। শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম মহান সাহিত্যিক প্রতিভার পরিপূর্ণতম স্ফুরণে লেনিন অক্লান্ত সাহায্য করেন। আর সে সাহায্য যে কত গভীর তা এই 'তিন পুরুষ' উপন্যাসের রচনার ইতিহাস থেকে সব চেয়ে ভালো ক'রে বোঝা যায়। 'মা' লেখার পর গোর্কি ভাবছিলেন যে রুশিয়ায় ধনতন্ত্রের উত্থান ও ক্ষয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী তিনি রচনা করবেন। জারের অত্যাচারে তিনি তখন Capri দ্বীপে বাস করছেন। লেনিন

গিয়েছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। এই আলাপের বিবরণ দিয়ে গোর্কি ক্রুপ্‌স্কাইয়াকে চিঠি লিখেছেনঃ "সমসাময়িক সাহিত্য নিয়ে Capri-তে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হল। এই যুগের লেখকদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যগুলি অদ্ভুত রকম যথাযথ। এঁদের সত্য রূপটি তিনি এমন সহজে, নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত করেন! আমার গল্পগুলির কয়েকটি বিশেষ ত্রুটির কথা উল্লেখ ক'রে, শেষে এই ব'লে তিরস্কার করলেন, "ছোট গল্প লিখে লিখে কেন তোমার প্রতিভাকে খণ্ড-বিখণ্ড করছ? এই সমস্ত কথাই একখানা বই-এ, একখানা বড় উপন্যাসে একসঙ্গে ধরা উচিত।" তাঁকে বললাম যে আমার একখানা উপন্যাস লেখার বড় ইচ্ছা আছে। ১৮১৩ সালে মস্কো যখন পুনর্নির্মিত হয় তখন থেকে আজ পর্যন্ত এই এক শ' বছরের ইতিহাস আমি রচনা করব একটি পরিবারের বিবর্তনের কাহিনী দিয়ে।......লেনিন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর বললেন, 'চমৎকার বিষয়বস্তু: শক্ত অবশ্য; অনেক সময় লাগবে। মনে হয় তুমি পারবে। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। তুমি শেষ করবে কি দিয়ে? এই যুগের পরিণতি এখনও ত আমাদের বাস্তব জীবনে সত্য হয়ে ওঠেনি। না, এখন নয়। এই বই তুমি লিখবে বিপ্লবের পর। এখন আমাদের মা-এর মত বই চাই (Lenin listened most attentively, asked questions, and then said, "An excellent theme, difficult of course, one that will take a lot of time; I think you will cope with it, but what I don't visualise is what you will end with. The end is not provided by our actual life. No, that must be written after the Revolution. We now need something like the Mother"). আমি নিজেও অবশ্য কল্পিত উপন্যাসের শেষটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। লেনিন সব সময়েই সত্যের দিকে এমন বিস্ময়করভাবে অঙ্গুলিনির্দেশ করতে পারতেন: সব জিনিসই আগে দেখতে পেতেন, বুঝতে পারতেন।" *(Sòviet Literature, No. 1, 1948).*

'গোর্কি'র এই যে আশা লেনিনের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যক্ত হয়েছে, এ গোর্কি'র অনেক পরিকল্পনার একটি মাত্র নয়। এটি গোর্কি'র শিল্প-জীবনের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা। তাঁর সারা লেখক-জীবন ব্যেপে এই বিষয়বস্তুটিকে তিনি লালন ক'রে এসেছেন। এই বিষয়টির কথা তিনি Tolstoiকে পর্যন্ত বলেছিলেন। এই ব্যাপক বিষয়টির কোনো কোনো

অংশ অন্যান্য উপন্যাসেও রূপায়িত হয়েছে। ১৯১৫ সালে গোর্কির আবার ইচ্ছা হল যে, একটি বণিক পরিবারের তিন পুরুষ ধ'রে উত্থান পতনের কাহিনী তিনি একখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে লিখবেন। তবু, কিন্তু লেনিনের উপদেশ অনুসরণ ক'রেই, উপন্যাসখানি তিনি আরম্ভ করলেন ১৯১৭র বিপ্লবের পর। এইখানিই হল 'তিন পুরুষ', গোর্কির প্রধানতম সৃষ্টিগুলির একটি। অবশ্য চরিত্র, ঘটনাবলী এবং কালানুসরণের ব্যাপারে আগের পরিকল্পনার থেকে কিছু কিছু পরিবর্তন এই উপন্যাসে তিনি করেছেন; কিন্তু লেনিন এবং তাঁর মধ্যে কথোপকথনে যে বিষয়বস্তুর কথা হয়েছিল এবং যেটি তিরিশ বছর ধ'রে তাঁর মনে পরিপক্কতা লাভ করছিল সেই মৌলিক পরিকল্পনার কোনো ব্যতিক্রম ঘটে নি। এই ব্যাপারটি লক্ষণীয় যে উপন্যাসের মূল সত্যটি রূপ নিয়েছে যে পরিণতির মধ্যে সে পরিণতি ঘটেছিল বাস্তব জীবনে, বিপ্লবের মাধ্যমে। সমস্ত বইখানির মূলকথা এই বিপ্লবের মধ্যেই নিহিত। ......লেনিন (তাই) সে সময়ে মা-এর মত বই লেখার পক্ষপাতী ছিলেন। পুঁজিবাদের অভিব্যক্তির সাহিত্যিক রূপায়ন তখনই সম্ভব যখন তার পরিণতি বাস্তব ইতিহাসে ঘটে গিয়েছে—তার আগে নয়।' *(Soviet Literature, No. 1, 1948).* তাই ১৯০৮ বা ঐ রকম সময়ে 'তিন পুরুষ' লেখা চলত না।

গোর্কির এই উপন্যাস আর্টামোনোবস্ নামে ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তিনি রুশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশের সুরু থেকে তার পতন পর্যন্ত রূপায়িত করতে গিয়ে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে পুঁজিবাদ সমাজে যে পরিবর্তন ঘটাতে থাকে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এ বিপ্লব ঠেকাবার উপায় নেই।

১৯০৫ সালের প্রথম বিপ্লবের পর মা (Mother) আর ১৯১৭-র বিপ্লবের পর 'তিন পুরুষ' (Artamonovs) এই দুইখানি উপন্যাস তাই পরস্পরের পরিপূরক—রুশ দেশের মানুষের বিপ্লবী প্রচেষ্টার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আর সকল দেশের মানুসের অনুপ্রেরণার উৎস।

'মা' উপন্যাসখানির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ এখনও বাংলায় হয় নি; সংক্ষিপ্ত অনুবাদ মাত্র বেরিয়েছে। 'তিন পুরুষ' উপন্যাসের এই পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ দুইখণ্ডে প্রকাশ করা হ'ল।

অনুবাদ সাহিত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুবাদক নির্বাচন বিষয়ে প্রকাশকের দায়িত্ব বড় কম নয়। অনুবাদ্য গ্রন্থের ভাষা ও অনুবাদের

ভাষা উভয় সাহিত্যের ভাষাতেই অনুবাদকের সম্পূর্ণ দখল না থাকলে অনুবাদের প্রকৃত ভাবটির বিকৃতি ঘটার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। ফলে অনুবাদ মূলানুগ না হ'য়ে ভাব ও ভাষায় গ্রন্থের মূল থেকে বহু দূরে সরে যায় এবং অনুবাদ সাহিত্যের উদ্দেশ্যও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অথচ অনুবাদ ভাব ও ভাষার দিক থেকে যথাসম্ভব যথাযথ ও মূলানুগ করার উপরই নির্ভর করে অনুবাদের সার্থকতা এবং অনুবাদকেরও কৃতিত্ব।

এখানে আলোচ্য গ্রন্থখানার অনুবাদের ভার যাঁর উপর দেওয়া হয়েছে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতিমান অধ্যাপক এবং বাংলা-সাহিত্য আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী—সফলকাম সাহিত্যিক ও সমালোচক। এর আগেও তাঁর কয়েকখানা গ্রন্থ ও মৌলিক রচনা প্রকাশিত এবং উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। অতএব গ্রন্থের অনুবাদের ভার নিশ্চিত যোগ্য ও নিপুণ হস্তেই ন্যস্ত হয়েছে বলে প্রকাশকের দৃঢ় বিশ্বাস।

ম্যাক্সিম্ গোর্কি'র 'Artamonovs' (তিন পুরুষ) উপন্যাসখানার এই সময়োচিত পূর্ণাঙ্গ সফল অনুবাদে বাংলা প্রগতিধর্মী অনুবাদ সাহিত্যও পরিপুষ্টি লাভ করবে। তা'ছাড়া গোর্কি'র বৃহৎ রচনাগুলির মধ্যে 'তিন পুরুষ' ('Artamonovs') উপন্যাসখানাই বাংলা সাহিত্যে প্রথম অসংক্ষেপিত অনুবাদ।

'তিন পুরুষ'-এর অনুবাদে অন্য ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু গোর্কি'কে খণ্ডিত বা বিকৃত করার ত্রুটি এতে নেই।

ক্রীতদাসদের ১৮৬১ সালে মুক্তির পর প্রায় দু বছর কেটে গিয়েছে। আজ ইস্‌টারের রবিবার। প্রভাতী প্রার্থনার সময় সেণ্ট্‌ নিকোলা গির্জার অধীনস্থ লোকেরা লক্ষ করল যে, একজন নবাগত ভিড়ের মধ্যে রূঢ়-ভাবে একে ওকে ধাক্কা দিতে দিতে মহাত্মাদের মূর্তিগুলির নীচে বড় বড় মোমবাতি জেবলে দিচ্ছে। ভ্লায়োমোবের লোকেদের কাছে এই মূর্তিগুলি ভারি শ্রদ্ধার জিনিস। লোকটার বলিষ্ঠ গঠন; মস্ত নাক; কোঁকড়া চাপ দাড়িতে লেগেছে শাদার ঘন ছোঁয়া; মাথায় বেদের মত প্রচুর কুঞ্চিত কালো চুলের থোপনা। মোটা উঁচু ভুরুর তলায় তার নীল-ধূসর চোখে নির্ভয় দৃষ্টি। ঝুলিয়ে দিলে তার হাতের প্রকাণ্ড তালু হাঁটুর নীচে পেঁছায়।

সহরের সম্ভ্রান্ত লোকেদের সঙ্গে একই সারে তাকে ক্রুশের বেদীর কাছে এগোতে দেখে এদের গা জ্বলে গেল। প্রার্থনা শেষ হ'লে ভ্লায়োমোবের সব চেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গির্জার প্রবেশ-পথে এসে জমা হ'ল এই আগন্তুকের সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত বিনিময় করতে। কেউ বললে ও একজন গরু-ভেড়ার দালাল; কেউ বা বললে কোন জায়গার পঞ্চায়েতের মোড়ল। স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রধান যেভসী বাইমাকোব নির্বিরোধ মানুষ; স্বাস্থ্য খারাপ হ'লেও মনটা তার ভালো। সে একটু গলা ঝেড়ে শান্ত স্বরে বললে,

'লোকটা বোধ হয় কোন বড় লোকের চাকর—মাইনে-করা শিকারী-টিকারী কিংবা অন্য কোন রকমের আমোদ-প্রমোদের জোগানদার।'

পমিয়ালোব কাপড়ের ব্যাপারী। তার সারা মুখে বসন্তের দাগ। লোকটা যেমন কুচ্ছিত তেমনি অসচ্চরিত্র। তাকে লোকে ডাকত 'বিধবা চামচিকে' ব'লে। ঈর্ষার কথাবার্তা তার লাগে ভাল। সে হিংসায় চেঁচিয়ে উঠল,

'দেখলে না কেমন বড় বড় থাবা? হেঁটে যাচ্ছেন যেন রাজা-বাদ্‌শা!'

পকেটে হাত পুরে, দুই কনুই দুই পাঁজরে চেপে সেই লোকটা রাস্তা দিয়ে এমন ভাবে হেঁটে চলেছে যেন সমস্ত জায়গাটাই তার জমিদারী। মস্ত কাঁধ, মস্ত নাক, গায়ে শক্ত কাপড়ের ঘন-নীল ওভারকোট, পায়ে রুষীয় চামড়ার ভাল একজোড়া জুতো। গির্জায় প্রসাদের রুটি তৈরী করে এর্দানস্কায়া। ঘণ্টা বেজে উঠতেই, আগন্তুকের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি তথ্য আবিষ্কারের ভার তার ওপর ছেড়ে দিয়ে সকলে পা বাড়াল বাড়ীর দিকে। আজ বাড়ীতে ছুটির খাওয়া। পমিয়ালোবের ফল-বাগানে সেদিন সান্ধ্য চায়ের আসরে সকলের মিলিত হবার কথা ঠিক হয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পর ড্রায়োমোবের লোকেরা দেখল, নদীর ওপারে রার্ট্স্কি রাজাদের জমিদারীর যে সূঁচোল জায়গাটাকে তারা 'গরুর জিভ' বলে, সেইখানে আগন্তুক দাঁড়িয়ে। বেলে মাটির ওপর উইলো ঝোপ; তারই মধ্য দিয়ে সে দীর্ঘ, সম পাদক্ষেপে পথ ক'রে যেতে যেতে হাতের তলা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে সহরের দিকে, ওকা নদীর দিকে, আর তারই শ্লথ-গতি, পঙ্কিল শাখা বাটারাক্‌শার দিকে। ড্রায়োমোবের লোকেরা বড় সাবধানী। কেউ-ই আর চেঁচিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠতে পারছে না সে কে বা কি করতে এসেছে। চৌকিদার, মাতাল মাস্কা স্টুপা এ সহরের ভাঁড়। তাকেই শেষ পর্যন্ত এরা পাঠালে আগন্তুকের কাছে। নির্লজ্জ স্টুপা মেয়েদের গ্রাহ্যের মধ্যেই না এনে তার আপিশী পায়জামা সকলের সামনেই খুলে ফেলে চলল পঙ্কিল বাটারাক্‌শা পার হতে: মাথায় অবশ্য তোবড়ানো টুপীটা রয়েই গেল। মস্ত, মদে-ফাঁপা পেট ফুলিয়ে হাঁসের মত সে হেলে দুলে পার হ'য়ে গেল আগন্তুকের কাছে। দেখে হাসি সামলানো শক্ত। গিয়ে, স্রেফ্ ভড়ং করবার জন্যে, ইচ্ছে ক'রেই চীৎকার ক'রে তাকে জিজ্ঞাসা করল সে কে।

নবাগত কি বললে শোনা গেল না; স্টুপা কিন্তু তখনি ফিরে এল এপারে এদের কাছে, বলল, 'লোকটা আমাকে শুধোলে আমি এত কুচ্ছিত কেন। কি বিশ্রী, বড় বড় চোখ দুটো! যেন ডাকাত!'

বুড়ী এর্দান্‌স্কায়া হাত গুণতে পারে; জ্ঞানী বলে তার খ্যাতি

আছে। ঝুলে-পড়া থুতনি দুলিয়ে চলে সে, আর গির্জার প্রসাদের রুটি তৈরী করে। সেই দিন সন্ধ্যায় পামিয়ালোবের বাগানে সহরের ভদ্রলোক-দের কাছে বুড়ী তার তদন্তের ফলাফল পেশ করল।

ভীতিপ্রদ চোখে প্যাট প্যাট ক'রে তাকিয়ে সে ব'লে গেল,

'ওর নাম ইলিয়া আর উপাধি আর্টামোনোব। বলে যে, ব্যবসার জন্যে এখানে বাস করতে চায় কিন্তু ব্যবসাটা যে কি তা ঠাহর করতে পারলাম না। ঐ বোর্গোরোড যাবার রাস্তা ধরে ও এসেছিল আবার ঐ রাস্তা দিয়েই বেলা তিনটের একটু পরে ফিরে গিয়েছে।'

বিশেষ কিছুই জানা গেল না লোকটার সম্বন্ধে। এ যেন গভীর রাতে জানলায় কে টোকা মেরে বিপদের নির্বাক ইঙ্গিত জানিয়ে নিঃশব্দে স'রে পড়ল। বড়ই অস্বস্তিকর হ'য়ে ওঠে ব্যাপারটা।

তারপর তিন সপ্তাহ কেটে গিয়েছে; এই ঘটনার স্মৃতির লেশটুকুও যখন লোকের মন থেকে মুছে যাব যাব করছে তখন হঠাৎ একদিন আর্টামোনোব তার তিন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির বাইমাকোবের সামনে। তার কথাগুলো যেন বাইমাকোবকে কুড়ুলের ঘা মারলে।

'এই আমরা ক'জনা নতুন লোক এলাম আপনার অধীনে বাস করবার জন্যে, যেভসী মিট্রিখ। কাছাকাছি কোথাও থাকব আমরা। আপনাকে কিন্তু একটু সাহায্য করতে হবে।'

তার জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত এবং যুক্তিসহ। রাতিয়া নদীর ওপর রাট্স্কি রাজাদের জমিদারী কুর্স্ক-এ কুমার গর্গি-র দেওয়ানের কাজ করত সে। দাস-মুক্তির সময় মোটা রকমের কিছু নিয়ে সে কাজে ইস্তফা দিয়েছে। এখন ইচ্ছে নিজে একটা কাপড়ের কল খোলে। সে মৃতদার। তিনটি ছেলের মধ্যে বড়টির নাম পিয়োতর আর যার পিঠে কুঁজ তার নাম নিকিটা। আর একজন তার ভাগনে ওলিওস্কা—একে সে দত্তক নিয়েছে।

বাইমাকোব বিস্মিত মুখে বললে, 'এখানকার চাষীরা শণ ত বিশেষ বোনে না।'

'জোর ক'রে বোনাতে হবে।'

মোটা কর্কশ গলা আর্টামোনোবের; যখন কথা বলে মনে হয় যেন ঢাক পিটোচ্ছে। বাইমাকোব সারাজীবন চলেছে অতি সাবধানে, কথা বলেছে ধীরে; সর্বদাই সে যেন ঘুমন্ত কোন অজগরকে জাগিয়ে দেবার ভয়ে ভীত। তার করুণ, ধূসর, দয়ালু চোখে বাইমাকোব পিট্ পিট্ ক'রে তাকালে আর্টামোনোবের ছেলেগুলির দিকে। তারা নিশ্চল হ'য়ে

দাঁড়িয়ে রয়েছে দুয়োরের কাছে। চেহারার কারও সংগে কারও এতটুকু মিল নেই। সকলের বড়টির প্রশস্ত বুক, জোড়া ভুরু, ছোট ছোট ভালুকের মত চোখ—সে তার বাপের মত। তার আমারই মত ঘন-নীল বড় বড় চোখ নিকিটার -মনে হয় মেয়েমানুষের চোখ। এ্যালেক্সির কোঁকড়া চুল, টুকটুকে গাল, ফর্সা রং—হাসিখুসি খাসা ছেলেটি।

'একজনকে ত সেনাদলে পাঠাতে হবে?' জিজ্ঞাসা করল বাইমাকোব।

'না, ওদের ছাড় ক'রে নিয়েছি; আমার কাজে লাগবে ওরা ব'লেই হাত নেড়ে তাদের স'রে যেতে বললে আর্টামোনোব। বড়-র পেছনে ছোট, নিঃশব্দে তারা লাইনবন্দী বেরিয়ে যেতেই সে তার ভারী হাতখানা বাইমাকোবের হাঁটুর ওপর রেখে বললে,

'যেভসী মিট্রিখ, আপনার কাছে আমি ঘটক হয়েও এসেছি। আমার বড় ছেলের সংগে আপনার মেয়ের বিয়ে দিন।'

ভয় পেয়ে গেল বাইমাকোব। সে আসনের ওপর লাফিয়ে উঠে হাত নেড়ে বলতে লাগল,

'এ্যাঁ, বল কি তুমি! এই তোমার সংগে আমার প্রথম দেখা -না আছে পরিচয়, না আছে কিছু! তুমি বল কি! আর তার ওপর আমার একটি-ই মেয়ে—তার এখনও বিয়ের বয়েসও হয় নি। তুমি ত তাকে দেখনি পর্যন্ত। সে কেমন দেখতে তাও তুমি জান না। কি বলছ তুমি!'

কোঁকড়া দাড়ির মধ্যে মুচকি হাসে আর্টামোনোব; বলে, 'পুলিশের ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করবেন আমার সম্বন্ধে। আমার মনিব রাজার কাছে সে বহু প্রকারে ঋণী। আমাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে তিনি তাকে লিখে দিয়েছেন। গির্জার মহাত্মাদের দিব্যি ক'রে বলতে পারি আমার বিরুদ্ধে আপনি কিছুই শুনতে পাবেন না। শুধু আপনার মেয়েকেই নয় এ সহরের সব কিছুই আমি জানি। সকলের অলক্ষ্যে চারবার এখানে এসে আমি সব খবর নিয়ে গিয়েছি। আমার বড় ছেলেও এসে আপনার মেয়েকে দেখেছে। ও সব আপনি কিছু ভাববেন না।'

বাইম্যাকোবের মনে হল তাকে যেন ভালুকে কামড়ে ধরেছে। সে বললে, 'দু দিন সবুর কর না।'

'সবুর করতে পারি কিন্তু বেশী দিন নয়। আমার এই বয়েসে বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করা চলে না,' কঠিন গলায় বললে এক-রোখা আর্টামোনোব।

জানলার মধ্যে দিয়ে উঠোনের দিকে চেঁচিয়ে বললে সে, 'এই যাবার আগে সকলে এঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাও।'

বিদায় নিয়ে তারা চ'লে গেলে বাইমাকোব ভীত চোখে মহাত্মাদের মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে তিনবার ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে, 'ভগবান, সর্বনাশ থেকে বাঁচাও আমাদের! রক্ষে করো! কি অদ্ভুত লোক!'

বাগানে তার স্ত্রী আর মেয়ে একটা লেবু গাছের তলায় জ্যাম সেদ্ধ করছিল। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে সেইখানে গিয়ে কোনোমতে উপস্থিত হল বাইমাকোব।

তার মোটাগাঁটা সুশ্রী বউ জিজ্ঞাসা করলে, 'উঠোনে যে ছেলেগুলি দাঁড়িয়েছিল ওরা কারা?'

'জানি না। নাতালিয়া কোথায়?'

'ভাঁড়ার-ঘরে চিনি আনতে গিয়েছে।'

'চিনি আনতে,' বলতে বলতে বাইমাকোব বিষাদে ব'সে পড়ল ঘাসের ওপর; 'চিনি। দাসদের মুক্তিতে ভাবনা বাড়বে এ কথা যারা বলে তারা ঠিকই বলে।'

তার দিকে তীক্ষ্ন-দৃষ্টিতে চেয়ে ভয়ে ব'লে উঠল তার বউঃ

'কি হল কি? তোমার আবার শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?'

'মনটা বড় দ'মে গিয়েছে, মনে হচ্ছে ঐ লোকটা সংসারে আমার স্থান দখল ক'রে নিতে এসেছে।'

স্ত্রী সান্ত্বনা দিতে লাগল তাকেঃ

'কেন ভাবছ? আজকাল গাঁ ছেড়ে সহরে লোকে বড় একটা আসে না।'

'ঠিক ধরেছ তুমি—আসে না বড় একটা। তোমাকে অবশ্য এখন আমি কিছু বলব না। ভেবে দেখি আগে।'

পাঁচ দিনের মধ্যেই বিছানা নিল বাইমাকোব আর বার দিনের দিন তার ওপর পড়ল মৃত্যুর ছায়া। তার মৃত্যু আর্টামোনোব আর তার ছেলেদের ওপর গভীরতর ছায়াপাত করল। প্রধানের অসুখের মধ্যে দু'বার এসেছিল আর্টামোনোব; দুজনের কথাও হয়েছিল বহুক্ষণ ধ'রে। দ্বিতীয়বার বাইমাকোব স্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়ে আর্টামোনোবকে বলেছিল, ক্লান্ত দুটি হাত বুকের ওপর জোড় ক'রে,

'ঐ যে, ওর সঙ্গে কথা বল। আমার আর কি সম্বন্ধ আছে এ

জগতের বিষয়-ব্যাপারের সঙ্গে? এখন ছেড়ে দাও আমাকে, বিশ্রাম করতে দাও।'

'তাহলে এস উলিয়ানা আইবানোবনা,' আর্টামোনোব যেন তাকে আদেশ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—ফিরে তাকিয়ে দেখল না গৃহ-স্বামিনী আসছে কিনা তার পেছন পেছন।

তাকে দ্বিধা করতে দেখে মোড়ল শান্ত স্বরে উপদেশ দিলে 'যাও উলিয়ানা, এই বোধ হয় অদৃষ্টের লেখা।' উলিয়ানা বুদ্ধিমতী; চারিত্রিক দৃঢ়তাও তার যথেষ্ট; না ভেবে চিন্তে কোন কাজ সে করে না। এ-ক্ষেত্রে তবু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই স্বামীর কাছে ফিরে এসে, দীর্ঘ সুন্দর চোখের পাতা থেকে জল ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে সে বললে,

'অদৃষ্টই বটে মিট্রিখ। আশীর্বাদ করো তোমার মেয়েকে।'

সন্ধ্যাবেলায় মেয়েকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে নিজের স্বামীর শয্যার পাশে নিয়ে এল উলিয়ানা। নিজের ছেলেকে ঠেলে দিল আর্টামোনোব। একবার দৃষ্টি বিনিময় পর্যন্ত না ক'রে ছেলে আর মেয়ে হাত ধরল পরস্পরের, নত-মস্তকে বসল নত-জানু হয়ে, আর বাইমাকোব হাঁফাতে হাঁফাতে মুক্তা-খচিত বহুদিনের পারিবারিক দেবমূর্তি ধরল তাদের মাথার ওপরঃ

'করুণাময় ঈশ্বর, আমার এই একমাত্র সন্তানকে কখনও পরিত্যাগ কর' না।' তারপর কঠিন-স্বরে বললে আর্টামোনোবকে,

'মনে রেখো, আমার মেয়ের জন্যে ঈশ্বরের কাছে তুমি দায়ী রইলে।' হাত দিয়ে মাটী ছুঁয়ে বাইমাকোবকে অভিবাদন করলে আর্টামোনোব, বললে,

'সে আমি জানি।'

ভাবী পুত্রবধূকে একটাও স্নেহের কথা না ব'লে, ছেলে-বৌ-এর দিকে প্রায় না-তাকিয়েই মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললে আর্টামোনোব,

'যাও।'

বাগ্‌দত্ত বর-বধূ চ'লে যেতেই রোগীর বিছানায় ব'সে আর্টামোনোব দৃঢ়-স্বরে বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। ৩৭ বছর আমি খেটেছি আমার রাজার অধীনে। মানুষ ভগবান নয় আমি জানি। সদাশয়তা তাঁর একটুও ছিল না, সন্তুষ্টও সহজে হতেন না। তবু একদিনও আমি শাস্তি পাইনি। আর উলিয়ানা, তোমার তত্ত্বাবধানে

কোন ত্রুটি হবে না। আমার ছেলেদের তুমি হবে মা আর তারাও তোমাকে যথোচিত শ্রদ্ধা করবে।'

বাইমাকোব শুনতে শুনতে তাকাচ্ছিল কোনে ঐ দেবমূর্তির দিকে আর অশ্রুপাত করছিল। উলিয়ানাও কাঁদছিল। বিরক্তি প্রকাশ পেল আর্টামোনোবের কথায়।

'আঃ, সময়ের আগেই তোমাকে চলে যেতে হচ্ছে যেভসী মিট্রিখ্। সময়ে নিজের প্রতি যত্ন না নেওয়ার এই ফল। অথচ তোমাকে আমার এত প্রয়োজন ছিল।'

দাড়িতে হাত বুলিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে সশব্দে বলে, 'তোমার কাজ-কারবারের আমি সবই খোঁজ নিয়েছি। শ্রদ্ধা করবার মত লোক তুমি; বুদ্ধি আছে তোমার; আরও বছর পাঁচেক যদি বাঁচতে তা'হলে একসঙ্গে আমরা বহু কাজ করতে পারতাম। তবু তাঁর এই ইচ্ছা, মানুষে কি করবে বল?'

উলিয়ানা সাশ্রুকণ্ঠে ব'লে ওঠেঃ

'এখন থেকেই কা কা ক'রে মরাকান্না কেঁদে আমাদের ভয় লাগিয়ে দিচ্ছ কেন? এখনও হয়ত একটু............'

কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠেই আর্টামোনোব কোমর পর্যন্ত মাথা নামিয়ে এমন ক'রে অভিবাদন করল বাইমাকোবকে যেন সে শব ছাড়া কিছু নয়!

'আমাকে বিশ্বাস করতে পেরেছ ব'লে তোমাকে ধন্যবাদ। এখন একটু ওকার ধারে যেতে হবে, নৌকোর সব জিনিসপত্র এসে গিয়েছে; নমস্কার।'

বাইমাকোবের স্ত্রী মনে আঘাত পেয়েছিল। আর্টামোনোব বেরিয়ে যেতেই সে কেঁদে উঠলঃ

'চাষা, অসভ্য একটা! ছেলের বউকে একটা ভাল কথাও জোগালো না মুখে!'

স্বামী তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে,

'ও রকম বিড় বিড় কোরে ভয় লাগিয়ে দিও না আমাকে।' তারপরে একটু ভেবে বললে, 'এই লোকটাকে কখনও ছেড়ো না। এ দিগরে এ রকম লোক পাবে না।'

পাঁচটা গির্জার যাজকেরা এবং সহরের সমস্ত লোক মিলে বাইমাকোবের শেষ-কৃত্য নিষ্পন্ন করলে। মৃতের স্ত্রী আর মেয়ের ঠিক পেছনেই শবাধার অনুসরণ করছিল আর্টামোনোবেরা। অন্যানাদের

সেটা তেমন ভাল লাগে নি। কুব্জ-পৃষ্ঠ নিকিটা সকলের পেছনে থেকে শুনছিল এদের অসন্তোষের কথাবার্তা।

'কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ উড়ে এসে একেবারে সামনে জুড়ে বসল।' নাটার ফলের মত চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে পমিয়ালোব বললে ফিস্ ফিস্ ক'রে,

'যেমন মৃত যেভসী তেমনি উলিয়ানা, দু'জনেই সাবধানী লোক—কখনও ঝোঁকের মাথায় কাজ করত না। মধ্যে কিছু ব্যাপার আছে নিশ্চয়। নির্ঘাৎ ও কোন রকম লোভ দেখিয়েছে; তা না হলে কি এমনিই বিয়েটা ঘ'টে গেল।'

'হ্যাঁ, ব্যাপার তেমন সুবিধের নয়।'

'আমারও তাই মনে হয়; টাকা-ফাকা জাল করার বন্দোবস্ত হয়ত। তবু, বাইমাকোব আমাদের সৎ লোক ছিল, কি বল হে?'

এমন ভাবে কুঁজ বেঁকিয়ে শুনছে তাদের কথা নিকিটা—যেন পিঠে তার এখনি একটা ঘুষি পড়বে। দিনটা ঝোড়ো। পেছন থেকে বইছে বাতাস। অজস্র লোকের পায়ের ধুলো ধোঁয়ার মেঘের মত পেছনে উড়ে লোকেদের খালি মাথার তৈলাক্ত চুলে পাউডারের মত পড়ছে ঝুর ঝুর ক'রে।

একজন বললে, 'আমাদের পায়ের ধুলোয় আর্টামোনোব কেমন নেয়ে উঠেছে দেখছ? বেটা হা-ঘরে একেবারে বুড়ো মেরে গিয়েছে .....।'

সৎকারের দশ দিন পরে, আর্টামোনোবকে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে, মেয়েকে নিয়ে উলিয়ানা বাইমাকোবা এক মঠে গিয়ে আশ্রয় নিল। কাজের ঘূর্ণির মধ্যেই আর্টামোনোবকে আর তার ছেলেদের দিন রাত দেখা যেত—কখনও-বা দ্রুতপদে পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে কখনও বা গির্জার সামনে দিয়ে যেতে গিয়ে তাড়াতাড়ি একবার ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে নিচ্ছে। বাপ উগ্র প্রকৃতির—সব সময়েই হাঁক-ডাক করছে। আর বড় ছেলে মন-মরা, কথাবার্তা তেমন বলে না, খুব সম্ভবত বাপের ভয়ে কিংবা মুখ-চোরা ব'লে। ছেলেদের সঙ্গে খিটিমিটি বাধালেও মেয়েদের দিকে আড়চোখে চাইত টুকটুকে ওলিওস্কা। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিকিটা তার সূঁচোল কুঁজ নিয়ে নদী পার হ'য়ে 'গরুর জিভ'-এ গিয়ে উপস্থিত হ'ত। চারিদিকে পাখী-পুকুলির মধ্যে সেখানে ছুতোর আর রাজমিস্ত্রীরা বাসা বেঁধেছে। তারা লম্বা লম্বা সব পাকা বস্তী তৈরী করছে আর পাশেই ওকা নদীর কাছাকাছি তৈরী করছে দু' ফুট মোটা কাঠের মস্ত এক

দোতলা বাড়ী—দেখতে ঠিক জেলখানার মত। সন্ধ্যাবেলায় ড্রায়ো-মোবের লোকেরা তরমুজ আর সূর্য-মুখী ফুলের বীচি চিবোতে চিবোতে বাটারাক্‌শার ধারে এসে ব'সে করাতের খশ্‌ খশ্‌, র‍্যাঁদার ঘষ্‌ ঘস্‌ আর ধারালো কুড়ুলের ঝপাঝপ শব্দ শুনত আর ব্যঙ্গ ক'রে বলত 'ঐ ধুম্‌সো বাড়ী কি কাজে যে আসবে!'

আগন্তুকদের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে পামিয়ালোব নানারকম আরামপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে যেত।

'বসন্ত এলে হয়! ঐ কদর্য্যি বাড়ীগুলো সব বন্যায় ডুবে যাবে; আগুন লাগতেই বা কতক্ষণ। চারিদিকে কাঠের চুকলি ছড়ানো আর ছুতোর গুলোও তামাক খাচ্ছে—একটা ফুল্‌কি পড়লেই হল।'

যাজক বাসিলি যক্ষ্মায় ভুগছে: সে বললে, 'সব তাসের ঘর ভায়া।'

'এখানে কারখানার কুলী-কাবারি নিয়ে এসে বসালে মাতলামি, চুরি আর ব্যভিচারের কিছু বাকী থাকবে না।'

হোটেলওয়ালা লুকা বাস্কি গমও ভাঙাই করে। মস্ত, ফুলে-ওঠা তার শরীর চর্বিতে ফেটে পড়ছে। সে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, মোটা খাদ গলায়,

'যত লোক জমবে ততই তাদের খাওয়ানোর সুবিধে। তারা শুধু খেটে গেলেই হল, ব্যস্‌।'

নিকিটা আর্টামোনোবকে দেখে ভারী মজা লাগত সহরের লোকে-দের। মস্ত চৌকোনো একটা জায়গা থেকে উইলো ঝড়গুলো গোড়া-শুদ্ধ কেটে ফেলে দিনের পর দিন সে বাটারাক্‌শা থেকে পাঁক তুলে ঢালত আর জলা থেকে শ্যাওলা তুলে তুলে এক-চাকার ঠেলা-গাড়ীতে ব'য়ে ফেলত গাদা ক'রে ঐ বেলে মাটির ওপর। ঠেলে আনবার সময় তার কুঁজ উঠত আকাশের দিকে উঁচিয়ে।

লোকেরা অনুমান করত, 'শব্জীর বাগান করবে বোধ হয়। কি বোকা! বালিতে কখনও সার ধরানো যায়।'

বিকেল বেলায় বাপের পেছন পেছন যখন ছেলেরা এক সারে নদীর সবুজাভ জলে ছায়া ফেলে পার হ'ত, পামিয়ালোব তাদের দেখিয়ে বলতঃ

'দেখ, দেখ, কুঁজ-ওয়ালাটার কেমন অদ্ভুত ছায়া পড়েছে জলে।'

সকলে তাকিয়ে দেখত দুজনের পেছনে আসছে নিকিটা। তার ভায়েদের তার চেয়ে লম্বা ছায়ার চেয়েও তার নিজের ছায়াটা যেন আরও ভারী হয়ে কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে। একদিন বৃষ্টি হ'য়ে যাওয়ায়

নদী উঠল ফেঁপে আর নিকিটা শেকড়ে-বাকড়ে পা আটকে একটা গর্তের মধ্যে প'ড়ে জলের তলায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। মহা খুশীতে হেসে উঠল তীরের যত লোকেরা। দুঃখ প্রকাশ করেছিল শুধু মাতাল ঘড়ি-ওয়ালার তের বছরের মেয়ে ওলগুস্কা ওর্লোবা।

'আহা, হা, ডুবে গেল যে!' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। তখনি খেল মাথার পেছনে এক গাঁট্টা, আর শুনতে পেল,

'যা তা নিয়ে চেঁচাবি না ব'লে দিচ্ছি।'

সকলের পেছনে আসছিল এ্যালেক্সি। সে ডুব দিয়ে নিকিটাকে তুলে আবার দাঁড় করিয়ে দিলে। দুজনেই কাদা আর পাঁক মেখে তীরে উঠল। নিকিটা ঐ লোকগুলোর দিকে সোজা এগুতেই তারা বাধ্য হ'য়ে পথ ছেড়ে দাঁড়ালে ; একজন ত্রস্তে ব'লে উঠল,

'নোংরা জানোয়ার কোথাকার! ছুঁস্ নে।'

পিয়োতর্ বললে, 'ওরা আমাদের দেখতে পারে না।'

তার মুখের দিকে তাকিয়ে চলতে চলতেই বাপ উত্তর দিলে, 'সবুর করতে হবে।' তরাপর নিকিটাকে দিলে এক ধমক,

'এই গবেট! স্বর্গ পানে তাকিয়ে চলিস আর লোক হাসাস্। মজা মারতে দিলে টি'কবে কদিন এখানে শুনি? ষাঁড়ের গোবর কোথাকার!'

কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হল না আর্টামোনোবদের। তাদের ঘরকন্না করত এক মোটা বুড়ী। নিখুঁত কালো পোষাক পরত সে, আর একখানা শাল মাথায় এমনি ক'রে জড়াত যে দুটো কোন বেরিয়ে থাকত শিঙের মত। বিদেশীর মত আড়ষ্ট, অস্পষ্ট তার কথা। তাই যে টুকু বা সে বলত তার থেকে আর্টামোনোবদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু হদিস পাওয়া ছিল অসম্ভব। তার মোট বক্তব্য হল,

'বদমায়েসগুলো সাধু সাজতে চায়। হুঁ...।'

এটুকু অবশ্য জানা গেল যে বাপ আর বড় ছেলে প্রায়ই চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের চাষীদের শণ বুনবার জন্য বুঝিয়ে বেড়ায়। এইরকম ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় একদিন তাকে কয়েকজন পলাতক সৈন্য আক্রমণ করে। সের খানেক ওজনের ভারী এক ডান্ডা ঝোলানো ছিল তার ব্যাগ-বাঁধা চামড়ার সঙ্গে। তাই দিয়ে একজনের দফা সে নিকেশ ক'রে দিলে ; দ্বিতীয় জনের মাথা দিলে ফাটিয়ে আর তৃতীয় জন পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে। পুলিশের ক্যাপ্টেন তার কাজের সুখ্যাতি ক'রলেও দীন ইলিন্স্কি

পল্লীর তরুণ যাজক তাকে নরহত্যার পাপ-স্খালনের জন্যে চল্লিশ রাত্তির গির্জার প্রার্থনা করার উপদেশ দিলে।

হেমন্তের সন্ধ্যায় নিকিটা প্রায়ই ঋষিদের জীবনী থেকে কিংবা সাধুদের উপদেশাবলী থেকে প'ড়ে শোনাত বাবা আর ভাইদের। বাবা কিন্তু মাঝে মাঝেই বাধা দিয়ে ব'লে উঠত :

'এ সব হল অলৌকিক জ্ঞানের কথা : আমরা ওর ধার দিয়েও যেতে পারব না। আমরা খেটে খাই, করি সাধারণ কাজ। এসব ভাবনা আমাদের মাথায় আসে না। রাজা মুরী এখন গত হয়েছেন। কয়েক হাজার বই প'ড়ে তাঁর এমন হল যে শেষ পর্যন্ত তিনি নাস্তিক হ'য়ে উঠলেন। সকল দেশে তিনি গিয়েছেন, সকল রাজ-দরবারে সম্মান পেয়েছেন, দেশ জুড়ে তাঁর খ্যাতি। কিন্তু তিনিই কাপড়ের কল খুলে আর চালাতে পারলেন না। শুধু কাপড়ের কল কেন, যাতে হাত দিয়েছেন, তাতেই ব্যর্থ হয়েছেন। সারাজীবন তাই চাষীদের দেওয়া রুটি খেয়ে কাটিয়ে গেলেন।'

কথা বলবার সময় আর্টামোনোব উচ্চারণ করে খুব স্পষ্ট ক'রে আর মন দিয়ে শোনে নিজের কথা : তারপরে আবার বক্তৃতা শুরু করে :

'এখন আর তোমরা ক্রীতদাস নও, স্বাধীন, নিজেরাই নিজেদের রক্ষাকর্তা : তাই জীবন হবে তোমাদের পক্ষে দুরূহ। তোমরা দেখেছ, আমার জীবন আমি ইচ্ছামত যাপন করতে পারি নি, শুধু হুকুম তামিল করেছি। অন্যায় মনে হ'লেও প্রতিকার করবার ক্ষমতা আমার হাতে ছিল না। আর আমার গরজই বা কি ছিল বল। কাজ আমার মনিবের। আমি শুধু যে নিজের মতে কাজই করতে ভয় পেতাম তাই নয় আমি নিজে ভাবতে পর্যন্ত সাহস পেতাম না—কেবলই শঙ্কা হত কখন নিজের ধারণার সঙ্গে মনিবের আদেশ ঘুলিয়ে ফেলব। আমার কথাগুলো শুনছ পিয়োতর্?'

'হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ, শোনো। বুঝতে পারছ ত? শুধু জীবন ধারণ করা এক কথা আর বাঁচবার মত বাঁচা আর এক কথা। অবশ্য দাস-জীবনের দায়িত্বও তেমনি কম। তোমার নিজের ইচ্ছা ব'লে কিছু থাকে না : অন্যের তাঁবে থাকতে হয়। দায়িত্বহীন জীবন সহজ সন্দেহ নেই—তবু তার অর্থও কিছু নেই।'

কখনও কখনও ঝাড়া এক ঘণ্টা দু' ঘণ্টা ছেলেদের সামনে বক্তৃতা

ক'রে যায় আর্টামোনোব আর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে তারা শুনছে কি না। উনোনের ধারে ব'সে পা দোলাতে দোলাতে সে নিজের দাড়ির ছোট ছোট জটগুলো খোলে একটার পর একটা কথার জাল বুনে যায়। মস্ত পরিচ্ছন্ন রান্নাঘর উষ্ণ অন্ধকারে ভর্তি; রেশমের মত মসৃণ কাঁচের সার্সি দেওয়া জানলার বাইরে হিমঝঞ্ঝার সাঁ সাঁ শব্দ কমে বাড়ে। অথবা ঠাণ্ডায় কালিয়ে-দেওয়া বাতাসে বাহিত হয়ে তুষারের কণা এসে পড়ে জানলার ওপর চটাপট। চর্বির বাতির সামনে টেবিলে ব'সে পিয়োতর্ গণনাযন্ত্রে হিসেব ক'রে যেত, পাশে ব'সে সাহায্য করে এ্যালেক্সি। আর নিকিটা নিপুণ হাতে লতার বিনুনী পাকিয়ে ঝুড়ি বুনে যায়।

'সম্রাট আমাদের স্বাধীনতা দিলেও কি কি কারণে দিয়েছেন তা আমাদের বোঝা দরকার। যথেষ্ট কারণ না থাকলে একটা ভেড়াকে আমরা মাঠ থেকে ছেড়ে দিই না, আর এ কি না একটা গোটা জাতকে—হাজার হাজার লোককে মুক্তি দেওয়া। অর্থাৎ সম্রাট বুঝেছিলেন যে আমাদের মনিবদের কাছ থেকে কিছুই আর বার করা যাবে না; তাদের যত্র আয় তত্র ব্যয়। দাস-মুক্তির আগেই রাজা গর্গি এই কথা অনুমান ক'রেই বলেছিলেন, 'দাস খাটিয়ে লাভ কিছু নেই!' আর এখন দেখ, নিজের ইচ্ছামত শ্রমের ওপর লোকের কত বিশ্বাস! এখন আর সৈন্যদেরও ২৫ বছর একটানা খাটতে হয় না। তারাও যুদ্ধ ছেড়ে অন্য কাজ করতে পারে। কে কতখানি কাজ করতে পারে তাই যেন এখন দেখাবার পালা। রাজা, জমিদারদের দিন চলে গিয়েছে। আজ আমরা নিজেরাই রাজা। শুনছ তোমরা?'

মাস তিনেক মঠে কাটিয়ে উলিয়ানা বাইমাকোবা বাড়ী ফিরে এল।

পরের দিন, আর্টামোনোব জিজ্ঞাসা করলে, 'তাহলে তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করা যাক্?'

উত্তেজিত উলিয়ানার চোখ রাগে জ্বলে ওঠে: সে চীৎকার ক'রে বলে,

'কি বলছ তুমি! ওর বাবা মারা গিয়েছে এখনও ছ' মাস হয় নি আর এরি মধ্যে তুমি কি না...। তোমার কি ধর্মাধর্ম জ্ঞানও নেই?'

'এতে অধর্ম কি আছে তা আমি বুঝতে পারছি না। বড় লোকেরা এর চেয়ে অনেক খারাপ কাজ ক'রে থাকে এবং ভগবানও তা সহ্য ক'রে

নেন। নাতালিয়াকে আমার চাই আর পিয়োতরেরও একজন গৃহিণী দরকার।'

তারপর আর্টামোনোব জিজ্ঞাসা করল কত যৌতুক উলিয়ানা মেয়েকে দেবে।

'হাজার টাকার বেশী যৌতুক মেয়েকে আমি দেব না।'

'তা ত দেবেই, আরও দেবে,' বললে বলদর্পী চাষীটা স্থির নিশ্চয়তায়, উলিয়ানার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে। একখানা টেবিলের দুই দিকে দুই জনে ব'সে ছিল—আর্টামোনোব টেবিলে কনুই দুটো রেখে চাপ দাড়ির মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে, আর উলিয়ানা ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে সতর্ক ঋজু দেহে। বয়েস তিরিশের বেশী হলেও অনেক ছোট দেখায় তাকে। তার ধূসর চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। স্থূল, লালিম মুখমণ্ডল থেকে সে চোখ কঠিন দৃষ্টিপাত করছে আর্টামোনোবের ওপর। আর্টামোনোব উঠে দাঁড়িয়ে আড়িমুড়ি ভেঙে বললে,

'তুমি সুন্দরী, উলিয়ানা আইবানোবনা।'

ক্রুদ্ধ অবজ্ঞায় জিজ্ঞাসা করলে উলিয়ানা, 'তোমার আর কিছু বলবার আছে কি?'

'না, আর কিছু বলবার নেই।'

অনিচ্ছা-সত্ত্বেও পা দুটোকে কোনো রকমে টানতে টানতে বিমর্ষ হ'য়ে চ'লে গেল আর্টামোনোব—উলিয়ানা রইল তাকিয়ে। সামনের আয়নাখানার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে সে ব'লে ওঠে মনের খেদে,

'কি বিশ্রী দাড়ি! শয়তান! কি দরকার ছিল ওর আমাদের ব্যাপারে মাথা গলাবার?'

এই লোকটার হাতেই যে তার বিপদ হবে এ কথা বুঝতে পেরেই উলিয়ানা ওপরে গেল মেয়ের খোঁজে। সেখানে নাতালিয়ার চিহ্নও নেই দেখে জানলা দিয়ে তাকাতেই নজরে পড়ল সে উঠোনের ঝোঁপের কাছে পিয়োতরের পাশে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি নেমে এসে উলিয়ানা দরজার কাছ থেকেই চীৎকার ক'রে ডাকল,

'নাতালিয়া, ভেতরে আয়!'

পিয়োতর্ অভিবাদন করল উলিয়ানাকে।

'কোন যুবকের উচিত নয় কোন যুবতীর সঙ্গে তার মায়ের

অনুপস্থিতিতে কথাবার্তা বলা। এ রকম যেন আর ভবিষ্যতে না ঘটে', ব'লে দিল উলিয়ানা।

'ও যে আমার বাগ্‌দত্তা', মনে করিয়ে দিলে পিয়োতর্‌।

'তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের ঐ প্রথা', উত্তর দেয় উলিয়ানা অথচ নিজেকেই সে নিজে জিজ্ঞাসা করে কেন তার এত রাগ হল :

'ওদের ত প্রেম করবারই বয়েস। না, না, এ চলবে না। লোকে দেখলে ভাববে আমি বুঝি নিজের মেয়েকেই হিংসে করছি।'

বাড়ীর ভেতরে মেয়ের বিনুনী ধ'রে এক টান মেরে বললে উলিয়ানা রূঢ়ভাবে,

'আর কখনও একা একা কথা বলবি না। বিয়ে হবে, এখনও ত হয় নি। মাঝে কত কি ঘটে যেতে পারে। কি হ'তে পারে না পারে তুই জানিস্‌?'

কি একটা অস্পষ্ট ভয়ে শান্তি নেই উলিয়ানার মনে। কয়েক দিন পরেই সে ভাগ্য গোণাতে গেল বুড়ী এর্দানস্কায়ার কাছে। ডাইনী এর্দানস্কায়ার থুতনি পড়েছে ঝুলে। এত মোটা যে দেখতে একটি ঘণ্টার মত। সহরের সব স্ত্রীলোকই আসত এর কাছে তাদের স্খলন, শঙ্কা, দুঃখ জানাতে।

বুড়ী বললে, 'তোমার কথাটি বলবার জন্যে আমার তাস ফাটাবার দরকার নেই। দিদি, একটা কথা তোমায় স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিচ্ছি : ঐ লোকটাকে ছেড়ো না। কপালের নীচে চোখ দুটো ত আমার শুধু শুধুই নেই—আমি লোক চিনি। আমার এই তাসগুলো যেমন আমি ফাটিয়ে ফাটিয়ে দেখি তেমনি মানুষও আমি ফাটিয়ে দেখি। দেখছ না, লোকটা যাতে হাত দেয় তাতেই সফল হয়। লক্ষ্মী যেন হাসতে হাসতে ওর ঘরে আসছেন। আমাদের এখানকার চাষীগুলো কেবল হিংসেতেই জ্ব'লে ম'ল। না, না, ভাই, ভয় ক'রো না ওকে। ও খেঁকশিয়াল নয়, ভালুক—যা ধরে তা করে।'

'ঠিক বলেছ! ও ভালুকই বটে,' স্বীকার ক'রে নিলে উলিয়ানা —দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব'লে গেল নিজের কথা গণৎকারিনীর কাছে।

'ওকে আমার ভয় লাগে। যখন ও প্রথম আমার মেয়ের সঙ্গে ওর ছেলের সম্বন্ধ করে তখনই আমার ভয় লেগেছিল—মনে হয়েছিল কোথা থেকে কে ঝুপ ক'রে এসে প'ড়ে আমার সঙ্গে জোর ক'রে সম্বন্ধ পাতিয়ে বসল। এ রকম কখনও ঘটতে দেখেছ? আমার বেশ মনে

আছে ও ঐ দাম্ভিক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে যা যা আমাকে ব'লছিল আমি তাতেই হ্যাঁ দিয়ে গিয়েছিলাম—ও যেন আমার গলা টিপে ধরেছিল।'

'তার মানেই হল নিজের শক্তিতে ওর বিশ্বাস আছে', বললে গির্জার বিজ্ঞ রুটিওয়ালী।

এততেও উলিয়ানার মনে শান্তি এল না। নানারকম গাছ-গাছড়ার শ্বাসরোধী গন্ধে ভরা অন্ধকার ঘর থেকে তাকে বিদায় দিতে দিতে ডাইনী বুড়ী বলেছিল, মনে রেখ, শুধু রূপকথাতেই বোকারা রাজপুত্তুর হয়...'

বুড়ীর প্রশংসায় যেন সন্দেহ জাগে—মনে হয় ঘুষ ভিন্ন এত বাড়াবাড়ি এমনি করা সম্ভব নয়। মস্ত, কালো, নোনা মাছের মত শুকনো, মাত্রিয়োনা বার্স্কাইয়া কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে :

'সারা সহর তোমার জন্যে দুঃখু করছে,উলিয়ানা। কোথাকার কারা সব—তোমার কি একটু ভয়-ডরও নেই গা? মা গো! চেহারা গুলোই যেন কেমন ধারা! একটার পিঠে কি কুঁজ শুধু শুধুই হয়েছে ভাবো? নিশ্চয়ই বাপ মা কোন গর্হিত কাজ করেছিলো, তারই ফলে ছেলের ঐ দশা!'

এদিকে যতই অসুবিধা বাড়ে বিধবা বাইমাকোবা ততই মেয়েকে পিটোয়। মেয়ের ওপর রাগ করবার যে কোন কারণ নেই এ বুঝেও পিটোয়। ভাড়াটেদের যত এড়িয়ে চলে ততই তারা সামনে এসে পড়ে বাইমাকোবার অস্বস্তি বাড়ায়।

অলক্ষিতে এসে পড়ে শীত, হঠাৎ সারা সহরকে হিম-ঝঞ্জায় আর ভীষণ তুষারপাতে ডুবিয়ে দিয়ে। রাস্তায়, বাড়ীর ছাদে চিনির স্তূপের মত জমে তুষার : পাখীর খাঁচা আর গির্জার চূড়া পরে তুলোর টুপী ; নদীর আর জলার ছাতা-পড়া জল বাঁধা পড়ে শ্বেত শৃঙ্খলে। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের লোকেদের আর সহরের লোকেদের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় জমে-যাওয়া ওকা-নদীর ওপর ; এ্যালেক্সি ছুটির দিন হ'লেই লড়ে আর রোজই হেরে গিয়ে রেগে বাড়ী ফেরে।

আর্টামোনোব জিজ্ঞাসা করত, 'ব্যাপার কি ওলিওস্কা? এখানকার খেলোয়াড়েরা দেখছি আমাদের চেয়ে চালাক।'

একটা তামার পয়সা নয়ত বরফের টুকরো দিয়ে শরীরের আহত স্থানগুলো ডলতে ডলতে এ্যালেক্সি গুম হ'য়ে ব'সে থাকে ; তার বাজ

পাখীর মত চোখ থেকে থেকে হঠাৎ ওঠে জ্বলে। একদিন কিন্তু পিয়োতর্ ব'লে ফেলল,

'এ্যালেক্সি খারাপ লড়ে না। ওর নিজের দলের লোকেরাই ওকে মেরে হঠিয়ে দেয়।'

ইলিয়া আর্টামোনোব টেবিলের ওপর হাত মুঠো ক'রে জিজ্ঞাস করলে, 'কেন?'

'ওকে দেখতে পারে না।'

'শুধু ওকেই?'

'না, আমাদের সকলকেই।'

এত জোরেই আর্টামোনোবের ঘুষি পড়ে টেবিলের ওপর যে বাতি-দান থেকে মোমবাতি ছিটকে প'ড়ে নিবে যায়। অন্ধকারে শোনা যায় কার ক্রুদ্ধ গর্জন:

'ভালোবাসা আর ঘৃণা—ও সব ছেলেমানুষের কথা। ওসব কথা আর আমার কানে যেন না আসে।'

নিকিটা বাতি জেবলে শান্ত কণ্ঠে বলে,

'ওলিওস্কার লড়তে যাওয়া আর উচিত হবে না।'

'তাতে কি লাভ হবে? লোকে শুধু হাসবে আর বলবে আর্টা-মোনোব ভয়ে পালিয়ে গেল! থাম তুই, ভীতু, কাপুরুষ! পুজো-আচ্ছা করগে যা!'

সকলকেই বকলে আর্টামোনোব; দিন কয়েক পরে রাতে খেতে ব'সে অভিযোগ-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে:

'তোমাদের সব ভালুক শিকারে যাওয়া উচিত। ওর মত মজা আর আছে না কি! রাজা গর্গির সঙ্গে রিয়াজানের বনে যেতাম আর ভালুক মারতাম বর্শা দিয়ে। ভারি আমোদ পাওয়া যায়।'

উত্তেজনা তার বেড়েই গেল ছেলেদের কাছে এক সফল শিকারের কাহিনী বলতে বলতে; ফলে এক সপ্তাহের মধ্যেই পিয়োতর আর এ্যালেক্সির সঙ্গে শিকারে গিয়ে সে এক প্রকাণ্ড, বুড়ো, মদ্দা ভালুক মেরে আনলে। তারপর ভায়েরা নিজেরাই গিয়ে এক মাদী ভালুককে তার শীতের নিদ্রা থেকে জাগাতেই সে এ্যালেক্সির লোমের কোট ত ছিঁড়ে দিলেই, উরুও দিল হাঁচড়ে। তবু তাকে পাড়ু ক'রে তার বাচ্ছা দুটোকে এরা নিয়ে এল সহরে। ভল্লুকীর মৃতদেহ দিয়ে বনে নেকড়েরা করলে নৈশভোজন।

লোকে উলিয়ানাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কি গো, তোমার বন্ধু আর্টা-মোনোবেরা কেমন আছে?'

'কেমন আবার থাকবে, ভালোই আছে।'

পামিয়ালোব মন্তব্য করে, 'শীতে শুয়োরেও পোষ মানে।' নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করবার সাহস না থাকলেও বিধবা বাইমা-কোবা লক্ষ করছে যে আর্টামোনোবদের ওপর তার নিজের বিতৃষ্ণা নিজের কাছেই কিছুদিন থেকে কেমন বিস্বাদ ঠেকছে আবার এদিকে আর্টামোনোবদের ওপর জনসাধারণের ঘৃণা বাড়তে বাড়তে তারও প্রতি কি এক রকম ঔদাসীন্যে পরিণত হচ্ছে। বাইমাকোবা দেখে এদের স্বভাব ধীর, এরা লোক খারাপ নয়; নিজেদের কাজ-কর্ম নিয়েই থাকে; বদ খেয়াল কিছু আছে ব'লে মনে হয় না। নাতালিয়ার সম্পর্কে পিয়োতরের ওপর নজর রেখে তার বুঝতে বাকী রইল না যে ঐ চুপ-ক'রে-থাকা গোব্দা-গড়ন ছেলেটা নিজের বয়সের অনুপাতে এত বেশী গম্ভীর ধরণের যে সহুরে তরুণদের মত নাতালিয়াকে অন্ধকার কোনে যে একটু চুরি ক'রে আলিঙ্গন করবে কি একটু কাতুকুতু দেবে কি ফিস্‌ফিসিয়ে দুটো অসভ্য কথা বলবে তার কোন সম্ভাবনাই নেই। তবু নাতালিয়ার প্রতি তার ভাবখানা দেখে ভয় হয় উলিয়ানার। ভাবী স্ত্রীর প্রতি তার দুর্বোধ্য ঔদাসীন্য অথচ সে যেন নাতালিয়াকে আগলে রাখতে চায়, একটু ঈর্ষাপরায়ণও হ'য়ে ওঠে।

'সদয় স্বামী ও হতে পারবে না,' ভাবে উলিয়ানা।

একদিন সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নীচের দালান থেকে মেয়ের গলা পেল:

'আবার তুমি ভালুক-শিকারে যাচ্ছ নাকি?'

'বোধ হয়। কিন্তু তুমি একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?'

'বড় ভয়ের কাজ, তাই। ওলিওশাকে হাঁচড়ে দিয়েছিল না?'

'সে ওর নিজের দোষে। অত ক্ষেপে না উঠলেই হত। তা তোমার কি আমার সম্বন্ধে ভাবনা হচ্ছে না কি?'

'তোমার সম্বন্ধে আমি কিছু বলেছি না কি?'

'কি দুষ্টু!' মুচকি হেসে ভাবলে মা, আবার দীর্ঘশ্বাসও ফেললে, 'ছেলেটা কি হাঁদা!'

তবু ইলিয়া আর্টামোনোব সমানে বলে চলেছে,

'তাড়াতাড়ি বিয়েটা দিয়ে দাও, নয়ত ওরা নিজেরাই ব্যবস্থা ক'রে নেবে।'

তাড়াতাড়ির যে প্রয়োজন আছে এ কথা বাইমাকোবাও বুঝল: রাতে মেয়েটার ভাল ঘুম হয় না; কামনার উগ্রতাও সে আর চেপে রাখতে পারে না। ইস্টারের সময় আবার সে মেয়েকে নিয়ে মঠে চ'লে গেল; মাসখানেক পরে ফিরে এসে দেখে তার যে বাগানখানা অবহেলায় প'ড়ে ছিল সেখানাকে আবার চমৎকার গ'ড়ে তোলা হয়েছে, পথের আগাছা পরিষ্কার হয়েছে, পরগাছা ছাড়িয়ে ফেলা হয়েছে গাছ থেকে, ঝাড় ছেঁটে তলায় সব দেওয়া হয়েছে বাঁধন। সব কিছুই নিপুণ হাতের করা। নদীর পথে যেতে উলিয়ানার চোখে পড়ল কুঁজো নিকিটা বসন্তের বন্যায় ভেঙে-যাওয়া বেড়ার একটা জায়গা সারছে। হাঁটুর নীচে নেমে গিয়েছে তার লম্বা সুতোর সার্ট; কুঁজের হাড় এমনি উঁচিয়ে উঠেছে যে তার মস্ত মাথাটা ত দেখাই যায় না, তার ঋজু, সুশ্রী চুল পর্যন্ত ঢাকা প'ড়ে যায়—দেখলে করুণা হয় মনে। মুখের ওপর পাছে এসে পড়ে তাই বার্চের কচি ডাঁটা দিয়ে পেছনে বেঁধে রেখেছে চুলগুলি। সবুজ, সরল পত্র-পুঞ্জের মধ্যে ধূসর নিকিটাকে দেখাচ্ছে নিষ্কাম কর্মরত বৃদ্ধ সাধু-পুরুষের মত। কুড়ুল দিয়ে সে কাটছে একটা খোঁটা, কুশল হাতে দোলায়মান কুড়ুল ঝিক্‌মিকিয়ে উঠছে রোদে, আর তীক্ষ্ণ মেয়েলি গলায় সে গাইছে ভক্তিমূলক গান গুন্ গুন্ ক'রে। বেড়ার ওধারে নদীর রেশমী জল চিক্‌চিক্ করছে সবুজ আভায়—সোনালী রোদ খেলা ক'রছে ঢেউ-এর ওপর, মাছের ঝাঁকের মত।

স্নিগ্ধ কণ্ঠে 'বেঁচে থাকো' ব'লেই নিজের কথায় নিজেই বিস্মিত হ'য়ে গেল উলিয়ানা। গাঢ় নীল চোখের কোমল দৃষ্টি ফেলে উত্তর দিলে নিকিটা :-

'ভালো আছ ত?'

'বাগানটা তুমিই পরিস্কার করেছ না কি?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ হয়েছে ত? বাগান ভালোবাসো বুঝি?'

মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসতে বসতে নিকিটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিল যে ন' বছর বয়েসের সময় তাকে রাজার বাগানের মালীর সহকারী ক'রে দেওয়া হয় আর এখন তার বয়েস উনিশ।

পিঠে কুঁজ থাকলেও স্বভাবটা মন্দ নয়, ভাবলে মেয়েমানুষটা।

সন্ধ্যাবেলায় মেয়ের সঙ্গে যখন ওপরের ঘরে ব'সে উলিয়ানা চা খাচ্ছে তখন এক গোছা ফুল হাতে ক'রে দরজার কাছে দেখা দিল নিকিটা। তার অতি সাধারণ পাণ্ডুর, বিমর্ষ মুখে মৃদু হাসির আলো।

'এই তোড়াটা নেবে কি?'

ঘাস দিয়ে বাঁধা সুন্দর ফুলের গুচ্ছটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে করতে বিস্ময়ে উলিয়ানা জিজ্ঞাসা করল, 'এর মানে?' নিকিটা বললে,

'আমি যখন রাজবাড়ীর কাজে ছিলাম তখন রোজ সকালে রাজকুমারীকে আমার ফুল নিয়ে গিয়ে দিতে হ'ত।'

লজ্জায় একটু লাল হয়ে হেলাভরে মাথাটা তুলে উলিয়ানা জিজ্ঞাসা করল, 'বুঝেছি। আমি বুঝি রাজকন্যের মত দেখতে? সে ছিল কত বড় রূপসী!'

'তোমারও রূপ কিছু কম নয়, সে তুমি জানো।'

আরও লাল হয়ে উঠল বটে উলিয়ানা তবু তার কেমন অবাক লাগলঃ এ কি তার বাপ তাকে শিখিয়ে দিয়েছে! উত্তরে ব'লতে হল,

'আমায় এ হেন সম্মান দেবার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ', কিন্তু নিকিটাকে চা খেতে অনুরোধ সে করতে পারলে না। সে চলে গেলে নিজের চিন্তা কথায় প্রকাশ করলে উলিয়ানা,

'ছেলেটার চোখ দুটো ভারী সুন্দর; বাপের মত নয়; নিশ্চয়ই মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল তারঃ

'ওদের সঙ্গে বাস করাই দেখছি ভাগ্যে আছে।'

হেমন্তে তার স্বামীর মৃত্যুর পর এক বছর পূর্ণ হবে; সেই সময়েই বিয়ের অনুষ্ঠানে আর্টামোনোবের মত করাবার জন্যে উলিয়ানা বিশেষ অনুনয়-বিনয় না ক'রে বরং স্থির সংকল্পের স্বরেই বললে,

'তাড়াতাড়ি করতে হবে এই ধারণাটা ছেড়ে দিয়ে তুমি যদি কেবল আমাকে আমাদের পুরানো ধরণে সব বন্দোবস্ত করতে দাও, ইলিয়া বাসিলিবিচ্, তাহলে তোমারও সুবিধে আমারও সুবিধে। এখানকার বনিয়াদী সমাজ তোমাকে গ্রহণ ত করবেই আর লোকেও তোমার সঙ্গে পরিচিত হ'তে চাইবে।'

'এমনিতেই তারা আমার খুব নাম ছড়িয়েছে,' সদম্ভে ঝাঁকিয়ে উঠল আর্টামোনোভ।

তার ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলল উলিয়ানা, 'কেউই ত এখানে তোমায় দেখতে পারে না।'

'হ্যাঁ, তবে এবারে শীগ্‌গিরই ভয় করতে আরম্ভ করবে।'

ঘাড়-ঝাঁকিয়ে মৃদু হেসে সে বললে আবার, 'এই পিয়োতর্‌টাও সব সময়ে দেখতে পারা না পারা নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করে। তোমরা হাসালে দেখছি।'

'তোমাদের জন্যে আমাকে শুদ্ধ লোকে দুষতে আরম্ভ করেছে।'

'আরে, ও নিয়ে মাথা ঘামাও কেন?' ব'লে আর্টামোনোব হাত শূন্যে তুলে মুঠোর চাপে হাত লাল ক'রে বললে, 'কেমন ক'রে লোককে শায়েস্তা করতে হয় সে আমি জানি। বেশীদিন আমায় কেউ বিরক্ত করতে পারে না। লোকে আমাকে দেখতে না পারলেও আমার চ'লে যাবে।'

নির্বাক হয়ে গেল নারী: একান্ত ভয়ে কেঁপে উঠে ভাবলে, 'আস্ত জানোয়ার একটা!'

অতএব দিনের দিন তাদের বাড়ী ভ'রে উঠল নাতালিয়ার বান্ধবী কুলে—সহরের সব সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে এরা। সবাই করেছে ভূরিসজ্জাঃ পরণে বুটি তোলা পুরোনো সারাফান (রুষীয় মেয়েদের জাতীয় পোষাক)—তার শাদা, ফুলে ওঠা হাত মসলিনের আর বগলে রেশমের চিকণ কারুকাজ: কব্জিতে লেস আর পায়ে মরক্কো ছাগলের চামড়ার জুতো: তাদের ছেলেমানুষী বিনুনিতে ঝুলছে ফিতের গুচ্ছ। কানে পরেছে রূপোর জরি-দেওয়া সারাফান: তার সোনালী জরিমোড়া বোতাম গলার কাছ থেকে একেবারে হাঁটু পর্যন্ত নেমে গিয়েছে: কাঁধে ঝুলছে সোনার জরি-দেওয়া, ফিকে-নীল আর শাদা ফিতে-বসানো এক কোট। এই পোষাকের ভারে কনে অবশ্য একটু হাঁফিয়ে উঠেছে। লেস-দেওয়া একখানা রুমালে নিজের ঘর্মাক্ত মুখ মুছতে মুছতে এক কোনে এক মহাত্মার মূর্তির নীচে গলন্ত বরফের মত ঘামতে ঘামতে স্থির হ'য়ে ব'সে পরিস্কার গলায় সে ছড়া ব'লে যাচ্ছে,

নীল ফুলের ক্ষেত
ঘন সবুজ ঘাস
ফাগুণ মাসে জল,
শিউরে ওঠে থল।

তার আবৃত্তির করুণ শেষ কলিটি ধরে নেয় বন্ধুর দলঃ

একলা যাব জল আনিতে,
সঙ্গে যাবে কে?
পরণে আমার ছেঁড়া তেনা
গায়ে আমার কাঁটার চেনা

মা গো মোরে পরকে দিলি শুধু কাঁদাতে।

এদিকে সকলের অলক্ষ্যে এ্যালেক্সি মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে হেসে ফেটে পড়ছে একেবারে। সে বলছে,

'অদ্ভুত গান ত! বাক্সের মধ্যে মুরগীর ছানার মত পোষাকের মধ্যে কনেকে পুরে তোমরা কি না চেঁচাচ্ছ তার পরণে ছেঁড়া তেনা আর পায়ে কাঁটা ফুটেছে! বলিহারি।'

কনের কাছে ব'সে নিকিটাঃ ঘন নীল রঙের কোট তার কুঁজের ওপর দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে বেঁকে উঠেছে। সে নীল চোখ আপ্রান্ত বিস্তার ক'রে এমন স্থির, অবাক হ'য়ে চেয়ে আছে নাতালিয়ার পানে যেন নাতালিয়া অকস্মাৎ একেবারে গ'লে সামনে থেকে যাবে অদৃশ্য হ'য়ে। দরজা একেবারে জুড়ে, চোখ বড় বড় ক'রে গম্ভীর মোটা গলায় ব'লে চলেছে মাত্রিয়োনা বার্স্কায়া 'এ আবার গান! কান্নাই পাচ্ছে না তেমন।'

ঘোড়ার মত লম্বা লম্বা পা ফেলে সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় আর কেবলই চেষ্টা করে গানগুলো মেয়েদের দিয়ে সেই পুরোনো ধরণে গাওয়াতে। তার মতে বিবাহ-ব্যাপারে সব সময়েই একটা ভয়-ভয় ভাব থাকা দরকার। সে বলে,

'লোকে বলে শোন নি, বিয়ে করা মানে গারদে ঢোকা—ভেঙেও পালাতে পারবে না লাফিয়েও পালাতে পারবে না।'

তার কথায় মেয়েরা কানও দিচ্ছে না। ঘরে ভিড় আর গরম। মাত্রিয়োনাকে ঠেলে ফেলে সকলে ছুটে উঠোনে আর বাগানে বেরিয়ে এল। তাদের মাঝে এ্যালেক্সি ফুলের মাঝে ভ্রমরের মত। সোনালী রঙের সিল্কের সার্ট গায়ে দিয়ে আর মখমলের পায়জামা পরে সে যেন মাতালের মত খুশীতে গণ্ডগোল ক'রে বেড়াচ্ছে।

ইতিমধ্যে বার্স্কায়া রাগে ঠোঁট উল্টে, চোখ বড় বড় ক'রে, স্কার্টের প্রান্ত সামনের দিকে তুলে ধরে এক ঝলক কালো ধোঁয়ার মত যেন উড়ে চ'লে গেল ওপরে উলিয়ানার কাছে; ভবিষ্যদ্বাণীর স্বরে ব'লে উঠল,

'তোমার মেয়ে বড় হাসিখুশী: এ রকমটা ত হওয়া উচিত নয়, হয়ও না কেউ। জান ত' হাসিতে শুরু, কান্নায় শেষ।'

উলিয়ানা হাঁটু গেড়ে ব'সে তখন সিন্দুক তল্লাসে ব্যস্ত: চারিদিকে, মেঝেতে, বিছানায় ছড়িয়ে রয়েছে সিল্ক, চেলি, মস্কোর মোটা কাপড়, কাশ্মীরী শাল, ফিতে, ফুল-তোলা তোয়ালে—যেন হাটের একটা দোকান। উজ্জ্বল পরিধেয়গুলোর ওপর রোদ এসে পড়ায় সূর্যাস্তের আলোয় বহুবর্ণ একখানা মেঘের মত দেখাচ্ছে।

'বিয়ের আগে কনের বাড়ীতে বরের থাকা উচিত নয়। আর্টামোনোবদের উচিত ছিল এখান থেকে চ'লে যাওয়া।'

বিরক্তি গোপন করবার জন্যে সিন্দুকের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে উলিয়ানা বিড় বিড় ক'রে উঠল, 'এ কথা তোমার আগে বলা উচিত ছিল। এখন তো আর কিছু করা চলে না।'

মোটা গলা বেজেই চলল, 'শুনেছিলাম তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে: তাই কিছু বলি নি। ভেবেছিলাম তুমি নিজেই কথাটা মনে করবে। আমার আর কি বল? যা সত্যি তাই বললাম। তোমরা না শোনো ভগবানের কাছে সত্যি কথার দাম আছে।'

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে বার্স্কায়া মাথাটি স্থির ক'রে—যেন সেটি একটি বিজ্ঞতায় পূর্ণ পাত্র। উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না ক'রেই বেরিয়ে গেল বার্স্কায়া আর উলিয়ানা রঙের আগুনের মধ্যে নতজানু হ'য়ে ব'সে ভয়ে ব্যাকুলতায় ফিসফিসিয়ে উঠল, 'উঃ ভগবান! আমাকে পাগল ক'রে দিও না।'

দরজায় আবার শব্দ হ'তেই চোখের জল লুকোবার জন্যে উলিয়ানা সিন্দুকের মধ্যে তাড়াতাড়ি মাথা গুঁজলে। নিকিটা।

'তোমার কাউকে দরকার আছে কি না, জিজ্ঞাসা করে পাঠালে ন্যাতালিয়া য়েভ্‌সেভ্‌না।'

'না, না, আমার কাউকে.........'

'রান্নাঘরে ছোট্ট ওল্গা ওর্লোবা কড়ার রস সব নিজের গায়ে ঢেলে ফেলেছে।'

'বল কি, এ্যাঁ! খাসা মেয়ে! তোমার বউ হলে খাসা হবে।'

'আমায় কে বিয়ে করবে?'

বাগানে একটা লেবু গাছের তলায় টেবিলের চারিদিকে ব'সে বিয়ার খাচ্ছে আর্টামোনোব, গ্যাব্রিলা বার্স্কি—কনের ধর্মপিতা, পমিয়ালোব,

প্যাটপেটে চোখ ঝিতাইকিন—সে চামড়া ট্যান করে, আর বোরোপোনোব —সে গাড়ী তৈরী করে। লেবু গাছটায় হেলান দিয়ে পিয়োতর দাঁড়িয়ে রয়েছে; এত তেল মাখানো হয়েছে তার কালো চুলে যে মাথাটা ইস্পাতের মত চক্ চক্ করছে। সে সসম্মানে শুনে যাচ্ছে বড়দের কথাঃ

তার বাবা বললে ভাবতে ভাবতে, 'আমাদের থেকে তোমাদের আচার-ব্যবহার অন্যরকম।'

'আমরাই যে রাশ্যার আদিম অধিবাসী,' সদম্ভে বলে পমিয়ালোব।

'আমরাও ত বিদেশী নই.........'

'আমাদের সব প্রথা আরও প্রাচীন.. .....'

'তোমাদের অনেকেই ত মর্ডভিনিয়ান আর চুভাশ. ......১'

ধাক্কাধাক্কি হাসাহাসি করতে করতে মেয়েরা বাগানে ছুটে এসে, সারাফানের দীপ্ত মালায় টেবিল বেষ্টন ক'রে গুণ-গান শুরু করলে,

'আর্টামোনোব মস্ত লোক
(তার) এক পা ভাঙে এক পা চ'লে
দু' পা ভাঙে দু' পা চ'লে
তিন পা চ'লে ভাঙল ঘাড়।

বিস্ময়ে ছেলের দিকে ফিরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আর্টামোনোব, 'এ আবার কোন্ দেশী সম্বর্ধনা!' পিয়োতর একটু সতর্ক হাসি হেসে নিজের কান টানতে টানতে মেয়েদের দিকে চাইতেই থাকে আড় চোখে।

হাসিব প্রবল আবেগে বাস্কির্ উপদেশ দিলে, 'এ সব শুনতেই হয়।'

'কনে-চোর তুমি বটে
তোমায় মোরা করব শটে!'

স্পষ্টতই হতবুদ্ধি হ'য়ে টেবিলে আঙ্গুল ঠুকে উত্তেজনায় ব'লে উঠল আর্টামোনোব, 'আরও আছে না কি?' মেয়েরা কিন্তু সোৎসাহে গেয়েই চললঃ

মই-এর ওপর ফেলব
পাথর ছুঁড়ে মারব;
ব্যাভারেতে চাষা ব'লে

১। দুটিই ফিনো-উগ্রিক জাতি; মধ্য রুষিয়ার অধিবাসী; বহু অখৃীষ্টিয়ান আচার-ব্যবহার প্রচলন আছে এদের মধ্যে।

ঢেলা ফেলে মারব
সরলাদের ভোলাও,
হাপুস-চোখে কাঁদাও
তোমার দেশে গেলে
হাড়ে জ্ব'লেই মরব।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'এ সব কথা কেন? আমি অবশ্য তোমাদের চটাতে চাই না; তাই ব'লে আমার দেশের নিন্দেও ত আমি করতে পারব না। আমার দেশের আচার-ব্যবহার তোমাদের চেয়ে অনেক কম রূঢ় আর লোকেরাও অনেক বেশী ভদ্র। আমাদের ওদিকের লোকে-রাই বলে "স্বাপা, (২) উসোঝা, ওকায় না প'ড়ে ভাগ্যিস সীমে পড়েছে"

দেমাক আর শাসানির মাঝামাঝি গলায় বাস্কি বললে, 'এখনও হয়েছে কি, দাঁড়াও না। দাও দেখি এইবার, মেয়েদের দর্শনী দাও।'

'কত দিতে হবে?'

'যা পার।'

আর্টামোনোব চার টাকা (দুই রুবল্) দিতেই পমিয়ালোব রেগে বললে, 'অত দিচ্ছ কেন? বড়লোকি দেখাতে বুঝি?'

এইবারে চ'টে উঠল ইলিয়া, 'কিসে তুমি সন্তুষ্ট হও বলতে পার?' কানে তালা ধরিয়ে দিল বাস্কি হেসে উঠে আর ঝিতাইকিন হাসল তীক্ষ্ণ ছোট্ট ক'রে।

বিয়ের প্রাথমিক উৎসব শেষ হল ভোরবেলা। বাইরের সকলেই প্রায় চ'লে গিয়েছে আর বাড়ীতেও প্রায় প্রত্যেকেই পড়েছে ঘুমিয়ে; শুধু পিয়োতর আর নিকিটার সঙ্গে বাগানে ব'সে নিম্নস্বরে কথাবার্তা বলছে আর্টামোনোব দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতেঃ

'লোকগুলো দেখছি অভদ্র।' আকাশে মেঘের লাল আলোর দিকে তাকিয়ে বললে, 'ষণ্ডাড়ে। তুমি, পিয়োতর্, শ্বাশুড়ী যা বলবে তাই শুনবে। বলবে আর কি—দু-একটা মেয়েলী অনুরোধ-উপরোধ। তবু সেগুলো রাখবে। এ্যালেক্সি বুঝি মেয়েদের পেঁৗছে দিতে গিয়েছে। মেয়েরা ওকে ভালোবাসে কিন্তু ছেলেরা ওকে দেখতে পারে না। বাস্কি'র ছেলে ত ওকে চোখ দিয়ে গিলে খেতে চায়. লক্ষ করেছি আমি! নিকিটা, তুমি লোকের সঙ্গে আরও ভালো ব্যবহার করবে। ইচ্ছে করলে তুমি

২। নদীর নাম।

পার। আমার যখন কোথাও কিছু ত্রুটি হবে তুমি গিয়ে তখনি সেটা শুধরে নেবে।'

কাঠের একটা ডাবার দিকে এক চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বললে, বিরক্ত গলায়, 'একেবারে শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত চেটে মেরে দিয়েছে। মদের পিপে এক-একটি! কি ভাবছ পিয়োতর?'

কনে বরকে যে রেশমী ওড়না উপহার দিয়েছে পিয়োতর সেইখানা নাড়াচাড়া করছিল; বলল ধীরে,

'গাঁয়ে এখানকার চেয়ে জীবন অনেক শান্ত, সরল।'

'ঘুমিয়ে দিন কাটিয়ে দেওয়ার চেয়ে ত সহজ সরল আর কিছুই নেই.........'

'বিয়েটাকে ওরা পেঁছিয়ে দিচ্ছে।'

'একটু সবুর করতে হবে।'

সেই মস্ত কঠিন দিনের প্রভাত শেষ পর্যন্ত এল পিয়োতরের কাছে। এক কোনে মহাত্মার মূর্তি নীচে ব'সে রয়েছে সে; বুঝতে পারছে যে কপাল তার ভ্রূকুটি-কুটিল হ'য়ে উঠেছে—বুঝতে পারছে এ রকম করা শোভন হচ্ছে না—আর যাই হোক্, এতে লোকের চোখে সে একটুও বেশী সুন্দর হ'য়ে নিশ্চয়ই উঠছে না। তবু ভুরু দুটো তার যেন কে সেলাই ক'রে দিয়েছে। আড়চোখে অভ্যাগতদের দিকে তাকিয়ে সে যেই ঘাড় নাড়ছে অমনি মাথার চুল দুলে উঠে একটি দুটি ক'রে ফুল খসে পড়ছে টেবিলে এবং সেখান থেকে নাতালিয়ার দীর্ঘ ঘোমটায়। ফুল-গুলো ছুঁড়ে মেরেছিল অতিথিরাই। বিমর্ষ নাতালিয়া শ্রান্ত হাতে চোখে আড়াল করছে। ছেলেমানুষের মত ভয়ে একেবারে শাদা হোয়ে কাঁপছে সে। কথা জোগাচ্ছে না মুখে।

দাড়ি-ভরা, হাসিতে দাঁত-বের-করা সব মুখ এইবার নিয়ে বিশবার চেঁচিয়ে উঠল, 'চুমো খাও।' (রুষীয় প্রথা অনুযায়ী অভ্যাগতেরা এই আদেশ করলেই বরের কনেকে চুমো খেতে হবে।)

কেবল মুখ না ঘুরিয়ে শিকারী পশুর মত বোঁ ক'রে সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়ে নাতালিয়ার ঘোমটা তুলে নিজের নাক আর শুষ্ক ঠোঁট চেপে ধরল পিয়োতর তার গালে। নাতালিয়ার গালে শাটিনের স্নিগ্ধতা; তার অঙ্গে ভয়ার্ত শিহরণ। নাতালিয়ার জন্যে করুণা জাগে পিয়োতরের মনে। সেও যে নিজে বড় মুখচোরা। তবু পানে অর্ধোন্মত্ত জমাট জনতা চীৎকার ক'রে ওঠে,

'ও জানেই না কেমন ক'রে চুমো খেতে হয়!'

'ঠোঁঠে, ঠোঁঠে!'

'ধ্যেৎ! দেখিয়ে দোব নাকি?'

'দেখিয়ে দিয়ে একবার মজা দেখ না!' ঘ্যানঘেনিয়ে উঠল এক মত্ত স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর।

'চুমো খাও বলছি,' চেঁচিয়ে ওঠে বার্স্কি।

দাঁতে দাঁতে চেপে পিয়োতর কনের ভিজে ঠোঁঠে খায় চুমো: ঠোঁঠ শিউরে ওঠে: সূর্যের সামনে মেঘখণ্ডের মত নাতালিয়ার শাদা মূর্তি যেন গ'লে মিলিয়ে যেতে চায়। কাল থেকে কিছু খাওয়া নেই; দু'জনেরই ক্ষিদে পেয়েছে। উত্তেজনায় আর মদের তীব্র গন্ধ পিয়োতরের মনে হচ্ছে সে যেন নেশা করেছে: অবশ্য দু গেলাস টলটলে সিমলিয়া মদ সে খেয়েছে; মনে ভয় পাছে নাতালিয়া কিছু বুঝতে পারে। সামনে সবই যেন দুলছে—কখনও নানান রঙে দলা পাকিয়ে যাচ্ছে, কখনও লাল লাল বুদ্বুদে ছড়িয়ে গিয়ে পর্যবসিত হচ্ছে এর-ওর অস্বস্তিকর মুখে। প্রথমে অনুনয় ক'রে তারপরে রেগে গিয়ে বাপের দিকে তাকাচ্ছে পিয়োতর কিন্তু ইলিয়া আর্টামোনোব উৎসাহ-ভরে চেঁচিয়েই চলেছে আর চেয়ে রয়েছে উলিয়ানার গোলাপী মুখের দিকে—এমনি ভাব যেন সমস্ত ব্যাপারটাই কিছু নয়। সে ব'লে ওঠে,

'এস, মধুর মদে পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করা যাক। তোমার মদও তোমার মতই মিষ্টি......'

উলিয়ানা তার সুডোল শাদা হাতখানি বাড়াতেই সোনার ব্রেসলেটে নানান রঙের পাথর রোদে উঠল ঝকমকিয়ে, উন্নত বুকের ওপর দিয়ে খেলে গেল যেন মণির মালা। তাকেও আজ খেতে হয়েছে অনেক মদ। তার ধূসর চোখে পাণ্ডুর হাসি, আধ-খোলা ঠোঁঠের কম্পন মন ভোলায়। নিজের গেলাস আর্টামোনোবের গেলাসে ঠেকিয়ে, অভিবাদন ক'রে পান করে উলিয়ানা। আর্টামোনোব কিন্তু উস্কখুস্ক মাথা নেড়ে তারিফ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠেঃ

'তোমার ধরণ-ধারণই আলাদা—রাজরাণীরাও হার মানে! বা, বা, বাঃ।'

পিয়োতরের কেবল যেন মনে হয় বাপের ব্যবহারটা ঠিক হচ্ছে না। অতিথিদের মত্ত কলরোলে সে স্পষ্ট শুনতে পায় পমিয়ালোবের বিদ্বেষ-ভরা তীব্র মন্তব্য, বার্স্কির মোটা গলার ভর্ৎসনা আর ঝিতাইকিনের তীক্ষ্ন হাসি।

সে মনে মনে ভাবে, 'এ ত বিয়ে নয়, এ যেন বিচারালয়।' কে একজন ব'লে ওঠেঃ

'আরে, আরে, দেখ্ছ, শয়তানটা কি রকম তাকিয়ে রয়েছে উলিয়ানার দিকে!'

'আবার আর একটা বিয়ে লাগছে তাহলে? পুরুতে দেবে না, এই যা......'

মুহূর্তের জন্যে কথাগুলো যেন ভীষণ শব্দে বেজে ওঠে পিয়োতরের কানে। পর মুহূর্তেই নাতালিয়ার কনুই না হাঁটু লাগে তার গায়ে—একটা ভীতিপ্রদ অবসাদ যেন ছড়িয়ে পড়ে তার প্রতি অঙ্গে। যে সব কথা কানে বাজছিল সে সব সে ভুলে যায়। চেষ্টা করে নাতালিয়ার দিকে না তাকাবার। কোনোরকমে মাথাটাকে রাখে অনড় ক'রে; তবু চোখকে সামলাতে পারে না। চোখ কেবলই তাকায় তার দিকে।

ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে নাতালিয়াকে—'কখন শেষ হবে, এ্যাঁ?' নাতালিয়া প্রত্যুত্তর দেয় ফিস্‌ফিসিয়ে, 'কি জানি।'

'বিশ্রী লাগছে আমার।'

'আমারও।'

বধূরও মনে একই কথা জাগছে শুনে খুশী হয় পিয়োতর্।

এ্যালেক্সি ততক্ষণ বাগানে মেয়েদের সঙ্গে ভোজ লাগিয়েছে। নিকিটা ব'সে আছে এক রোগা ঢ্যাঙা পুরুতের পাশে। তার দাড়ি ভিজে; মুখ-ভরা বসন্তের দাগ; হলদে চোখে তামাটে মণি। খোলা জানলা দিয়ে রাস্তার আর উঠোনের ভিড় তাকিয়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে। কেউ-ই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখছে না। নীল গোধূলির আবছায়ায় তাই ন'ড়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য মাথা। কৌতূহলে হাঁ ক'রে, তারা ফিস্‌ফিস্, হিস্‌হিস্ করছে, চীৎকার করছে। জানলাগুলোকে মনে হচ্ছে মস্ত মস্ত ছালা—তার মধ্যে থেকে জনতার মাথার পুঞ্জ যেন এখনি ঘরের মধ্যে ফেটে ছড়িয়ে পড়বে তরমুজের মত। এদিকে, দিন-মজুর টাইখন বায়ালোবের মুখ ভারী আকৃষ্ট করেছে নিকিটাকে। টাইখনের গালের হাড় উঁচু, মাথায় ঘন লাল্‌চে চুল, মুখে লাল লাল দাগ। চোখ দুটো প্রথমে দেখলে মনে হয় নীরঙা, তাতে অদ্ভুত মিটি মিটি দৃষ্টি। সে যখন চোখ পিট্ পিট্ করে তখন তার চোখের পাতা নড়ে না, নড়ে শুধু মণি। মুখটি ছোট; পাতলা নিষ্কম্প ঠোঁঠ সে চেপে রাখেই জোর ক'রে। কোঁকড়া গোঁফে ঠোঁঠ প্রায় ঢেকে গিয়েছে। কান

দুটো বিশ্রীভাবে মাথার সঙ্গে জোড়া। জানলায় বুক দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকে ঠেলে ঢুকতে চাইলেই সে চীৎকারও করছে না, দিব্যিও গালছে না—কোন কথা না ব'লে কনুই আর কাঁধের স্বল্প সঞ্চালনে তাদের ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে। এত গোল তার কাঁধ যে ঘাড় প্রায় দেখাই যায় না—মনে হয় মাথাটা সোজা বুক থেকে উঠে গিয়েছে। তারও কুঁজ আছে ব'লেই মনে হয়। মুখের ভাবে কেমন একটা দয়া, সদয়তা লক্ষ করেছে নিকিটা।

গোল-কাঁধ টাইখন চড়্‌বড়্ ক'রে হঠাৎ বাজিয়ে দেয় এক ঘুঙুর-লাগানো ঢোলক; আঙুলের টোকার তালে ঢোলক কখনও গোঁ গোঁ কখনও বা গুন্ গুন্ করছে। আর একজনা শিস্ দিয়ে হাঁটুর ওপর কন্‌সার্টিনা নিয়ে বসে। তাই না দেখে কনের বন্ধু, ছোট্ট গোলগাল কোঁকড়াচুল ষ্টিয়েপাশা বার্স্কি ঘরের মাঝখানে ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করে আর মেঝেতে পা ঠুকে বাজনার সুরে গান ধরেঃ

শোন্ তোরা কান পেতে
ওলো কুমারী
আমার থলেতে বাজে
অনেক কড়ি।
ছলা ছেড়ে কলা ছেড়ে
নাচ না আমায় ঘেরে,
তোদের অরি!
শোন্ তোরা কান পেতে
ওলো কুমারী

তার বাবা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বজ্রনির্ঘোষে বললে, 'ষ্টিয়েপকা, হারলে চলবে না! এই ভীতুগুলোকে একবার দেখিয়ে দে দেখি তোর কেরামতি!'

এই কথায়, আলুথালু চুলে, পেছন দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে, লাফিয়ে উঠল আর্টামোনোব। রাগে নাক মুখ লাল ক'রে তেড়ে উঠল বার্স্কিকে,

'ভীরু কে সে কাজেই বোঝা যাবে। ওলিওশা!'

যেন বার্ণিশ-করা কোট পরেছে এমনি চক্‌চকে দেখাচ্ছে ওলিওস্কাকে। সে স্মিতমুখে ড্রায়োমোবের নাচিয়েকে দেখতে দেখতে হঠাৎ পাংশুবর্ণ হয়ে মেয়েছেলের মত তীক্ষ্ন কণ্ঠে সুর দিতে দিতে অবিশ্বাস্য বেগে নাচতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

ড্রায়োমোবের লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল, 'এ হে, গান জানে না!'

বেপরোয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল আর্টামোনোব 'তোকে আস্ত রাখব না ওলিওস্কা।'

যেন ছর্‌রা গুলির আঘাত বাঁচিয়ে চলেছে এমনি ক্ষিপ্র বেগে ঘুরতে ঘুরতে মুখের মধ্যে দুটো আঙুল পুরে তীব্র শিস দিয়ে স্পষ্ট স্বরে আবৃত্তি ক'রে উঠল এ্যালেক্সিঃ

সে ছিল একদিন,
প্রভু মোকির ছিল
নকিব পাঁচ জন,
তোরা সবাই শোন
ছিল, নকিব পাঁচ জন।
সে দিন ত আর নাই
পাঁচজনের সাথে গেল
মোকি তাদের ঠাঁই।

'এইবার দেখলে!' জয়োল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল আর্টামোনোব।

অর্থপূর্ণ কণ্ঠে পুরুত 'হুঁ বুঝেছি!' ব'লে আঙুল তুলে মাথা নাড়লে।

'তোমার বন্ধুর চেয়ে এ্যালেক্সি ভাল নাচে' পিয়োতর্ বললে নাতালিয়াকে।

ভীরু গলায় সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, ওর পা আরও ভাল চলে।'

লড়াইয়ে মোরগকে যেমন ক'রে উস্কে দেয় তেমনি দুইজন বাপ পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছেলে দু'জনকে ওস্কাতে থাকে। দুইজনেই অর্ধমত্ত—একজনকে দেখতে প্রকাণ্ড, এক বস্তা খই-এর মত থ্যাস্‌থেসে, নেশার আতিশয্যে তার গালের ওপরকার লালচে ফাট বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়াচ্ছে; আর একজনা যেন লাফিয়ে পড়ার জন্যে তৈরী—তার দীর্ঘ হাত দুলছে উরুর ওপর আলগা হ'য়ে, চোখে মত্ত দৃষ্টি। পিয়োতর্ লক্ষ করলে তার বাপের দাড়ির তলায় গালের হাড় ন'ড়ে ন'ড়ে উঠছে।

সে ভাবলে মনে মনে, 'বাবা দাঁত কিড়মিড় করছে; এক্ষুনি কাউকে মারবে......'

'আর্টামোনোবের ছেলে কি বিশ্রী নাচে!' মাত্রিয়োনা বার্স্কায়াকে

বোলতে শোনা গেল ফাটা বাঁশের মত গলায়, 'নাচবার একটা ধরণই নেই। ওকি আবার নাচ!'

এই মন্তব্যে আর্টামোনোব মাত্রিয়োনার কালো, ভাজবার কড়ার মত মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে, তার মস্ত নাকের প্রায় ওপরেই অট্টহাসি হেসে দিল। জয় তার ছেলেরই হয়েছে; বার্স্কির ছেলে টলতে টলতে তখন চলেছে দরজার দিকে।

রূঢ় হস্তে উলিয়ানার হাত ধরে হুকুম করলে আর্টামোনোব,

'এইবার তুমি এস, লাগাও নাচ।'

উলিয়ানা পাংশু বর্ণ হ'য়ে গিয়ে আর এক হাত নেড়ে কেবলই নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল রেগে।

'কি, তুমি মনে করেছ কি?' জিজ্ঞাসা করল সে একটু বিপর্যস্ত হয়ে, 'তোমার কি জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেল, আমায় এখন নাচ সাজে?'

অভ্যাগতেরা নিস্তব্ধ। পমিয়ালোব মুচকি হেসে বার্স্কায়ার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করলে, বললে,

'নাচ না উলিয়ানা। কি দোষ তাতে? ও যখন বলছে তখন তোমার ত আপত্তি করা চলে না। আর হলেই বা কি, ভগবান তোমায় ক্ষমা করবেন।' কথাগুলো কড়ায় গলন্ত মাখনের মত ছ্যাঁক-ছ্যাঁক ক'রে উঠল।

'পাপ হয় ত আমার হবে,' চীৎকার ক'রে উঠল আর্টামোনোব। দেখে মনে হল যেন বুদ্ধি ফিরে এসেছে আর্টামোনোবের। সে গভীর ভ্রূকুটি ক'রে, কি এক শক্তির তাড়নায় যেন যুদ্ধ করবার জন্যে এগিয়ে এল। কে ঠেলে দিল পানোন্মত্ত উলিয়ানাকে তার দিকে। টলতে টলতে হুঁচোট খেতে খেতে সে শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়ে হেলিয়ে দিল মাথা পেছন দিকে, ঢুকল গিয়ে নাচিয়েদের ঘেরের মধ্যে। কার যেন বিস্মিত ফিস্‌ফিসিনি কানে এল পিয়োতরেরঃ

'হায় রে! স্বামী মরেছে এখনও এক বছর হয় নি তবু মেয়ের বিয়ে ত দিলেই, আবার নিজে শুদ্ধ নাচছে।'

বৌ-এর দিকে না তাকিয়েও পিয়োতর্ বুঝল যে নিজের মায়ের ব্যবহারে সে লজ্জিত হয়েছে; তাই আপন মনে বললে,

'বাবার নাচা উচিত ছিল না।'

কোমল, বিষণ্ণ কণ্ঠে নাতালিয়া উত্তর দিলে, 'মায়েরও না।' সে

দাঁড়িয়েছিল বেঞ্চের ওপর, তাকাচ্ছিল ভিড়ের মাথার ওপর দিয়ে; বেঞ্চ ন'ড়ে উঠলেই সে চেপে ধরছিল পিয়োতরের কাঁধ।

কনুই ধ'রে তাকে সামলে দিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলছিল পিয়োতর্,

'আস্তে!'

বাইরে থেকে দর্শকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ঘরের মধ্যে ঐ নৃত্য-চঞ্চল স্ত্রী-পুরুষের ওপর। তাদের মাথার ওপর দিয়ে সূর্যাস্তের আলো ঝ'রে পড়েছে ঐ নৃত্য-বেগান্ধ যুগ্মকে রক্তিম ক'রে। বাগান, রাস্তা, উঠোন, হাসিতে চীৎকারে মুখর; গুমোট গরমে-ভরা ঘর কিন্তু স্তব্ধ থেকে স্তব্ধতর হ'য়ে আসছে। ঢোলকের গুম্ গুম্ শব্দ আর কন্সার্টিনার একটানা ঘ্যান্ঘ্যানানির সংগে ছেলে-মেয়ের ভিড়ের মধ্যে এই দুটি মূর্তি উন্মত্ত আবেগের ঘূর্ণিতে আক্ষিপ্ত হ'য়েই চলেছে।

এ যেন একটা অসাধারণ ঘটনা এমনি ভাবে স্তব্ধ মনোযোগে ছেলে-মেয়েরা দেখে চলেছে। কিন্তু ভীড়ের মধ্যে যারা একটু স্থির মস্তিষ্কে ছিল তারা উঠোনে বেরিয়ে এল; ভেতরে রইল শুধু তারাই যারা নেশায় একেবারে অসহায় ভাবে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছে।

শেষে আর্টামোনোব মাটিতে পা ঠুকে স্থির হ'য়ে দাঁড়ায়, বলে,

'উলিয়ানা আইবানোবনা, তুমি আমাকে হারিয়েছ!'

টলতে টলতে মেয়েমানুষটাও যেন দেয়ালে বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

'শুধু দোষটুকুই আমাদের দেখো না,' বললে সে, চারিদিকে নমস্কার ক'রে; তারপরেই রুমাল দিয়ে নিজেকে বাতাস করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার স্থান দখল করল এসে বার্স্কায়া, হুকুম দিল,

'বর-কনেকে আলাদা করো। পিয়োতর্, এস আমার কাছে। বরযাত্রীরা ওর হাত ধ'রে নিয়ে এস।'

তার বাবা কিন্তু বরযাত্রীদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজের লম্বা, ভারী হাত পিয়োতরের কাঁধের ওপর রেখে,

'এস, কোলাকুলি করো। এইবার যাও, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন,' ব'লে তাকে আবার ঠেলে সরিয়ে দিতেই বরযাত্রীরা তার দুই হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চ'লে গেল। সামনে পথ দেখিয়ে চলল বার্স্কায়া, বিড় বিড় করতে করতে আর চতুর্দিকে থুতু ফেলতে ফেলতেঃ

'রোগ বালাই সরে যা,
ভালোমন্দ লোক সরে যা! এই থুঃ।

যে সময়ের যা
তাতে সুখ পা!' এই থুঃ।

তার পেছন পেছন পিয়োতর্ নাতালিয়ার ঘরে এসে দেখে সেখানে তাদের জন্যে এক রাজকীয় শয্যা প্রস্তুত। বৃদ্ধা ঘরের মাঝখানে চেয়ারের ওপর ধপ ক'রে ব'সে প'ড়ে বললে গম্ভীর হ'য়ে,

'যা বলি মন দিয়ে শোনো, ভুলো না যেন। এই নাও দুটো আধ রুব্ল, জুতোর মধ্যে লুকিয়ে রাখ। নাতালিয়া এসে হাঁটু গেড়ে ব'সে যখন জুতো খুলে দিতে চাইবে তখন কিছুতেই তার কথা শুনবে না।'

'কেন?' শুধোল পিয়োতর্ বিরক্তিতে।

'সে কথায় তোমার কি দরকার? তারপর শোনোঃ তিনবার তাকে 'না' ব'লে চার বারের বার খুলতে দেবে। সে যখন তোমায় **তিনবার চুমো খাবে** তখন তাকে আধ রুব্ল দুটো দিয়ে বলবে "এই দিলাম তোমায় উপহার। তুমি আমার দাসী, তুমি আমার ভাগ্যি!" এই সব যেন মনে থাকে। এইবার **কাপড়-চোপড় ছেড়ে** কনের দিকে পেছন ফিরে শুয়ে পড়। সে এসে যখন তোমার সঙ্গে রাত কাটাতে চাইবে তখন তিনবার তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে চার বারের বার হাত বাড়িয়ে দেবে তার দিকে। মাথায় ঢুকছে ত? আর তারপর......'

উপদেষ্টার মস্ত কালো মুখখানার দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইল পিয়োতর্। সে নাক ফুলিয়ে, ঠোঁঠ চেটে, চটচটে ঘাড় আর থুতনি রুমাল দিয়ে মুছে স্পষ্ট আদেশের স্বরে ব'লে গেল স্থূল, নির্লজ্জ এই কথা-গুলোঃ

'কনের চেঁচানিতেও বিশ্বাস কর' না। চোখের জলেও বিশ্বাস কর' না' যাবার সময় আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে টলতে টলতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, পেছনে ফেলে গেল মদের গন্ধ। রাগে গর্‌গর্ করতে লাগল পিয়োতর্; জুতো টেনে খুলে খাটের তলায় ছুঁড়ে ফেলে দিল: তাড়াতাড়ি জামাকাপড় ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল বিছানার ওপর। অপমানের ভারে পাছে কেঁদে ফেলে এই ভয়ে দাঁতে দাঁত চেপে রইল সে। এই রকম কথা মানুষে বলতে পারে!

'উচ্ছন্নে যাক্ ও বুড়ী!'

পালকের বিছানায় বড় গরম। মেঝেতে লাফিয়ে নেমে ধাক্কা দিয়ে খুলে দিল জানলা। বাগান থেকে উঠে এল মত্ত কণ্ঠের একটানা আওয়াজ, হাসির রোল আর মেয়েদের তীক্ষ্ম স্বর; আর নীল গোধূলির মাঝে গাছের ফাঁকে

ফাঁকে অতিথিদের কালো, কালো মূর্তি। সেন্ট্ নিকোলার গির্জার ঘণ্টার সূক্ষ্ম চূড়ো একটা তামার আঙুল তুলে দিয়েছে আকাশে ; ক্রুশ-খানা নামিয়ে নিয়ে গিয়েছে গিল্টি করবার জন্যে। বাড়ীগুলোর ছাদের ওপারে ওকার বিষণ্ণ রুপোলি ধারার ওপর ক্ষীয়মান চাঁদের কলা, তারও ওধারে সীমাহীন বনানী কালো তুষারের পাহাড়ের মত। এই সবই পিয়োতরের মনে আনে আর এক বিস্তীর্ণ দেশের কথা যেখানে মাঠ ফসলে সোনার বর্ণ; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ আর টিটকারীর চাপা হাসি। আবার লাফিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল পিয়োতর্। দরজা খুলে গেল ঃ রেশমী কাপড়ের খশ্‌খশ্, নতুন জুতোর কিচ্‌কিচ, কার যেন ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। তারপরে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। সাবধানে মাথা তুলে পিয়োতর্ দেখল দরজার কাছে আবছা অন্ধকারে কার শাদা মূর্তি দাঁড়িয়ে তালে তালে হাত নেড়ে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকছে আর প্রায় মাটী পর্যন্ত নত করছে নিজের মাথা।

'ও প্রার্থনা করছে, কই আমি ত করি নি।'

তবু প্রার্থনা করার তেমন ইচ্ছে নেই তার। সে কোমল স্বরে আরম্ভ করল, 'নাতালিয়া যেভ্‌সেভ্‌না, ভয় পেও না। আমি নিজেই এতক্ষণ ভয়ে সারা হচ্ছিলাম।'

মাথায় হাত বুলিয়ে কান টানতে টানতে সে আবার বললে, নীচু গলায়, 'আমার জুতো ফুতো খোলার তোমার কোন দরকার নেই; যত সব বাজে কথা। আমার এদিকে ভাবনা হচ্ছে আর ও কি না রসিকতা করেই চলেছে। তুমি কেঁদ না নাতালিয়া।'

এঁকে বেঁকে ভীতপদে জানলার কাছে গিয়ে সে বললে স্নিগ্ধকণ্ঠে ঃ

'লোকেরা এখনও আমোদ করছে।'

'হ্যাঁ।'

ক্লান্ত হলেও কেমন যেন শঙ্কায় দুজনেই দুজনের কাছে যেতে ইতস্তত করছে ; তাই অনেকক্ষণ কাটল বাজে কথাবার্তায়। ভোর বেলায় সিঁড়িতে শব্দ—কে যেন দেয়াল হাঁতড়াচ্ছে। দরজার কাছে নাতালিয়া যেতেই পিয়োতর্ ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলল ঃ

'বাস্কায়াকে ঢুকতে দিও না কিন্তু।'

দরজা খুলতে খুলতে নাতালিয়া বললে, 'মা।' বিছানায় উঠে ব'সে পিয়োতর্ খাটের ধারে পা দোলাতে দোলাতে নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে ভাবতে লাগল বিষাদে ঃ

'আমার মনের জোর নেই তাই সাহস পেলাম না। নাতালিয়া বোধহয় মনে মনে হাসবে। এখন আবার অপেক্ষা করতে হবে সেই.......'

দরজা খুলে যেতে নাতালিয়া শান্তস্বরে বললেঃ

'মা তোমায় ডাকছে।'

শাদা ওলন্দাজ টালির অগ্নিকুণ্ডে হেলান দিয়ে নাতালিয়া প্রায় অদৃশ্য হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল, পিয়োতর্ গেল বেরিয়ে। অন্ধকারে তার কানে এল উলিয়ানার ব্যগ্র, ভীত, রুষ্ট কণ্ঠস্বরঃ

'কি করছ তুমি পিয়োতর্ ইলিচ্? এ তুমি করছ কি? মেয়েকে, আমাকে কি তুমি, লোকের হাসির পাত্র করতে চাও? দেখছ না, ভোর হয়ে গিয়েছে।'

কথা বলার সময় পিয়োতরের কাঁধ এক হাতে ধ'রে আর এক হাতে তাকে পেছন দিকে ঠেলছিল উলিয়ানা। উত্তেজিত হ'য়ে আবার বলল, 'কি হয়েছে কি? বল আমাকে; ভয় পেয়ো না। ব্যাপার কি.........'

মলিন স্বরে পিয়োতর্ উত্তর দিলে,

'ওকে দেখে দুঃখ হচ্ছিল, আবার ভয়ও করছিল আমার নিজের।' মুখ না দেখতে পেলেও তার যেন কানে এল শাশুড়ীর চাপা ব্যঙ্গের হাসি।

'না, না, যাও এবার; স্বামীর কর্তব্য করগে। সেণ্ট ক্রিস্টোফারকে স্মরণ কর। তার আগে, এস, তোমাকে একটা চুমো খাই,' ব'লে আগ্রহ-কঠিন বেষ্টনে পিয়োতরের গলা জড়িয়ে ধ'রে মিষ্টি, আঠালো ঠোঁঠে চুমো খেল তাকে ঃ পিয়োতরের মুখে লাগল তার মদে-উষ্ণ নিঃশ্বাস। সে চুমো ফিরিয়ে দেবার সময় না পাওয়ায় সে শূন্যেই সশব্দে খেল এক চুমো; তারপর ফিরে এল তার ছোট্ট ঘরে। দরজায় ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে সে দৃঢ়চিত্তে বাড়িয়ে দিল নিজের বাহু; মেয়েটা বিনীতপদে এগিয়ে এসে ঢুকল পিঁয়োতরের বাহুবেষ্টনীতে, কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'মা একটু মাতাল হয়েছে।'

পিয়োতর্ আশা করছিল নাতালিয়া অন্য কিছু বলবে।

বিছানার দিকে ফিরে যেতে যেতে নিম্নস্বরে সে বললে, 'ভয় লাগছে না কি! আমি সুন্দর নই তা আমি জানি কিন্তু মানুষ হিসেবে......'

পিয়োতরকে আরও ঘন আলিঙ্গন ক'রে নাতালিয়া বললে কানে কানে,

'আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি না যে......'

ভ্রায়োমোবের লোকেরা ভোজ খেতে ভালোবাসে। পাঁচ দিন গড়াল বিয়ের ভোজ। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত এর ওর বাড়ী ভোজ খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিড় ক'রে বেড়িয়ে, মত্ত জনতার সে এক উচ্ছৃংখল আনন্দ। ওলগা ওলো'বা ব'লে একটা মেয়ের সংগে কি ফষ্টিনাষ্টি করার জন্যে বাস্কির্দের ছেলেকে এ্যালোক্সি মারা সত্ত্বেও বাস্কি'রা খুব ঢালাও ভোজের আয়োজন করেছিল। বাস্কি'রা আর্টামোনোবের কাছে অভিযোগ করলে সে আশ্চর্য হ'য়ে বলেছিল ঃ

'কোন জায়গায় ছেলেপিলেরা মারামারি করেনা আমায় বল দেখি।'

মেলায় কেনা টুকিটাকি আর ফিতে সে প্রচুর উপহার দিলে মেয়েদের আর ছেলেদের দিলে টাকা। আর তাদের বাপ মায়েদের প্রাণ ভ'রে মদ খাইয়ে, কোলাকুলি ক'রে, কাঁধ ধ'রে নেড়ে দিয়ে বললে,

'হাঃ, হাঃ, দাদারা! বেঁচে যে আছি সেটা বুঝতে হবে ত!'

এ ক'দিন ভীষণ মেতে উঠেছিল সে। এত মদ খেল, যেন শরীরের ভেতরে জল ঢেলে আগুন নেবাচ্ছে, তবু মাতাল হয়নি কিছুতেই; তবে বেশ একটু রোগা হ'য়ে গেল এই অল্প কয় দিনেই। আর উলিয়ানা বাইমাকোবাকে এড়িয়ে চললেও ছেলেরা লক্ষ করল যে বাবা ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েই থাকে তার দিকে, যেন কিছু জোর ক'রে আদায় করতে চায়। নিজের শক্তিতে আর্টামোনোবের ভারী অহঙ্কার; সে সৈন্যদের সংগে দড়া টানাটানিতে যোগ দেয়, একা একজন ফায়ারম্যান আর তিনজন রাজ-মিস্ত্রীকে হারিয়ে দেয় কুস্তিতে। তখনই মজুর টাইখন্ বায়ালোব এগিয়ে এসে, প্রস্তাব নয়, একেবারে দাবী ক'রে বসল ঃ

'এইবার তোমাকে আমার সংগে লড়তে হবে।'

তার বলার ধরণে আশ্চর্য হয়ে আর্টামোনোব মজুরটার আঁটসাঁট দেহ পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল,

'তুমি কি রকম লোক হে? গায়ে জোর টোর আছে না, এমনিই দেমাক করছ?'

'জানিনা,' সে উত্তর দিল গম্ভীর হ'য়ে।

কেউ কারও ওপর সুবিধে করতে না পেরে পরস্পরের কোমরবন্ধ ধ'রে প্রথম ত খানিকক্ষণ লাফালাফি করল। ইলিয়া দু জনের মধ্যে দীর্ঘতর, যদিও একটু কৃশ এবং সুগঠিত। সে বায়ালোবের মাথার ওপর দিয়ে নির্লজ্জ হ'য়ে চতুষ্পার্শ্বের মেয়েদের দিকে চোখ পিট্ পিট্ করে।

আর বায়ালোব তার বুকে মাথা লাগিয়ে তুলে উল্টে ফেলে দেবার চেষ্টা করে। তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ইলিয়া ব'লে উঠলঃ

'তোমার কম্ম নয় ভাই, তোমার কম্ম নয়।'

তারপরেই কুঁথিয়ে সে হঠাৎ নিজেদের পারস্পরিক অবস্থানটা বদলে নিয়ে টাইখনকে এমন জোরে উল্টে ফেলে দিল যে মাটিতে প'ড়ে মজুরটার দুই পায়েই জোর চোট লাগল।

ঘাসের ওপর ব'সে প'ড়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে লজ্জায় বললে সে, 'গায়ে জোর আছে বটে!'

দর্শকেরা পরিহাসে উত্তর দিল, 'তাই ত দেখছি।'

'হ্যাঁ, জোর আছে,' আবার বললে বায়ালোব।

ইলিয়া হাত বাড়িয়ে দিলে বললে তাকে, 'নাও, ওঠ।'

তার সাহায্য প্রত্যাখ্যান ক'রে লোকটা নিজে নিজেই উঠতে গিয়ে প'ড়ে গিয়ে ঘাসের ওপর পা দু' খানা ছড়িয়ে দিয়ে অপসৃয়মান জনতার দিকে অদ্ভুত, করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। নিকিটা তার কাছে এগিয়ে এসে বললে সহানুভূতিতে,

'লেগেছে বুঝি খুব? ধরব?'

মজুর হেসে বললে,

'হাড় ভেঙেগেছে। আমার গায়ে জোর বেশী কিন্তু তোমার বাবার মত আমি চালাক নই। নাও চল নিকিটা হাঁদারাম, যাওয়া যাক।'

ভাল মনেই নিকিটার হাত ধ'রে সে মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে চ'লে গেল ভিড়ের পেছু পেছু: ভাবল এতে বুঝি বেদনা কমবে।

বিনিদ্র রাত্রি-যাপনে ক্লান্ত হলেও বর-কনেকে বাধ্য হ'য়ে এই মত্ত, বিচিত্র জনতার হুল্লোড়ে মিশে রাস্তায় রাস্তায় বেড়াতে হল নিজেদের দেখাবার জন্যে। তাদের ভোজ খেতে হল, মদ খেতে হল, অশ্লীল রসিকতায় বিপর্যস্ত হতে হল আর চেষ্টা করতে হল পরস্পরের দিকে একেবারে না তাকাবার। হাত ধরা-ধরি ক'রে কিংবা পাশাপাশি তারা চলতই, কিন্তু চলত অপরিচিতের মত একেবারে চুপ ক'রে। এতে মাত্রিয়োনা বাস্কায়া খুশী হ'য়ে সদম্ভে একবার ইলিয়া একবার উলিয়ানাকে বলল,

'উলিয়ানা, মেয়েকে কেমন শিক্ষে দিয়েছি একবার দেখ। আর জামাই-এর কথা যদি বল, সে ত এর মধ্যেই ময়ূরের মত পেখম তুলে বেড়াচ্ছে; খাসা জামাই হয়েছে। ছেলেকে বেশ শিক্ষে দিয়েছ ইলিয়া।'

কিন্তু নিজেদের ঘরে বিছানায় যখন তারা শুত তখন এই সব মেনে-নেওয়া প্রথা ঝেড়ে ফেলে দিত পিয়োতর্ নাতালিয়া, যেমন ছেড়ে ফেলত তাদের জামা-কাপড়। তখন তারা দিনের ঘটনা নিয়ে কথাবার্তা বলত।

পিয়োতর্ বিস্মিত হ'য়ে বলত, 'এখানকার লোকেরা বড় বেশী মদ খায়।'

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের দেশে বুঝি কম খায়?'

'চাষা-ভুষো লোক এত মদ খাবে কি ক'রে!'

'তোমরা ত চাষা-ভুষোর মত নও।'

'আমরা বড় লোকের চাকর ছিলাম তাই বড় লোকের মত হ'য়ে গিয়েছি।'

কখনও বা তারা আলিঙ্গনবদ্ধ হ'য়ে জানলায় চুপটি ক'রে ব'সে বাগান থেকে আসা সৌগন্ধ উপভোগ করত।

কোমল কণ্ঠে নাতালিয়া যদি জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি এত চুপচাপ থাক কেন' পিয়োতরও তেমনি ক'রে উত্তর দেয়, 'এমনি কথাবার্তা বলতে আমার ভাল লাগে না।'

অসাধারণ কথাবার্তা শুনতে তার ভাল লাগতে পারত হয়ত কিন্তু, নাতালিয়া জানে না কেমন ক'রে অসাধারণ কথাবার্তা কইতে হয়। পিয়োতর্ যখন সোনার বরণ স্টেপ-ভূমির অসীম বিস্তারের কথা বলত নাতালিয়া জিজ্ঞাসা করত,

'সেখানে বন নেই বুঝি, একেবারেই নেই! কি ভয়ানক দেশ তাহলে বাবা!'

পিয়োতর্ একটু শ্রান্ত হ'য়ে বলে, 'ভয় ত বনে; লম্বা ঘাসের ভুঁয়ে আবার ভয় কি। সেখানে ত খোলা আকাশ, আর মাটি আর মাঝখানে তুমি নিজে।'

তারায় ভরা আকাশ দেখতে দেখতে নির্বাক আনন্দে তারা একদিন জানলায় ব'সে আছে, বাগানের মধ্যে স্নানের ঘরের কাছে কিসের যেন খশ্ খশ্ শব্দ কানে এল। কে একজন ট্যাপারী ঝোপের মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, ডাল-পালায় ধাক্কা খাচ্ছে আর ভেঙে সরিয়ে দিচ্ছে সেগুলোকে। তারপরেই চাপা, ক্রুদ্ধ, তীব্র কণ্ঠস্বরঃ

'খবরদার বলছি! শয়তান কোথাকার!'

নাতালিয়া ভয়ে লাফিয়ে উঠে বললে,

'মায়ের গলা যে!'

পিয়োতর্ জানলা দিয়ে মুখ বাড়াতেই তার মস্ত পিঠে জানলাটা গেল ঢেকে। সে দেখতে পেল যে তার বাবা তার শাশুড়ীকে মাটিতে শোয়াবার চেষ্টায় স্নানের ঘরের দেয়ালে ঠেসে ধরেছে আর শাশুড়ী এলোপাথাড়ি হাত ছুঁড়ে মারছে তার মাথায়।

হাঁফাতে হাঁফাতে ফিস্‌ফিস্ ক'রে তর্জন কোরে উঠল উলিয়ানা, 'না ছাড় ত আমি চেঁচাব কিন্তু।'

তারপরেই সে ব'লে উঠল নিতান্ত অদ্ভুত গলায়,

'লক্ষ্মীটি, ছুঁয়ো না আমাকে! দোহাই তোমার।'

একটুও শব্দ না ক'রে জানলা বন্ধ ক'রে দিল পিয়োতর্; তারপর নাতালিয়াকে ধরে হাঁটুর ওপর বসিয়ে বলল,

'ওদিকে তাকিয়ো না!'

তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে চেঁচিয়ে উঠল নাতালিয়া 'কে, কে, বল আমাকে?'

তাকে শক্ত ক'রে ধ'রে রেখে উত্তর দিল পিয়োতর্, 'বাবা! এইটুকু বুঝতে পার না.........'

'এ্যাঁ, সে কি কথা!' লজ্জায় ভয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল নাতালিয়া। বৌকে কোলে ক'রে বিছানায় নিয়ে যেতে যেতে সবিনয়ে বললে স্বামীঃ

'বাপ-মায়েদের বিচার আমরা করতে পারিনা।'

নাতালিয়া দুই হাতে মাথা রেখে সামনে পেছনে দুলতে দুলতে বলতে লাগল ঃ

'উঃ, কি ভীষণ পাপ!'

পিয়োতর্ বললে, 'আমাদের ত নয়!' বাপের কথাগুলো তার মনে হল, 'ভদ্রলোকেরা এর চেয়েও গর্হিত কাজ করে!'

কাঁদতে কাঁদতে বললে নাতালিয়া, 'যখনি দুজনে একসঙ্গে নেচেছে আমি তখনি ভেবেছি তোমার বাবা যদি মায়ের ওপর জোর করে তাহলে কি হবে!'

উত্তেজনায় অবসন্ন নাতালিয়া জামা-কাপড় না ছেড়েই ঘুমিয়ে পড়ল একটু পরেই; পিয়োতর্ কিন্তু জানলা খুলে তাকাল বাগানের দিকে। কেউ নেই সেখানে—শুধু ঝিরঝিরে বাতাসে প্রভাতের আভাস আর বুকচাপা অন্ধকারে গাছের মর্মর। জানলাটা খুলে রেখেই সে শুয়ে পড়ল বৌ-এর পাশে, ঘুমোবার জন্যে নয়, যা ঘটেছে তাই ভেবে দেখবার জন্যে।

শুধু নাতালিয়াকে নিয়ে ছোট্ট একটু ক্ষেত-খামারে সে যদি জীবন কাটাতে পেত!

শীগ্‌গিরই জেগে উঠল নাতালিয়া; মায়ের ওপর এই অত্যাচারে বড় দুঃখু হয়েছে তার—আর কি ঘুমোনো যায়। খালি পায়ে শুধু সেমিজ গায়ে সে ছুটে নেমে গিয়ে দেখল তার মায়ের ঘরের দরজা আধ-খোলা। মায়ের ঘরের দরজা ত খোলা থাকে না। ভয় লেগে গেল তার আরও। কোনে মায়ের বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখে চাদরের তলায় একটা দেহ-পিণ্ড, কালো চুল ছড়ানো বালিশের ওপর।

নাতালিয়া মনের দুঃখে ভাবলে, কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়।

কিছু একটা করা দরকার—আহত জননীকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। বাগানে যেতেই শিশিরে-ভেজা ঠাণ্ডা ঘাস নাতালিয়ার পায়ে দিল সুড়সুড়ি; সদ্য-ওঠা সূর্য এর মধ্যেই বেশ গরম হ'য়ে উঠে বনের মাথার ওপর থেকে বাঁকা কিরণে তার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। শিশিরে-রুপোলি বার্ডকের একটি পাতা তুলে প্রথমে এক গালে তারপরে আর এক গালে ছোঁয়ায় সে। নিজের মুখ স্নিগ্ধ হ'লে সেই পাতায় গুচ্ছ গুচ্ছ লাল করম্‌চা তুলে রাখতে রাখতে সে নিরাসক্ত মনে ভাবতে লাগল শ্বশুরের কথা,—কেমন ক'রে শ্বশুর তার পিঠে ভারী হাতের চাপড় মেরে মুচকি হেসে বলত ঃ

'কেমন আছ? বেঁচে আছ ত? এই ত চাই; ভালো ক'রে বাঁচতে হবে!'

ঐ কটি ছাড়া আর কোন কথাই নাতালিয়ার হত না তার সঙ্গে; তবু মাঝে মাঝে তার মনে হত শ্বশুরের এই আদরের চাপড়ে—মনে হত এমনি চাপড় লোকে ঘোড়াকেই মারে।

জোর ক'রে শ্বশুরের উপর চটে গিয়ে সে ভাবত,

'একেবারে চাষা!'

চ্যাফিং গাইছে, সিস্‌কিন কিচির-মিচির করছে, গাছের পাতায় কোমল রেশমী মর্মর। অনেক দূরে, সহরের প্রান্তে রাখাল বাঁশী বাজাচ্ছে,বাটারাক্‌শার ধারে, যেখানে কারখানা গ'ড়ে উঠছে, সেখান থেকে ধীর ভাস্বর বাতাসে ভেসে আসছে মানুষের কণ্ঠস্বর। কি একটা মট ক'রে ভাঙতেই নাতালিয়া কেঁপে উঠে মুখ তুলে তাকাল : মাথার ওপর

আপেল গাছের ডালে একটা পাখী-ধরা ফাঁদ ঝুলছে আর তারই মধ্যে একটা সিস্‌কিন পাখী হাঁকু-পাঁকু করছে।

সে ভাবলে, 'কে পাখী ধরছে? নিকিটা না কি?' কোথায় একটা শুকনো ডাল ভাঙল মচ্ ক'রে।

বাড়ীর মধ্যে ফিরে মায়ের ঘরে উঁকি মেরে দেখে মা চিৎ হ'য়ে জেগে শুয়ে রয়েছে। উলিয়ানা মাথার পেছনে হাত এলিয়ে দিয়ে, বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে, উদ্বেগে জিজ্ঞাসা করল কনুই-এ ভর দিয়ে উঠে,

'তু—তুই...এখানে কেন?'

'এমনি। এই দেখ না তোমার জন্যে কেমন লাল করমচা তুলে এনেছি!'

বিছানার ধারে টেবিলে ভাসের (রুষীয় রাই-এর মদ) শূন্য-প্রায় একটি বোতল। নাতালিয়ার নজরে পড়ল টেবিল-ঢাকায় উপছে-পড়া মদের দাগ, আর মেঝেতে পড়ে-থাকা বোতলের ছিপি। নাতালিয়া ভেবেছিল কেঁদে কেঁদে মায়ের চোখ নিশ্চয়ই ফুলে উঠেছে; তার বদলে উলিয়ানার স্বচ্ছ, কঠিন চোখের চারিদিকে পড়ছে কালীমা—দুই চোখ যেন আরও গভীর, আরও অন্তর্মগ্ন, তাদের স্বাভাবিক ঈষৎ দুর্বিনীত দৃষ্টি আজ যেন কেমন সুদূর, উদাস।

'মশায় ঘুমোতে পারি নি। গোলাঘরে গিয়ে ঘুমোই গে একটু,' ব'লে মা চাদরে ঘাড় ঢাকলে। 'বড্ড কামড়েছে। কিন্তু তুই এত সকালে উঠেছিস্ কেন? খালি পায়েই বা বেড়াচ্ছিস কেন? দেখছিস্ না সেমিজের তলা ভিজে গিয়েছে; ঠাণ্ডা লাগবে যে।'

মায়ের কথার মধ্যে কেমন রূঢ়তা। কথা ব'লে নিজের চিন্তার সূত্র ছিন্ন করতে চায় না সে। ক্রমে নাতালিয়ার উদ্বেগ রূপান্তরিত হয় তীব্র প্রতিকূল নারীসুলভ কৌতূহলে। সে বলে,

'জেগে উঠে তোমার কথাই ভাবছিলাম।............স্বপনে দেখলাম তোমাকে।'

উপরের দিকে তাকিয়ে মা জিজ্ঞাসা করলে,

'কেন, আমার কথা ভাবছিলি কেন?'

'আমি কাছে নেই, তুমি একা ঘুমোচ্ছ.........'

নাতালিয়ার মনে হয় মায়ের গাল যেন লাল হ'য়ে ওঠে আর ভয় লাগেনি ব'লে যখন মা মুচকি হাসে, সে হাসিতে ফুটে ওঠে কেমন যেন অস্বাভাবিকতা।

চোখ বুঁজে মেয়েকে আদেশ করে, 'এইবার ঘরে যাও; স্বামী জেগে রয়েছে তোমার। শুনছ না ও ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে?'

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে নাতালিয়ার বিরূপতা রীতিমত শত্রুতায় পরিণত হয়ঃ

'সে-ই রাত কাটিয়েছে মায়ের সংগে, সে-ই খেয়েছে মদ। মায়ের ঘাড়ে মশায় কামড়ানোর দাগ নয়, চুমোর দাগ। পিয়োতর্‌কে বলব না এ-কথা। আজ ঘুমোতে যাওয়া হচ্ছে গোলাঘরে আর কাল রাতে করা হচ্ছিল চীৎকার . . .'

বৌ-এর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে পিয়োতর্‌, 'কোথায় গিয়েছিলে?' কোথাও তার ব্যবহারে কোন দোষ হ'য়ে গিয়েছে ভেবে চোখ নত করে নাতালিয়া।

'করমচা তুলছিলাম আর অমনি মাকে একবার দেখে এলাম।'

'কেমন দেখলে?'

'ভালোই। .....'

কান টেনে পিয়োতর্‌ বললে, 'ওঃ, তাই বল!' তারপর হেসে থুতনির ওপর নবোদ্গত ঘনলাল দাড়ির রেখায় হাত বুলোতে বুলোতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবে, 'নির্বোধ বাস্কীয়া তা'হলে ঠিকই বলেছিল, "চেঁচানিতেও বিশ্বাস করো না, চোখের জলেও না।'"

'নিকিটাকে দেখেছ?' কঠিন স্বরে সে জিজ্ঞাসা করে।

'না।'

'কি রকম? ঐ ত সে বাগানে পাখী ধরছে।'

'এ্যাঁ!' ত্রাসে চেঁচিয়ে ওঠে নাতালিয়া, 'আর আমি শুধু সেমিজ প'রে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম!'

'তাহলেই দেখছ.. ......'

'তাহলে ও ঘুমোয় কখন?'

পিয়োতর্‌ জুতো পায়ে দিতে শুধু একবার জোরে ঘোঁৎঘুঁতিয়ে উঠতেই বৌ তার দিকে আড়চোখে চেয়ে মুচকি হাসল। বলল,

'কুঁজ থাকলে কি হয় ও বেশ ছেলে, অন্ততঃ এ্যালেক্সির চেয়ে ভাল।' এবারেও স্বামী ঘোঁৎঘুঁতিয়ে উঠল তবে তত জোরে নয়।

প্রতিদিন যখন সূর্যোদয়ে রাখাল বিষণ্ণ সুরে বাঁশী বাজিয়ে পশু-পাল একত্র করে, তখন নদীর ওপার থেকে শোনা যায় কুড়ুলের শব্দ;

রাস্তা দিয়ে গরু-ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে সহরের লোকেরা ব্যঙ্গভরে বলাবলি করে পরস্পরকেঃ

'ঐ শোন! দিন আরম্ভ না হ'তেই কাঠ কাপাতে শুরু করেছে।'

'লোভে কি আর মানুষকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়।'

কখনও কখনও ইলিয়া আর্টামোনোবের মনে হয় যে লোকেদের মিনমিনে প্রতিকূলতা সে বুঝি কাটিয়ে উঠেছে। ড্রায়োমোবের লোকেরা তাকে দেখে সসম্মানে মাথা থেকে টুপী খোলে। এমন কি মন দিয়ে রাটস্কি রাজাদের গল্প শোনে তার মুখ থেকে, তবু সব সময়েই একজন না একজন মন্তব্য ক'রে ফেলে, একটু গর্বভরেইঃ

'আমাদের মনিবেরা আরও সাদাসিদে; গরীব তবু তাদের চরিত্র তোমার মনিবদের চেয়ে ভাল!'

এক ছুটির সন্ধ্যাবেলায়, ওকার ধারে বাস্কির্র সরাইখানায় সব্জিতে-ভরা সুন্দর বাগানে ব'সে ড্রায়োমোবের প্রতিপত্তিশালী, ধনী লোকেদের কাছে আর্টামোনোব বললে,

'আমার ব্যবসায় তোমাদের সকলেরই লাভ হবে।'

'তাই যেন হয়' বললে পমিয়ালোব তার ছোট্ট কুকুরের হাসি হেসে: তার থেকে বোঝা শক্ত সে কামড়াতে চায়, না, পা চাটতে চায়। পমিয়ালোবের এবড়ো-খেবড়ো মুখ থোপনা থোপনা দাড়িতে ঢাকা পড়ে নি; ছেয়ে রঙের নাক সব কিছুর ওপরেই সন্দেহে ছোঁক ছোঁক করে; ওক-ফলের রঙের চোখে ঈর্ষার দৃষ্টি।

'তাই যেন হয়,' সে বললে আবার। 'তুমি যখন আসনি তখনও আমরা খারাপ ছিলাম না; আবার এখন তোমার আসাতেও যে খারাপ থাকব তা নয়।'

আর্টামোনোবের কপালে দেখা দিল ভ্রূকুটি ঃ

'তোমাদের কথার না হয় মানে, ওতে না আছে বন্ধুত্ব।'

বাস্কির্ হো হো ক'রে হেসে চেঁচিয়ে উঠল,

'ওর ঐ রকমই কথা।'

বাস্কির্র মুখ-খানা যেন থানা থানা মাংসের জোড়া-তাড়া দেওয়া। তার বাকী সব অঙ্গগুলো—প্রকাণ্ড মাথা, ঘাড়, গাল, বাহু—ভালুকের মত মোটা খশখশে লোমে ভরা। কান দুটো দেখাই যায় না আর চোখ দুটো চর্বিতে এমনি ঢাকা পড়েছে যে কোন কাজে আসে না বললেই চলে।

'চর্বিতেই আমার সব জোর গিলেছে,' ব'লে সে হাঁ ক'রে দু'জোড়া ভোঁতা দাঁত দেখিয়ে চেপে চেপে হাসে।

গাড়ী তৈরী করে বোরোপোনোব: অত্যন্ত হাল্কা চোখ তার। সেও লক্ষ করত আর্টামোনোবকে, স্বাভাবিক শুষ্ক গলায় বলত, 'আপন আপন কাজ সকলের করা উচিত, তাই ব'লে ভগবানকে ভোলা উচিত নয়। শাস্তরে আছে "নানান কাজে ঘুরে বেড়াস্, কাজের কাজে মন বসে না।"

বোরোপোনোবের স্থির, শূন্য দৃষ্টি দেখলে মনে হত সে বুঝি এখনি কোন ঐশী অনুপ্রেরণা লাভ করেছে, প্রকাশ ক'রে সকলকে তাক লাগিয়ে দিল ব'লে। কখনও কখনও সে বলতে সুরুও করতঃ

যীশু অবশ্য রুটিই খেতেন, তাই মার্থা......'

কিন্তু চর্ম-সংস্কারক ঝিতাইকিনও গির্জার তত্ত্বাবধায়ক। সে তাকে থামিয়ে দিতঃ 'যাও, যাও, কি সব বকে যাচ্ছ?'

ধূসর রঙের কানদুটো টেনে চুপ ক'রে যেত বোরোপোনোব। ইলিয়া জিজ্ঞাসা করত, 'আমার এ কাজের তুমি কিছু বোঝ?'

সত্যিই বিস্মিত হ'য়ে ঝিতাইকিন জিজ্ঞাসা করত, 'কি জন্যে বুঝতে যাবে শুনি? তুমি ত অদ্ভুত লোক হে! তোমার ব্যবসা তুমি বুঝবে, আমার ব্যবসা আমি বুঝব।'

ঘন বিয়ার খেতে খেতে আর্টামোনোব গাছের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে থাকে ওকার ঘোলা জলের ধারার দিকে আর একটু বাঁ দিকে আর একটা জায়গার দিকে, যেখানে, বিচিত্র সবুজ সাপের মত এঁকেবেঁকে যাবার পর, বাটারাক্শা জলা আর ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে। ঐখানে, যেখানে সোনালী রেখা-চিহ্নিত সৈকতে কাঠের কুচি আর চাঁছ তেলের মত জ্বলজ্বল্ করছে আর ইটগুলো দেখাচ্ছে লালে লাল—ঐখানে পদদলিত উইলো ঝাড়ের মধ্যে কারখানাটা প্রসারিত রয়েছে একটা ঢাকনি-বিহীন শবাধারের মত। গুদোমঘরটার দীপ্তিহীন লোহার ছাদে এখনও রঙ লাগানো হয় নি ব'লে চকচক করছে রোদ্দুরে। দোতলা বাড়ীখানার হলদে কাঠামো যেন রোদে গ'লে গ'লে পড়ছে: উষ্ণ আকাশে উঁচিয়ে উঠেছে ক'ষে লাগানো সোনালী বরগাগুলো। এ্যালেক্সি একবার বলেছিল, দূরে থেকে বাড়ীটাকে গির্জার পুরাকালীয় প্রার্থনার বাজনার মত দেখায়। এ্যালেক্সি এখন ঐ বাড়ীতে রয়েছে কি না। সহরের তরুণ-তরুণীদের কাছ থেকে দূরে থাকাই

তার উদ্দেশ্য। মেজাজের অসংযত প্রকাশের জন্যে তার বনছে না এদের সঙ্গে। পিয়োতর্ ভাই-এর চেয়ে হাঁদা ; মোটা বুদ্ধির জন্যে সে বুঝতেই পারে না হিম্মৎ যাদের থাকে তারা কি কতদূর করতে পারে।

আর্টামোনোবের মুখে ছায়া পড়ে—মুচকি হাসে সে, সহরের এই লোকগুলোর দিকে ঘন ভুরুর তলা দিয়ে তাকাতে তাকাতে। সস্তা চরিত্রের লোক এরা—শুধু মুখে উৎসাহ দেখায়। আসলে কিছুই নেই।

রাতে সহর ঘুমিয়ে পড়লে নদীর ধারে ধারে, লোকেদের বাড়ীর পেছন দিয়ে গুঁড়ি মেরে আর্টামোনোব এসে উপস্থিত হয় বিধবা বাইমাকোবার বাগানে। মশার গুনগুনুনি এমনি ছেয়ে রয়েছে চারিদিক যে মনে হয় যে শশার, আপেলের আর সুলফোর শাকের ভুরভুরে মিষ্টি গন্ধ বুঝি তাদেরই গা থেকে বেরুচ্ছে। ধূসর মেঘের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলা চাঁদের আলোয় ঐ মেঘেদেরই ছায়া প'ড়ে চলেছে নদীর জলে। বাগানের ডালের বেড়া ডিঙিয়ে উঠোন পার হ'য়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকতেই এক কোন থেকে সতর্ক ফিস্‌ফিসিনি আসেঃ

'কেউ দেখে ফেলে নি ত?'

জামা-জোড়া খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে ক্রুদ্ধস্বরে বিড়বিড় ক'রে ওঠে আর্টামোনোব, 'লুকিয়ে কোন কাজ করতে আমার ঘেন্না লাগে। আমি কি ছেলেমানুষ না কি, এ্যাঁ!'

'তাহলে মনের মানুষ পেতে চেও না।'

'না পেলেই খুসি হই কিন্তু ভগবান যে জুটিয়ে দিয়েছেন।'

'মুখে ও কথা বলতে বাধছে না, নাস্তিক কোথাকার! দুজনেই ত অধর্ম ক'রে চলেছি!......'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ও সব কথা পরে ভেবো। এঃ উলিয়ানা, এখানকার লোকগুলো......'

'হ'য়েছে হ'য়েছে, ও নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই তোমার,' বলে কানে কানে উলিয়ানা—আদরে আদরে বহুক্ষণ ধ'রে তাকে ব্যাকুল আবেগে শান্ত করতে থাকে। তারপরে সহরের লোকেদের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খবর তাকে দিয়ে শেষে উপদেশ দেয় কার সম্বন্ধে সতর্ক হ'য়ে চলতে হবে, কে চতুর, কে অসাধু আর কার পয়সা-কড়ি আছে।

'তোমার অনেক জ্বালানির দরকার জেনে পমিয়ালোব আর বোরো-পোনোব কাছের ঐ বনগুলো কিনে নিয়ে তোমার কাছ থেকে কিছু দুইতে চায়।'

'দেরী ক'রে ফেলেছে ওরা। রাজা আমায় ওগুলো আগেই বিক্রী করেছেন।'

এদের আশেপাশে চারিদিকে অন্ধকার এত দুর্ভেদ্য যে তারা এ ওর চোখ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না, শুধু কথা ব'লে যাচ্ছে নিঃশব্দ গোপনতায়। খড়ের আর ভূজ্জি গাছের ঝাঁটার গন্ধ বেরুচ্ছে; নীচের বরফ-ঘর থেকে ঠাণ্ডা, জোলো বাতাস আসছে বেশ। সহরটুকুর ওপর নেমেছে নীরন্ধ্র স্তব্ধতা। এক আধটা ধেড়ে ইঁদুর ছোটাছুটি করছে এদিক ওদিক; নেংটিগুলো করছে কিচ্‌মিচ; ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেণ্ট নিকোলাসের গির্জার ফাটা ঘণ্টা অন্ধকারে ছুঁড়ে দিচ্ছে বিষণ্ণ কম্পমান ধ্বনি-তরঙ্গ।

তার উষ্ণ নরম দেহটিকে আদর করতে করতে আর্টামোনোব আগ্রহে বলে নিম্নকণ্ঠে, 'আঃ, তুমি কেমন বড়-সড়। কত শক্তি! তোমার আরও ছেলে হ'ল না কেন?'

'হয়েছিল আরও দুটি, নাতালিয়া ছাড়া। রুগ্ন ছিল ব'লে ম'রে গেল।'

'তাহলে তোমার স্বামী কোনো কাজের ছিল না।'

বাইমাকোবা বলে কানে কানে, 'তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, তুমি আসার আগে ভালোবাসা কাকে বলে আমি জানতাম না। মেয়েরা কত ভালোবাসা-বাসির কথা বলত, আমি বিশ্বাস করতাম না। মনে হ'ত ওরা মিথ্যে কথা বলছে—লজ্জায়! স্বামী-সহবাসে আমি পেতাম লজ্জা। বিছানায় শুতে যাওয়া আমার কাছে মনে হ'ত কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। ভগবানকে ডেকে বলতাম, ঠাকুর, ওকে ঘুম পাড়িয়ে দাও, আমাকে যেন ও না ছোঁয়! ও লোক ভালো ছিল, চালাক চতুর, নির্বিরোধ। ভগবান শুধু ওকে ভালোবাসতে শেখান নি।'

তার কথায় জেগে ওঠে আর্টামোনোবের কামনা; সেই সঙ্গে সে অবাকও হয়। বাইমাকোবার উঁচু বুক পীড়ন ক'রে সে ক্ষোভ জানায়, 'তাহলে এই রকমটাই ঘটে; জানতাম না। ভাবতাম পুরুষ পেলেই মেয়েরা বুঝি ব'র্তে যায়।'

রাত্রে এই স্ত্রীলোকের সাহচর্যে আর্টামোনোব যেন শক্তি পাচ্ছে দেহে মনে; অথচ দিনে উলিয়ানা শান্ত, ধীর, বুদ্ধিমতী গৃহিণী; সহরের লোকের তার সাধারণ বুদ্ধির ওপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা। লিখতে পড়তে জানে ব'লে সে শ্রদ্ধা আরও বাড়ে।

তার বালিকা-সুলভ আদরে আর্টামোনোব একবার বলেছিল, 'তোমার কেমন লাগে আমি বুঝি। আমরা বিয়ে দিলাম ছেলেমেয়েদের অথচ উচিত ছিল আমাদের নিজেদেরই বিয়ে করা।'

'তোমার ছেলেরা বেশ। ওরা জানতে পারলেও কোন ক্ষেতি নেই কিন্তু যদি সহরের লোকেরা জানতে পারে......'

সারা শরীর শিউরে উঠল উলিয়ানার।

'ও সব দুশ্চিন্তা কর' না,' কানে কানে বলে ইলিয়া।

একদিন একান্ত কৌতূহলে উলিয়ানা শুধোলে,

'তুমি একটা লোককে মেরে ফেলেছ, না? বল না? আচ্ছা, তুমি তাকে স্বপন দেখ না?'

অন্যমনস্কে দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে উত্তর দিল আর্টামোনোবঃ

'না। আমার ঘুম এত গাঢ় যে স্বপন-টপন আমি দেখি না। তা ছাড়া, সে দেখতে কেমন তাই যখন জানি না তখন স্বপন দেখব কেমন ক'রে? কতকগুলো লোক আমায় ঘুষি মেরে প্রায় যখন ফেলে দেবার যোগাড় করেছে তখন আমিও লোহার এক সেরী ডাণ্ডাটা দিয়ে পর পর দু'জনকে মারতেই তৃতীয় জন ছুটে পালাল।'

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আহত কণ্ঠে আপন মনে আবার বললে সে,

'নির্বোধেরা এসে তোমাকে মারে আর তারপর তোমাকে জবাবদিহি করতে হয় ভগবানের কাছে!'

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে রইল আর্টামোনোব।

'ঘুমুলে না কি?'

'না।'

'তাহলে এইবার যাও। এখনি সকাল হবে। তুমি কি কারখানা বাড়ীর দিকে যাবে না কি?'

ঠাণ্ডা শুক্তি-তরল রাত্রি-শেষের অন্ধকারে সে বেরিয়ে গিয়ে কোটের পেছনে হাত ঢুকিয়ে নিজের জমির ওপর দিয়ে চলতে থাকে। কোটের তলায় হাত দুটো দেখায় মোরগের ল্যাজের মত।

ভারী পায়ে কাঠের কুচি আর চাকলা গুঁড়োতে গুঁড়োতে সে ভাবতে ভাবতে আপনমনেই বলতে থাকে, 'ওলিওস্কাকে আরও স্বাধীনতা দিয়ে ওর ফেনাটুকু মেরে ফেলা দরকার। ওকে চালানো শক্ত হ'লেও ওর মনটা ভালো।'

হয় বালির ওপর নয় ত কাঠের কুচির গাদার ওপর শুয়ে তার ঘুম

আসতে দেরী হয় না। ইতিমধ্যে প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে যায় সবজেটে আকাশে আর সূর্য তার বর্ণ-কলাপ পৃথিবীর ওপর ছড়িয়ে নিজে উঠে আসে সোনার গোলকের মত। মজুরেরা জেগে উঠে দেখে আর্টামোনোবের মস্ত দেহ মাটিতে প'ড়ে রয়েছে লম্বা হ'য়ে; তারা বলাবলি করে পরস্পরেঃ

'দেখ্, দেখ্!'

গালের হাড়-উঁচু টাইখন বায়ালোব কাঁধে একখান লোহার কোদাল নিয়ে এমনি মিটির মিটির চাইছে যেন সে একটু দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে পারলেই আর্টামোনোবের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে।

চারিদিকে পিঁপড়ের মত মানুষের চলা-ফেরা, চেঁচামেচি, ঠকাঠকেও প্রকাণ্ড-দেহ আর্টামোনোবের ঘুম ভাঙে না। সে আকাশের দিকে মুখ ক'রে ভোঁতা করাতের মত নাকের শব্দ ক'রেই চলেছে। টাইখন পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে চ'লে গেল। এখন তার চোখের পিট্‌পিটুনি দেখলে মনে হবে কেউ তার মাথায় বুঝি ঘুঁষি মেরেছে।

সাদা সুতী সার্ট আর ঘন নীল পায়জামা প'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে এ্যালেক্সি, পাছে কাঠের কুচি ভাঙার শব্দে বাপ জেগে ওঠে তাই সাবধানে তাকে গোল হ'য়ে ঘুরে পার হ'য়ে, এমনি আলগা পায়ে হেঁটে স্নান করতে চ'লে গেল যেন সে বাতাসে ভেসে চলেছে। ভালো ক'রে আলো না হ'তেই নিকিটা বনে চ'লে গিয়েছে; সেখান থেকে সে দু' গাড়ী বোঝাই পচা-পাতার সার প্রায় রোজই নিয়ে এসে, যেখানটা বাগান করবে ব'লে পরিস্কার করেছে, সেইখানটায় ঢালে। এর মধ্যেই সেখানে বার্চ, মেপ্‌ল্, পাহাড়ী এ্যাশ আর বার্ডচেরী লাগিয়ে এখন সে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে পাতার সারে আর পাঁকে ভর্তি করছে ফলের গাছ পুঁতবে ব'লে। ছুটির দিনে নিকিটার কাজে সাহায্য করে টাইখন, বলে, 'বাগান করায় কোন আপত্তি থাকতে পারে না।'

কান টানতে টানতে পিয়োতর্ আর্টামোনোব কাজ দেখতে আসে। দ্রুতগতিতে কারখানা তৈরী হ'য়ে চলেছেঃ কাঠে করাতের দাঁত বসার ঘন আওয়াজ, র‍্যাঁদার হিস্‌হিস্ ঘষ্‌ঘষ্, কুড়ুলের খন্‌খন্, ভিজে চুনের পোঁচড়ার পটাৎ পটাৎ শব্দের মোহ আর কুড়ুলে শান দেওয়ার শান-পাথরের ফোঁস ফোঁস। ছুতোরেরা কড়ি-কাঠ চাগাতে চাগাতে সুর ধরেছে। তার সঙ্গে গেয়ে উঠল এক তরুণ কণ্ঠঃ

"কিল তুলে মারতে আসে বুড়ো ঝাখারি
আমাদের মেরীকে বুড়ো ঝাখারি।"

পিয়োতর্ বললে মজুর বায়ালোবকে, 'অশ্লীল গান।'

বালির ওপর হাঁটুগেড়ে ব'সে টাইখন উত্তর দিলে, 'গান যে রকমই হ'ক তাতে কিছু যায় আসে না।'

'কেন?'

'ওর ত কোন মানে নেই।'

'চাষাটার কথা বোঝা ভার,' চ'লে যেতে যেতে ভাবে পিয়োতর্; মনে আসে বায়োলোব কি বলেছিল যখন আর্টামোনোব তাকে কারখানা তৈরীর কাজের পরিদর্শক করতে চেয়েছিল। মনিবের পায়ের দিকে তাকিয়ে সে উত্তর দিয়েছিল,

'না, ও আমার দ্বারা হবে না। লোকজন আমি ঠিকমত খাটাতে পারব না। তার চেয়ে আমাকে মজুর ক'রে নাও।' এই উত্তরের জন্যে পিয়োতরের বাপ তাকে বকুনি দিয়েছিল ভীষণ।

হেমন্ত এল, ভ্যাপ্সা, ঠাণ্ডা। বাগানের গাছে দেখা দিল লাল-মরচে রোগ। বনানীর লৌহ-কালিমায় অশ্বাস্থোর লালচে ছোপে এখানে-সেখানে ধীরে ধীরে মরচের রঙ ধরছে। জোলো শাদা কাঠের গুঁড়ো উড়িয়ে নদীতে ফেলে দিচ্ছে বাতাস আর প্রতিদিন সকালেই গাড়ী বোঝাই শণ খোসকো খোসকো ঘোড়ায় টেনে এনে ফেলেছে গোলাঘরের সামনে। এই সব কাঁচা মাল বুঝে নিতে হ'ত পিয়োতরকে, সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হ'ত দাড়িওয়ালা, বদ-মেজাজী চাষীগুলোর ওপর, পাছে তারা আগে জলে ভিজিয়ে শণ ভারী ক'রে কিংবা খারাপ শণ ভালো শণের দরে বিক্রী করে। ভারী অসুবিধায় পড়েছে পিয়োতর্: এ্যালেক্সি একটুতেই ধৈর্য হারিয়ে রেগে আগুন হ'য়ে দিব্যি গালতে সুরু করে চাষাদের ওপর। বাপ এদিকে মস্কোতে। তীর্থে যাওয়ার নাম ক'রে শাশুড়ীও তার পেছন পেছন ছুটেছে।

চা খাবার সময় কি রাতে খাবার সময় রেগে অনুযোগ করে এ্যালেক্সি, 'বিরক্ত লাগে এখানে থাকতে। লোকগুলোকেও আমি দেখতে পারি না।' এই সব কথায় পিয়োতর্ ক্ষুব্ধ হয়।

'নিজের কথা ভাব আগে! সকলকে উদ্বাস্তু ক'রে বেড়াও নিজের অহংকারে।'

'অহংকার করবার কিছু আছে ব'লেই করি।'

কোঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে, কাঁধ সোজা কোরে, বুক চিতিয়ে, আধ-বোজা চোখে দুর্বিনীত দৃষ্টিতে সে তাকায় ভাইদের আর ভাজের দিকে। নাতালিয়া তার সঙ্গে কথায় কোন আবেশ লাগায় না, তাকে এড়িয়ে চলে। এ্যালেক্সির মধ্যে কিসে যেন ওর ভয় লাগে।

দুপুরে খেয়েদেয়ে স্বামী আর এ্যালেক্সি আবার কাজে গেলে তার সেলাই নিয়ে নাতালিয়া নিকিটার ছোট্ট নিরাভরণ ঘরে জানলার কাছে আরাম কেদারায় গিয়ে বসত। কুঁজো সেই ঘরে ব'সে কেরাণী হিসেবে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত হিসেব-নিকেশ করত কিন্তু নাতালিয়া এলেই সে কাজ বন্ধ করে রাজ-রাজড়াদের জৌবনো রীতি নিয়ে গল্পের পর গল্প করে যেত আর তাদের উষ্ণগৃহে কতরকমের ফুল ফোটে সে বর্ণনাও করত। আর তাঁর মেয়েলি কণ্ঠস্বর কৃত্রিম অথচ স্নিগ্ধ ব'লে মনে হয়, নীল চোখের দৃষ্টি নাতালিয়াকে পার হয়ে জানলায় নিবদ্ধ হয়: নাতালিয়া তখন যেন একেবারে একেলা আছে এমনিভাবে, চিন্তিত স্তব্ধতায় ঝুঁকে পড়ে সেলাইএর ওপর। পরস্পরের দিকে প্রায় না তাকিয়েই তারা গল্প ক'রে যায় এক ঘন্টা দু ঘন্টা। অবশ্য মাঝে মাঝে সাবধানে প্রায় অজান্তেই এক আধবার চেয়ে ফেলে নিকিটা ভাজের দিকে। তখন তার নীল দৃষ্টির স্নিগ্ধ উষ্ণতা দিয়ে সে যেন আদর করে নাতালিয়াকে: বড় বড়, কুকুরের মত, তার কান লজ্জায় হ'য়ে ওঠে রীতিমত লাল। তার ক্ষণিক দৃষ্টিতে কখনও কখনও নাতালিয়া বাধ্য হ'য়ে সদয় প্রতিদান দেয়—অদ্ভুত হেসে। সে হাসিতে নিকিটার মাঝে মাঝে বুঝতে বাকী থাকেনা যে নাতালিয়া তার উত্তেজনার কারণ অনমান করেছে। কখনও বা নিকিটার মনে হত নাতালিয়া আহত হ'য়ে হাসিতে তাকে আঘাত করেছে। অপরাধীর মত তখন সে চোখ নত করে।

জানলার বাইরে হিস্ হিস্ ছপ্ ছপ্ ক'রে বৃষ্টি প'ড়ে গ্রীষ্মের জ্বলে যাওয়া রং ধুয়ে মুছে দিচ্ছে। সেই বৃষ্টির মধ্যেই শোনা যাচ্ছে এ্যালেক্সির হাঁকডাক, সম্প্রতি এক কোনে শৃঙ্খলিত ভালুক-শাবকটার চীৎকার আর শণ-বাছুনীদের শণ পিটোনোর শব্দ। সশব্দে ঢুকল এ্যালেক্সি• জল-কাদা মেখে, টুপী মাথার পেছনে ঝোলা; হাসতে হাসতে সে বর্ণনা করে কেমন ক'রে টাইখন বায়ালোর কুড়ুলে হাতের আঙুল কেটে ফেলেছে, তবু দেখলে মনে পড়ে বসন্তের দিনের কথা।

'ঘটনাটা আকস্মিক বটে তবে এ কথা সত্যি যে টাইখনের বড় ভয় ছিল পাছে তাকে সেনাদলে নিয়ে যায়। শুধু কেবল এখান থেকে চ'লে

যাবার জন্যেও আমি যদি সৈন্য হতে পারতুম!' ভ্রূকুটি ক'রে ঐ ছোট ভালকটার মতই এ্যালেক্সি ঘোঁৎঘোঁৎ ক'রে ওঠে।

'দেশের কোন্ এঁদো কোনে যে এসে পড়েছি!'

উদ্ধত ভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে বললে,

'চার আনা দাও দেখি, সহরে যাব।'

'কেন?'

'সে খোঁজে তোমার কি দরকার?' ব'লে গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেলঃ

"পথ দিয়ে ছুটে যায় তরুণী
তুলে দিতে প্রিয় হাতে নবনী।"

'শেষ পর্যন্ত ভালো হবে না ওর', বলে নাতালিয়া। 'ওলগুংকা ওর্লোবার বয়েস এই মোটে চোদ্দ। তারই সংগে ওকে দেখেছে আমার বন্ধুরা। মেয়েটার মা নেই, বাপটা মাতাল......'

এই সব কথায় বেদনা, উদ্বেগ, এমন কি একটা ঈর্ষাও লক্ষ করে ব'লে নিকিটার পছন্দ হয় না নাতালিয়ার এই সব কথা।

নিশ্চুপে সে তাকিয়ে থাকে জানালা দিয়ে। জলের মধ্যে দুলছে পাইন গাছের ডাল আর সবুজ সূঁচোল আগা থেকে ঝরে পড়ছে পারার ফোঁটার মত জলের ফোঁটা। সেই পুঁতেছে পাইন গাছগুলো—শুধু পাইন গাছ কেন, বাড়ীর চারিদিকে সমস্ত গাছই তার পোঁতা।

পিয়োতর্ আসে ক্লান্ত, বিরক্ত।

'চা খাওয়ার সময় হয়েছে, নাতালিয়া।'

'আর একটু দেরী আছে।'

সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমি বলছি হয়েছে।' বৌ বেরিয়ে যেতেই তার জায়গায় ব'সে প'ড়ে পিয়োতর্ অভিযোগ অনুযোগ করতে শুরু করে।

'সব কাজ বাবা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। চাকার মত ঘুরেই মরছি, কোথায় যে যাচ্ছি তা জানি না। তবু সব ঠিক-ঠাক না হ'লেই আমার ওপরেই কোপ পড়বে।'

ধীর সতর্কতার সংগে নিকিটা এ্যালেক্সি আর ওর্লোবার কথা ভাইকে বলতে গেল; ভাই কিন্তু হাত নেড়ে তাকে থামতে ব'লে স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিলে যে সে তার কথা শুনছেই না।

'মেয়েদের দিকে তাকাবার আমার সময়ই নেই। স্ত্রীকে পর্যন্ত আমি দেখি রাতে স্বপনে; দিনের বেলায় আমি পেঁচা হ'য়ে যাই, পেঁচা। অত সব বাজে জিনিস তোর মাথার মধ্যে......'

কান টেনে সে সাবধানে আবার ব'লে গেলঃ

'কল-কারখানা চালানো আমাদের কাজ নয়। তার চেয়ে তৃণ-প্রান্তরে গিয়ে জমি কিনে চাষার মত নিজের হাতে চাষ করা ঢের ভালো। সে কাজের একটা মানে আছে ; এখানে কেবলি কথা আর কথা।'

পুনর্নবায়িত হ'য়ে হাসি-খুশী ইলিয়া আর্টামোনোব বাড়ী ফিরে এলঃ সে দাড়ি ছেঁটেছে, তার কাঁধ হয়েছে আরও চওড়া, চোখ উজ্জ্বল-তর। সব-শুদ্ধ তাকে একেবারে নতুন দেখাচ্ছে—সদ্যসারানো চকচকে একখানা লাঙ্গলের মত।

'আমাদের কারখানা এগিয়ে চলবে সৈন্যদলের মত', বললে আর্টা-মোনোব ভদ্রলোকের মত দেহ সোফায় এলিয়ে দিয়ে। 'কাজ কি সোজা! তোমাদের ছেলেদের, তোমাদের নাতিদের পর্যন্ত প্রাণপাত ক'রে খাটতে হবে। তিনশ' বছরেও শেষ হবে কিনা সন্দেহ। আমাদের আর্টা-মোনোবদের শ্রমিক শিল্পের অলংকারস্বরূপ হ'তে হবে।'

ছেলের বউ-এর দিকে নজর ক'রে ব'লে উঠল, 'আরে নাতালিয়া, তুমি ত বেশ বেড়ে উঠছ দেখছি। যদি ছেলে হয় ত চমৎকার একটা উপহার দেব তোমাকে।'

সেদিন রাত্রে শুতে যাবার সময় নাতালিয়া স্বামীকে বললে, 'মন ভালো থাকলে বাবা চমৎকার লোক।'

আড়-চোখে চেয়ে স্বামী রূঢ়ভাবে উত্তর দিলে, 'উপহার দিলে আর চমৎকার লোক হবে না কেন?'

কিন্তু দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই আর্টামোনোব আবার কথাবার্তা বন্ধ ক'রে বিষণ্ণ হ'য়ে উঠল।

'বাবা চটেছে কেন?' নাতালিয়া জিজ্ঞাসা করে নিকিটাকে।

'কি জানি। বাবাকে কেউ বুঝতে পারে না।'

সেই দিন সন্ধ্যাবেলাতেই চা খেতে ব'সে এ্যালেক্সি বললে সুস্পষ্ট, উচ্চ কণ্ঠেঃ 'বাবা আমায় সৈন্য হ'তে দাও।'

'কে—কেন?' ছর্‌ছরিয়ে উঠল আর্টামোনোব।

'এখানে আমি থাকতে চাই না।...'

'এখান থেকে যা সব!' আর্টামোনোব হুকুম করতেই ছেলেদের সঙ্গে এ্যালেক্সিও চ'লে যায় দেখে সে আবার ব'লে উঠল, 'ওলিওশা, দাঁড়াও!'

তার চোখের ভুরু চঞ্চল, হাত দু-খানা পেছনে ন্যস্ত—অনেকক্ষণ ধ'রে সে চেয়ে চেয়ে দেখল ছেলেটার পানে।

'আর আমি ভেবেছিলাম তুমিই আমার কাজের লোক হবে!' অবশেসে ব'লে ফেলল আর্টামোনোব।

'এখানে আমি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না।'

'মিথ্যে কথা! এইখানেই তোমার থাকতে হবে। আমার যেমন খুশী তেমনি ক'রে তৈরী করব ব'লে তোমার মা তোমাকে দিয়েছিল আমার হাতে। যাও!'

সে যেন পরাধীন এমনি ভংগীতে হেঁটে চ'লে যাবার চেষ্টা করতেই কাকা তার কাঁধ চেপে ধ'রে বললে,

'এই ভাবে তোর সংগে কথা বলা উচিত হয় নি আমার, বাবা আমার সংগে কথা বলত হাতের মুঠো দিয়ে। যা!

তারপর তাকে আবার ডেকে বোঝাতে থাকে, 'বড় হ'তে হবে তোকে, বুঝলি! ভবিষ্যতে আর এ রকম প্যানপ্যানানি যেন না শুনি।'

মুঠোর মধ্যে শক্ত ক'রে দাড়ির গোছা ধরে একা একা সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জানলায়। ধূসর রঙের তুষার ঝরে ঝ'রে পড়ছে মাটির ওপর। জানলার বাইরে ধীরে ধীরে ভূগর্ভের মতন মত অন্ধকার হ'য়ে আসে। আর্টামোনোব চলে সহরের দিকে। উলিয়ানার উঠোনের দরজায় এর মধ্যেই তালা পড়েছে। আর্টামোনোব জানলায় টোকা মারতেই উলিয়ানা নিজে এসে দরজা খুলে দিয়ে অসন্তুষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করল,

'এত দেরী হল কেন আসতে?'

তার কথার উত্তর না দিয়ে, কোট খুলে সে সোজা ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। টুপীটা ছুঁড়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে টেবিলে কনুই রেখে ব'সে দাড়ির মধ্যে দিলে আঙুল ডুবিয়ে।

এ্যালেক্সির ঘটনা বর্ণনা করতে করতে বললে, 'ও ত আমাদের রক্তের নয়। এক ভদ্দর লোকের সংগে আমার বোনের এক ঘটনার ফলে ও জন্মায়। তারই চরিত্র ফুটে বেরুচ্ছে এখন।'

খড়খড়িগুলো ঠিক বন্ধ আছে কি না দেখে নিয়ে আলো নিবিয়ে দিল মেয়েছেলেটা। এক কোনে মহাত্মাদের মূর্তির রূপোর পাদপীঠের নীচে একটিমাত্র নীল বাতি জ্বলতে লাগল।

'তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দাও তাহলেই ঠান্ডা হ'য়ে যাবে,' বললে উলিয়ানা।

'হ্যাঁ, দিতেই হবে। শুধু তাই ত নয়, পিয়োত্রের যে কোন উৎসাহই দেখি নে। সেই যে হয়েছে মুশ্‌কিল। সে কাজ করে বটে কিন্তু কাজে কোন আনন্দই পায় না। দেখলে মনে হয় সে বুঝি এখনও ক্রীতদাস, প্রভুর আদেশে কাজ করছে। বুঝতে পারছ না, নিজের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তার কোন বোধই নেই। নিকিটা সম্বন্ধে কিছু বলবার নেই। একে বিকলাঙ্গ তার ওপর ফুল আর বাগানের কথা ছাড়া কিছু ভাবতেই পারে না ও। আশা করেছিলাম এ্যালেক্সির ওপর, ভেবেছিলাম ব্যবসায় ও জোতে বসবে।'..

উলিয়ানা তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করে,

'এঃ শীগ্গির ভয় পাবার কিছু নেই। কাজের চাকা আরও জোরে ঘুরবে তখন দেখবে সব কটাই একেবারে কাদা হ'য়ে গিয়েছে।'

উষ্ণ, স্তব্ধ ঘরের এক কোনে নীল আভার কুয়াশার তলায় ছোট্ট একটু আলোর ফুল কাঁপছে। ওরা দুজনে পাশাপাশি বসে কথা বলতে বলতে রাত্রি বাড়তে বেড়ে গেল। ছেলেদের নামে অনুৎসাহের অভিযোগ করতে করতে আর্টামোনোব অবশ্য সহরের লোকদেরও বাদ দেয় নি।

বড় ছোট মন ওদের, বলে সে।

'সফল হচ্ছ ব'লেই তোমায় ওরা সইতে পারে না। আমরা মেয়েরা সফল লোকদেরই ভালোবাসি কিন্তু অপরিচিতের ভালো হ'লে পুরুষদের সে চক্ষুশূল হয়।'

উলিয়ানা বাইমাকোবা জানে কেমন ক'রে ওকে শান্ত ক'রে আনতে হয়। তাই সে নীচের কথা ক'টি বলতেই আর্টামোনোব শুধু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল।

'একটা জিনিসে আমার বড় ভয় লাগে—যদি ছেলে হয়।'

'সত্যিতে ব্যবসা লক্ লক্ ক'রে বেড়ে চলে বাড়ীতে-লাগা আগুনের মত।' বলতে বলতেই আর্টামোনোব উঠে তাকে আলিঙ্গন করল, 'উঃ, তুমি যদি পুরুষ হতে!'

'আচ্ছা এস এইবার, কেমন!'।

সাগ্রহে উলিয়ানাকে চুমু খেয়ে চ'লে গেল আর্টামোনোব।

ইস্টারের আগে একদিন শ্লেজ্-গাড়ীতে ক'রে এ্যালেক্সিকে অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ী নিয়ে এল এর্দানস্কায়া—কাপড় চোপড় ছিন্ন-ভিন্ন, সারা গায়ে আঘাত। অনেকক্ষণ ধ'রে নিকিটাতে আর তাতে ঘোড়া-মুতোর কুচি আর বোদকা দিয়ে তার গা ডলে দেওয়া সত্ত্বেও সে কেবল কোঁথাতেই

থাকে, একটিও কথা বলে না। বুনো জানোয়ারের মত ঘরে ঘুরে বেড়ায় আর্টামোনোব, দাঁতে দাঁত ঘষে, সার্টের আস্তিন গুটোয়, আবার নামায়। এ্যালেক্সির জ্ঞান ফিরতেই আর্টামোনোব তার দিকে মুঠো ওস্কাতে ওস্কাতে চীৎকার করে ওঠে,

'কে করেছে তোকে এ-রকম? বল্ আমাকে!'

করুণ চেষ্টায় ফুলে-ওঠা চোখ একটুখানি খুলতে পারল এ্যালেক্সি। ভাঙা গলায় হাঁপাতে হাঁপাতে আর রক্ত বমি করতে করতে সে বললে, 'শেষ ক'রে ফেল আমাকে......'

নাতালিয়া ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করতেই মাটিতে পা ঠুকে তার শ্বশুর চেঁচিয়ে উঠলঃ

'থাম! যাও এ ঘর থেকে!'

এ্যালেক্সি কোঁথাচ্ছে আর দুই হাতের মধ্যে মাথাটাকে ধ'রে যেন ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। তারপরেই হাত ছাড়িয়ে দিয়ে কাৎ হ'য়ে একেবারে স্থির হ'য়ে গেল সে। রক্তাক্ত মুখ হাঁ ক'রে ঘড় ঘড় ক'রে নিতে লাগল নিঃশ্বাস। বিছানার ধারে টেবিলের ওপর কম্পমান বাতিটার ছায়া ওর ক্ষত-বিক্ষত দেহের ওপর পড়ায় মনে হচ্ছে সে যেন ক্রমশই আরো কালো আর স্ফীত হ'য়ে উঠছে। পায়ের কাছে স্থির মর্মাহত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাই-এরা। বাপ এদিক-ওদিক করছে আর শুধোচ্ছেঃ

'কি মনে হচ্ছে, বাঁচবে না?'

আট দিনের মধ্যেই এ্যালেক্সি কাশতে কাশতে আর রক্ত তুলতে তুলতে উঠে দাঁড়ালো। লঙ্কা দিয়ে বোদকা খেতে সুরু করলে সে, আর সুরু করলে ভাড়াটে স্নান-গৃহে গিয়ে বাষ্প-স্নান। চোখে দেখা দিল আরও যে গভীর চাপা দীপ্তি তাতে এ্যালেক্সিকে দেখাল আরও সুন্দর। কে যে তাকে মেরেছে এ-কথা সে না বললেও এর্দানস্কায়া জানে মেরেছে স্টাইপান বার্স্কি আর তাকে সাহায্য করেছে দুজন ফায়ারম্যান আর বোরোপোনোবের মজুর। মজুরটা আবার জাতে মর্ডভিনিয়ান। আর্টামোনোব যখন জিজ্ঞাসা করল এ কথা সত্যি কি না এ্যালেক্সি উত্তর দিলে,

'আমি জানি না।'

'মিথ্যে কথা!'

'আমি তাদের দেখি নিঃ পেছন থেকে এসে একটা কোট না কি চাপা দিয়েছিল আমার মাথায়।'

'তুই কথা লুকোচ্ছিস্', ব'লে দেখল আর্টামোনোব। এ্যালেক্সি

কিন্তু তার সেই অস্বস্তিকর দীপ্ত চোখ তুলে তার মুখের দিকে শুধু একবার তাকিয়ে বললে,

'আমি ত সেরে উঠছি।'

'আরও বেশী ক'রে খেতে হবে!' উপদেশ দিয়ে আর্টামোনোব দাড়ির মধ্যে বিড়্‌বিড়্ করতে লাগল, 'এই রকম কাজ করার জন্যে তাদের বাড়ী ঘর দুয়োর পুড়িয়ে হাতগুলো পুড়িয়ে আঙার ক'রে দেওয়া উচিত...'

আরও বুঝমান হ'য়ে ওঠে আর্টামোনোব : কর্কশ দয়াও দেখাতে থাকে এ্যালেক্সির ওপর আর কাজ করছে দেখাবার জন্যেই শুধু কাজ করে সে, নিজের উদ্দেশ্য একেবারেই গোপন না ক'রে যায়। সে উদ্দেশ্য হ'ল ছেলেদের মনে কাজের প্রতি অনুরাগ জাগানো।

'সব কাজই নিজেরা করবে; কোন কাজই হীন মনে করবে না।' সে বলত ছেলেদের আর অনেক কিছুই। যা নিজে না করলেও চলত তাও সে করত। সব কাজেই, অনেকটা বন্য পশুর মত, তার এমন একটা তীক্ষ্ম সহজাত বোধ ছিল যে কোথায় বাধা সব চেয়ে বেশী তাও সে যেমন বুঝতে পারত তেমনি সব চেয়ে সহজে সে বাধা কি ক'রে অতিক্রম করতে হবে তাও ঠিক ক'রে নিত।

অস্বাভাবিক দেরীর পর শেষ পর্যন্ত, দু'দিন দু'রাত্তির ব্যথা খেয়ে নাতালিয়ার যখন একটি মেয়ে হল তখন দুঃখে আর্টামোনোব বলেছিলঃ

'এ আমার কি কাজে আসবে বলতে পার?'

'যা হয়েছে তারই জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও,' রূঢ় উপদেশ দিল উলিয়ানা। 'আজ যে শণ বোনার উৎসব।'

'তাই নাকি?'

পাঁজিখানা টেনে নিয়ে দেখে সে শিশুসুলভ আনন্দে ব'লে উঠলঃ

'চল, তোমার মেয়েকে দেখে আসি!'

নাতালিয়ার বুকের ওপর পান্নার একটা মাকড়ি আর তিন রুবলের পাঁচটা মুদ্রা রেখে সে বললে,

'এই নাও তোমার উপহার। ছেলে হয় নি ত কি হয়েছে? এই বেশ।'

তারপর পিয়োতরকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হে বাবু, মন খুসী হয়েছে ত? তুই হলে আমি কিন্তু হয়েছিলাম।'

আশঙ্কায় পিয়োতর তাকিয়েছিল স্ত্রীর রক্তহীন মুখের দিকে—

যন্ত্রণায় বিকৃত সে মুখ আর প্রায় চেনাই যায় না। তার ক্লান্ত, ব'সে-যাওয়া চোখ কালিমা-পড়া গর্তের মধ্যে থেকে চেয়ে রয়েছে যেন কোন্ বহুদিনের ভুলে-যাওয়া দৃশ্যের দিকে। ঠোঁটের যে জায়গাগুলো কামড়ে ফেলেছে সেগুলোর ওপর ধীরে ধীরে জিভ বোলাচ্ছে নাতালিয়া।

পিয়োতর জিজ্ঞাসা করল শাশুড়ীকে, 'ও কথা বলছে না কেন?' তাকে ঠেলে ঘর থেকে বের ক'রে দিতে দিতে উলিয়ানা বুঝিয়ে দিলে, 'যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে।'

দু'দিন দু'রাত্তির ধ'রে সে সমানে স্ত্রীর কাতর কান্না শুনেছে। প্রথমে তার দুঃখু হয়েছে, ভয় হয়েছে বুঝি নাতালিয়া মারা যাবে; কিন্তু নাতালিয়ার চীৎকারে আর বাড়ীর গণ্ডগোলে সে এমন হতবুদ্ধি হ'য়ে গিয়েছে যে এখন আর তার দয়াও নেই, ভয়ও নেই, এখন সে শুধু পালাতে পারলে বাঁচে। তবু পালাতে সে পারলে না। নাতালিয়ার আর্তনাদ তার মাথার মধ্যে পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হ'য়ে জাগিয়ে তুলছে মনে অদ্ভুত এক চিন্তার ধারা। আর যেখানেই যায় দেখে কুঁজো নিকিটা কুড়ুল আর কোদাল নিয়ে হয় কাটাকুটি করছে নয় ছাঁটছে নয় গর্ত খুঁড়ছে। নিঃশব্দে সে যেন গোল হয়ে ঘুরছে ছুঁচোর মত; তা না হ'লে পিয়োতর তাকে সব জায়গায় দেখছে কেমন ক'রে।

ভাইকে বললে পিয়োতর, 'ওর আর প্রসব হল না বোধ হয়।'

বালিতে কোদালখানা গুঁজে কুঁজো জিজ্ঞাসা করে, 'দাই কি বলছে?'

'সে ত ভোলাচ্ছে, বলছে কোনো ভয় নেই। তুই কাঁপছিস্ কেন?'

'দাঁত ব্যথা করছে।'

যেদিন মেয়ে হল সেদিন সন্ধ্যায় নিকিটা আর টাইখনের সঙ্গে সিঁড়ির ওপর ব'সে ছিল পিয়োতর।

সে বলছিল গম্ভীর হেসে, 'শাশুড়ী যখন মেয়ে দিল আমার কোলে তখন আনন্দে আমি তাকে প্রায় ছাদ পর্যন্ত ছুঁড়ে দিয়েছিলাম আর কি: এত হাল্কা লাগছিল! বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয় না যে ঐ ছোট্ট জিনিষটুকু এত কষ্ট দিতে পারে।'

টাইখন বায়ালোব গালের হাড় চুলকোতে চুলকোতে তার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত স্বরে বললেঃ

'মানুষের সব কষ্টই ছোটখাটো জিনিস থেকে।'

'তা হয় কেন?' কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করল নিকিটা।

'এই রকমই হয়। কেন, তা কেউ জানে না,' হাই তুলতে তুলতে উত্তর দেয় মজুরটা উদাসীন স্বরে।

ভেতর থেকে কে তখন খেতে ডাকল।

জন্মাবার সময় বেশ বড়-সড়, ভাবী হয়েছিল মেয়েটা কিন্তু পাঁচ মাস যখন বয়েস তখন কাঠ কয়লার ধোঁয়ায় দম আটকে মারা গেল: মেয়ের মাও প্রায় যাব-যাব হয়েছিল।

শ্মশানে বাপ বললে ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে, 'এতে কি আসে যায়? আবার ছেলে হবে বৌমার। আর এইবার থেকে আমাদের কবরও এইখানেই হবে। এইখানেই নোঙর পড়ল আমাদের আর কি। মাটির ওপরে নীচে সবই যখন তুমি তোমার বলতে পারবে তখনি কেবল সে জায়গায় তোমার সত্যিকারের অধিকার জন্মালো।'

পিয়োতর ঘাড় নেড়ে বৌ-এর দিকে তাকিয়ে দেখে সে কি রকম বেঁকে দাঁড়িয়ে পায়ের কাছে যে ছোট্ট ঢিবিটা নিকিটা এক মনে কোদাল দিয়ে চাপড়াচ্ছে সেইটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর লাল হ'য়ে ওঠা নাক যেন চোখের জলে প'ড়ে যাবে এই ভয়ে ক্ষিপ্র হাতের আক্ষেপে গালের ওপরের চোখের জল ঝেড়ে ফেলছে আঙুল দিয়ে।

কেবল বলছে সে, 'আ ভগবান! আ ভগবান!'

আরও রোগা হয়ে গিয়েছে এ্যালেক্সি, আরও যেন বয়েস বেড়ে গিয়েছে তার। সে ক্রুশ চিহ্নগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্মৃতি-ফলক প'ড়ে প'ড়ে। তার মুখের চেহারায় চাষীর মত কিছুই নেই। কালো দাড়ি দেখলে মনে হয় সেগুলো পুড়ে কালো হ'য়ে গিয়েছে ধোঁয়ায়। কালো ভুরুর নীচে তার কোটরে ঢোকা উদ্ধত চোখ শত্রুর মত তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। সে কথা বলে একঘেয়ে জাহির-করা গলায়; মনে হয় সে ইচ্ছে ক'রে নিজেকে অস্পষ্ট ক'রে তোলে: লোকে বুঝতে না পারলে তীক্ষ্ণকণ্ঠে দিব্যি গেলে বলে,

'শুনতে পাও নি?'

ভাই-এদের প্রতি ব্যবহারে তার কেমন যেন একটা অবজ্ঞার, বিরাগের ভাব। আর নাতালিয়াকে এমন চীৎকার ক'রে ডাকে যেন সে বাড়ীর চাকরাণী।

নিকিটা একদিন অনুযোগ করেছিল, 'নাটাশার সঙ্গে ঐ রকম হীন ব্যবহার করা তোমার উচিত নয়।'

'আমি অসুস্থ সে কথাটা মনে রেখো,' উত্তর দিলে সে।

'ও এত শান্ত।'

'তাহলে ওটা সহ্য ক'রে নিক।'

সে যে অসুস্থ এ কথা সে সব সময়েই বলে আর গর্বের সঙ্গেই বলে, যেন অসুস্থ হওয়ার মধ্যে কোন গৌরব আছে, যেন এই গৌরবেই সে অন্যের চেয়ে পৃথক।

সমাধিক্ষেত্র থেকে খুড়োর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসবার পথে সে বললে,

'আমাদের একটা আলাদা গির্জা থাকা উচিত। মরে গেলেও এখানকার এদের মধ্যে কবরস্থ হওয়াও অপমান।'

আর্টামোনোব মুচকি হাসল, বলল,

'হবে; তৈরী করব আমরা একটা। সবই আমাদের নিজেদের হবে—গির্জা, সমাধিক্ষেত্র, স্কুল, হাঁসপাতাল। একটু সবুর কর।'

বাটারাক্‌শার ওপর পুল পার হ'তে গিয়ে তাদের চোখে পড়ল একজনা ভিখিরী গোছের লোক পুলের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পরণে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লালচে-বাদামী রঙের ঢিলে গাউন। তাকে দেখাচ্ছে নেশায় সর্বস্বান্ত কোনো সরকারী কর্মচারীর মত। লোকটার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ির চাবলা। রোমে ভর্তি ঠোঁঠ নাড়লেই দেখা যায় তার কালো কালো দাঁত; জোলো চোখ থেকে বেরুচ্ছে একরকমের ভোঁতা দ্যুতি। আর্টামোনোব মুখ ফিরিয়ে থুতু ফেলে লক্ষ করল যে এ্যালেক্সি হতভাগাটার দিকে সদয় ভাবে মাথা নাড়ল। এ্যালেক্সির পক্ষে এ ত অসাধারণ ব্যাপার।

'ব্যাপার কি?' জিজ্ঞাসা করল আর্টামোনোব।

'ঘাড় তৈরী করে, ওর্লোব।'

'সে আমি জানি।'

এ্যালেক্সি বলতে লাগল, 'ও বুদ্ধিমান লোক; তবে বড় অত্যাচার সয়েছে।'

আর্টামোনোব ভাগনের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে আর কিছু বলে না।

শুকনো, গুমোট গ্রীষ্ম আরম্ভ হতেই ওকার ওপারে বনে দাবানল সুরু হয়েছে। সারাদিন সাদা ঝাঁঝালো ধোঁয়ার মেঘ সোজা ওঠে মাটি থেকে আকাশের দিকে; রাতে দীপ্তিহীন চাঁদের লালচে চেহারা মন খারাপ ক'রে দেয় আর কুয়াসায় আভাহীন তারাগুলো দেখায় ঠিক তামার

পেরেকের মাথার মত। জলে বিক্ষুব্ধ আকাশের প্রতিচ্ছবি—মনে হয় যেন নদীর জল ভূগর্ভস্থ, ঠান্ডা, ঘন ধোঁয়ার স্রোত।

অত্যন্ত গরমের জন্যে আর্টামোনোবেরা, রাতের খাওয়ার পরে, বাগানে মেপল গাছের সারির অর্ধ-বৃত্তের মধ্যে ব'সে চা খাচ্ছিল। মেপ্‌ল্‌ গাছগুলো লেগেছে বেশ; অবশ্য তাদের নক্সাকাটা বাহারে পত্রপুঞ্জের অপূর্ব সুন্দর চূড়া কুয়াশার টিপিটিপি বৃষ্টি আটকাতে পারছে না। ঝিঁঝিঁর, গুবরে পোকার আর কেটলির শব্দে বাতাস গমগম করছে। নাতালিয়া বডিসের ওপরকার বোতামগুলো খুলে দিয়ে চা ঢালছে নিঃশব্দে; ফাঁক দিয়ে দেখা যায় তার বুকের চামড়ার সতেজ মাখনের মত রং। কুঁজো মাথা নীচু ক'রে ব'সে কাঠিকুঠি দিয়ে পাখী-ধরা ফাঁদ সারছে; পিয়োতর টানছে নিজের কানের নীচের দিকটা।

'লোককে চটালে শুধু ক্ষতিই হয় আর বাবা তাই কেবল করবে,' বললে পিয়োতর ধীরে ধীরে।

শুকনো কাশি কাশছে এ্যালেক্সি আর গলা বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে সহরের পানে, যেন কিছুর প্রতীক্ষায়।

একটা ঘণ্টা বেজে উঠল সহরে।

'বিপদের ঘণ্টা না কি? আগুন?' জিজ্ঞাসা ক'রেই এ্যালেক্সি কপালের ওপর হাতের তালু রেখে লাফিয়ে উঠল।

'আগুন কেন হবে? ও হল সময় জানানোর ঘণ্টা।'

এ্যালেক্সি উঠে চ'লে যেতে একটু নিস্তব্ধতার পর নিকিটা আস্তে আস্তে বললে,

'কিছু হলেই ও ভাবে আগুন।'

'ও কি রকম বদ্‌মেজাজী হ'য়ে উঠেছে অথচ কত হাসিখুশী ছিল আগে,' সতর্ক মন্তব্য করলে নাতালিয়া।

পিয়োতর, বড় ভাই হিসেবে, ভাই আর বউ দু'জনকেই একটু সূক্ষ্মভাবে ব'কে দিল,

'দু'জনেই তোমরা বোকা—ওকে কেউ-ই বুঝতে পারো না। ওর প্রতি তোমাদের দয়া দেখানো মানে ওকে অপমান করা। চল নাতালিয়া, শুয়ে পড়া যাক্‌।'

এরা দু'জনে চ'লে যায়, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে নিকিটা; তারপর উঠে বাগানের মধ্যে গ্রীষ্মাবাসে গিয়ে দরজার সিঁড়ির ওপর ব'সে পড়ে। এই ঘরেই সে এক গাদা খড়ের ওপর শুয়ে ঘুমোয়। উঁচু তৃণাকীর্ণ

জমির ওপর এই গ্রীষ্মাবাসের বেড়ার ওপর দিয়ে দেখা যায় সহরের কালো কালো বাড়ীর গোছা, গির্জা আর আগুন লাগলে সতর্ক ক'রে দেবার জন্যে রক্ষিস্তম্ভ। পেয়ালার ঠং ঠাং আওয়াজ ক'রে চাকরে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে যাচ্ছে টেবিল থেকে। তাঁতিরা চলেছে বেড়ার পাশ দিয়ে—একজনের হাতে মাছ ধরা জাল, একজনের হাতে লোহার হাঁড়ি আর একজন চকমকি ঠুকে পাইপ ধরাবার চেষ্টা করছে। একটা কুকুর ডেকে উঠতেই নিস্তব্ধতা গেল ভেঙে। টাইখন জিজ্ঞাসা করল স্থির কণ্ঠেঃ

'কে যায়?'

ঢোলকের ওপর টান কোরে লাগানো চামড়ার মত স্তব্ধতার কঠিন নিস্তার পৃথিবীর ওপর। তাঁতিদের পায়ের তলায় মড়্‌মড়্ ক'রে বালি ভাঙার ক্ষীণতম শব্দও কানে বেজে উঠছে অস্বস্তিকর স্পষ্টতায়। রাতের এই নৈঃশব্দ নিকিটার কাছে ভারি আনন্দপ্রদ। স্তব্ধতা যত বাড়ে তত সে নাতালিয়ার ওপর মন নিবিষ্ট করে, ততই দেদীপ্যমান হ'য়ে ওঠে নাতালিয়ার ভীত-চকিত, বাঞ্ছিত চোখের আলো। বহু বিচিত্র ঘটনা ঘটছে, সবি নিকিটার অনুকূলে—এ কল্পনা করাও সহজ হ'য়ে ওঠেঃ এই যেমন একটা অমূল্য সম্পদ পেয়ে পিয়োতরকে দিতেই সে নাতালিয়াকে দিয়ে দিল তার হাতে। নয়ত তাদের ডাকাতে আক্রমণ করেছে আর সে এমন অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়েছে যে বাপ-ভাই স্বেচ্ছায় নাতালিয়াকে দিয়ে দিল তাকে পুরস্কার স্বরূপ। আর নয় ত অসুখে বাড়ীর সকলে মারা গেল—বেঁচে রইল শুধু সে আর নাতালিয়া—তখন সে নাতালিয়ার কাছে প্রমাণ ক'রে দেবে যে তারি হৃদয়ে ছিল নাতালিয়ার যত সুখ লুকোনো।

তখন মাঝ রাতেরও বেশী। নিকিটা দেখে যে সহরের বাড়ীগুলোর ছাদ আর বাগানের ওপর ছড়িয়ে পড়ছে নিশ্চল মেঘের মত আর একখানা মেঘ—ধীরে ধীরে ধূসর-কৃষ্ণ মলিন আকাশে উঠে যাচ্ছে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে। পর মুহূর্তেই সেই মেঘ আলোকিত হ'য়ে উঠল তলাকার লাল দীপ্তিতে। আগুন লেগেছে বুঝে সে বাড়ীতে ছুটে গিয়ে দেখে এ্যালেক্সি সিঁড়ি দিয়ে পড়ি ত মরি ক'রে গোলাঘরের ছাদে উঠছে।

নিকিটা, 'আগুন!'

আরও উঁচুতে উঠতে উঠতে ভাই উত্তর দিলে, 'আমি জানি। আর কিছু বলবে?'

উঠোনের মাঝখানে বিস্ময়ে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে কুঁজো এ্যালেক্সির আগের কথা স্মরণ ক'রে বললে, 'তুমি তাহলে আশাই করছিলে।'

'করছিলাম তাতে কি? এই রকম শুকনো খরায় আগুন ত হয়েই থাকে।'

'তাঁতিদের জাগিয়ে দিলে হত না......'

কিন্তু টাইখন তাদের ইতিমধ্যেই জাগিয়ে দিয়েছে; তারা আনন্দে চীৎকার করতে করতে নদীর দিকে একে একে ছুটে চলেছে।

দু ধারে ঢালু ছাদের দুই দিকে পা দিয়ে ব'সে এ্যালেক্সি নিকিটাকে বললে, 'এইখানে উঠে আয়!' তার কথামত উঠে কুঁজো বললে,

'নাতালিয়া ভয় না পেলেই বাঁচি!'

'পিয়োতর তোর পিঠে যে আর একটা কুঁজ বের ক'রে দিতে পারে সে ভয় নেই বুঝি?'

'না; কেন?' ধীরে শুধোল নিকিটা। উত্তর এলঃ

'তাহলে ওর বৌ-এর দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকিস না।'

অনেকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা সরল না। নিকিটার মনে হচ্ছিল সে বুঝি গড়িয়ে একেবারে মাটিতে পড়ল ব'লে।

শেষে চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলছ তুমি? তা যদি তুমি ভাব . . .'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে' বুঝেছি......ভয় পাবার কিছু নেই,' বহুক্ষণ পরে খুসী হ'য়ে বলল এ্যালেক্সি। হাতের তলা দিয়ে সে তাকিয়ে ছিল কম্পমান আগুনের শিখার দিকে। সেই কম্পনে নিস্তব্ধতা ব্যাহত হ'য়ে এল বকমের মৃদু গুন গুন শব্দ হচ্ছে ক্রমান্বয়ে।

উত্তেজিত স্বরে সে বললে, 'ওটা বার্স্কির বাড়ী পুড়ছে। ওদের উঠোনে কুড়ি পিপে আলকাৎরা আছে। তবে বাগানখানা আছে ব'লে আশেপাশের বাড়ীতে লাগবে না।'

অগ্নি-বিভক্ত দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিকিটা ভাবলে,

'আমাদের দৌড়ে সাহায্য করতে যাওয়া উচিত।' দূরে ঐ লাল আভার মধ্যে গাছগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন লোহা থেকে কেটে বের করা। ছোট্ট ছোট্ট পুতুলের মত মূর্তিরা লাল ভুঁই-এর ওপর ছুটো-ছুটি করছে, এমন কি তারা যে লম্বা সরু আঁকড়া দিয়ে আগুনে খোঁচা মারছে তাও দেখা যাচ্ছে।

'বেশ বড় আগুন হয়েছে!' ব'লে উঠল এ্যালেক্সি অনুমোদনের স্বরে।

'আমি কোন মঠে চলে যাব,' ভাবে কুঁজো।

পিয়োতরের তন্দ্রাচ্ছন্ন রুষ্ট ভাষণ অস্পষ্ট ভেসে এল বাতাসে উঠোন থেকে, আর এল ভেসে অলস গতিতে টাইখনের উত্তর। জানলায় সেঁটে দাঁড়িয়েছিল নাতালিয়া ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে আঁকতে।

নিকিটা ব'সেই রইল ছাদে। অবশেষে যেখানে আগুন জ্বলেছিল সেখানে রইল শুধু এক গাদা পোড়া কাঠ-কাঠরা—কালো চিমনির চারিদিকে সেগুলো জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল সোনার মত। তখন সে নীচে নেমে এসে উঠোনের ফটক খুলে বেরুতেই বাপের সঙ্গে লাগাল ধাক্কা। কোট ছিঁড়ে খুঁড়ে, খালি মাথায়, ঝুল মেখে, ভিজে, ফিরছিল আর্টামোনোব।

নিকিটাকে জোর ক'রে আবার ভেতরে ঠেলে দিয়ে অসাধারণ উগ্র কণ্ঠে বলে উঠল আর্টামোনোব, 'কোথায় যাচ্ছিস্?' তারপরেই এ্যালেক্সির শাদা মূর্তি ছাদের ওপর দেখে সে আরও উগ্র আরও অপ্রতিরোধ্য স্বরে বলল, 'ওখানে কি হচ্ছে, এ্যাঁ? নেমে আয়। নিজের শরীরের ওপর লক্ষ নেই, হাঁদা কোথাকার।'

বাগান পার হ'য়ে বাপের ঘরের জানলার নীচে বেঞ্চিতে এসে বসতেই, নিকিটা, দম্ ক'রে দরজা দেওয়ার শব্দ আর তারপরেই বাপের ভোঁতা, চাপা গলা শুনতে পেলঃ

'নিজের সঙ্গে আমারও সর্বনাশ আর মাথা হেঁট করতে চাও?'

এ্যাঁ, চাও? শেষ ক'রে ফেলব.........'

উত্তরে এ্যালেক্সি ঘ্যান্ঘ্যান্ ক'রে উঠল, 'তুমি নিজেই ত আমাকে এই পথে ঠেলে দিচ্ছ।'

'থাম্। তোর খুব ভাগ্যি যে লোকটার মুখ বন্ধ হ'য়ে গেল।'

নিকিটা উঠে ধীর পদে বাগানের এক কোনে গ্রীষ্মাবাসে গিয়ে উপস্থিত হল তাড়াতাড়ি।

পরের দিন সকালে প্রাতরাশের সময় আর্টামোনোব ছেলেদের বললে যে আগুন কে লাগিয়ে দিয়েছিল।

'দেখা গেল, লাগিয়েছিল ঐ মাতাল ঘড়ির কারিগর। ফলে যে পরিমাণ মার সে খেয়েছে তাতে তার বাঁচার আশা অল্প। বার্স্কি না

কি তার সব হ'রে-হ'স্মে নিয়েছিল আর তার ওপর বাস্কির ছেলে ষ্টিয়েপকার ওপর তার ছিল রাগ। কদর্য ব্যাপার।'

এ্যালেক্সি নিঃশব্দে দুধ খেয়ে চলেছে; নিজের হাত কাঁপছে দেখে নিকিটা সে-দুখানিকে হাঁটুর মধ্যে পুরে খুব চাপে। তার ভংগী লক্ষ ক'রে বাপ জিজ্ঞাসা করেঃ

'ও রকম ক'বে কুঁজ বের করছিস্ কেন?'

'শরীরটা কেমন লাগছে।'

'তোমাদের কারও শরীরই ভালো নয় কেবল আমারি যত ভালো,' ব'লে বেগে না খেয়েই চায়ের গ্লাস সরিয়ে দিয়ে চ'লে গেল আর্টামোনোব।

আর্টামোনোবের ব্যবসায়ে আকৃষ্ট হ'য়ে শীগ্‌গিরি গ'ড়ে উঠল এক বসতি। কারখানা থেকে মাইল দেড়েক দূরে, হেদার গাছে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়ের ছাড়া ছাড়া পাইন গাছের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট নীচু খুপরি গজিয়ে উঠল। সে খুপরিগুলোর না আছে উঠোন না আছে বেড়া। দূব থেকে দেখলে মনে হয় অনেকগুলো মৌমাছির চাক জড়ো হয়েছে এক জায়গায়। অবিবাহিত এবং পরিবারহীন মজুরদের জন্যে আর্টামোনোব লম্বা ব্যারাক ক'রে দিয়েছে। ব্যারাকটার সামনেই একটা অগভীর খাত—এক সময় কোন নদী বইত এখান দিয়ে। সেটা এখন শুকিয়ে ত গিয়েছেই, তার নামও কাবও মনে নেই। ব্যারাকের ওপর একদিকে—ঢালু ছাদ, গবম থাকবে ব'লে জানলাগুলো ছোট ছোট; তিনটে চিমনি উঠে গিয়েছে আকাশে। সবশুদ্ধ ব্যারাকটা দেখতে আস্তাবলের মত। তাই মজুরেরা ওটার নাম দিয়েছে 'আস্তাবল'।

আর্টামোনোবেব অহংকার এবং হাঁকডাক বাড়লেও যাকে বলে বড়লোকী চাল তা সে ঠিক অর্জন করতে পারল না। মজুরদের সংগে সাদাসিদে ব্যবহার করত সে, তাদের বিয়ে-অন্নপ্রাশনে যোগ দিত, ধর্মপিতাও হ'ত তাদের ছেলেমেয়েদের। ছুটির দিন বুড়ো তাঁতিদের সংগে গল্প করতে বসত। তারা আর্টামোনোবকে বলত, এমনি প'ড়ে রয়েছে যে সব চষা ভূঁই, চাষাদের সেই সব ভূঁয়ে শণ বুনবার সুবুদ্ধি দিতে, আর যে সমস্ত জায়গায় দাবানল হ'য়ে গিয়েছে সেখানেও। এতে কাজ হল যথেষ্ট। মনিব দয়া ক'রে তাদের কথা রাখায় বুড়ো তাঁতিরা সন্তুষ্ট হল খুব; দেখল যে তাদের মনিবও তাদের মতই চাষ-আবাদ বোঝে, ভালোবাসে। ওর ওপর লক্ষ্মী সদয় হবেন না ত কি।

যুবকদের উপদেশ দিয়ে বলত তারা, 'কেমন ক'রে ব্যবসা চালাতে হয় দেখ!'

আর আর্টামোনোব ছেলেদের বলত যে মজুর হিসেবে সহরের লোকেদের চেয়ে চাষীরা অনেক ভালো কাজ বোঝে।

'সহরের লোকেরা দেহে মনে দুর্বল, লোভী অথচ ভীতু। বড় স্থায়ী কিছু তারা গড়তে পারে না। যা করে সব ছোট, ক্ষণস্থায়ী। এদিকে সংযম ব'লে জিনিস নেই। চাষীরা কিন্তু যা বোঝে তার বাইরে কখনও যায় না: একবার এদিকে একবার ওদিকে তারা হেলে না। বাস্তব তাদের কাছে অতি সরল, যেমন, ভগবান, জার, আর রুটী। এদের সম্বন্ধে তাদের ধারণায় কোন ফাঁক নেই। একেবারেই সোজা ওরা। ওদের ঘেঁটো না। পিয়োতর্, তুমি ওদের সংগে অমন নিষ্প্রাণ কথা বল' কেন আর যা বল সবই কাজের কথা? ওতে কোন কাজ হবে না। যা তা নিয়ে ওদের সংগে বকতে শিখবে, রসিকতা করবে। হাসিখুশী লোককে সহজে বোঝা যায়।'

'রসিকতা করতে আমি জানি না, ব'লে পিয়োতর্ অভ্যাসমত কান টানতে থাকে।

'শিখতে হবে। একটা রঙের কথা বলতে লাগে মিনিটখানেক কিন্তু তার ফল থাকে বহুক্ষণ। এ্যালেক্সিও ওদের সংগে সহজ ভাবে মিশতে পারে না। ও চেঁচাতে আর দোষ ধরতেই ব্যস্ত।'

এ্যালেক্সি ব'লে উঠল বিরক্তিতে, 'কেবল কুঁড়ে আর ঠগ ঐ লোকগুলো।'

'ওদের সম্বন্ধে তুমি অনেক জানো, না? অনেক?' রুষ্ট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল আর্টামোনোব তবু দাড়ির ভেতর মুচকি হেসে সেই হাসি ঢাকল হাত দিয়ে। তার মনে পড়ে গেল কি না, এ্যালেক্সি কি রকম বুদ্ধিমত্তা দেখিয়েছিল সহরের লোকেদের সংগে সমাধি স্থান নিয়ে এক ঝগড়ার সময়। ড্রায়োমোবের লোকেরা আর্টামোনোবের মজুরদের তাদের গোরস্থানে গোর দিতে আপত্তি করায় তাকে বাধ্য হ'য়ে এ্যালডার বনের মধ্যে একখণ্ড জমি কিনে নিজেদের এক গোরস্থান তৈরী করাতে হয়েছে।

সরু, গিঁঠেলো এ্যালডার গাছগুলো নিকিটাতে আর তাতে কাটতে কাটতে টাইখন ভাবছিল, 'গোরস্থান! লোকে জিনিসের ঠিক নাম দেয় না। গোরস্থানকে আমরা বলি জিরোবার জায়গা অথচ সেখানে থাকি

যুগ যুগ ধ'রে প'ড়ে। বাড়ী ঘর দুয়োর, সহর, এই সবই ত হ'ল সত্যি জিরোবার জায়গা।'

তার সহজ, নিপুণ কাজ করার ধরণ দেখে নিকিটা। বোঝে যে হঠাৎ গভীর কথা বলার চেয়ে দৈহিক পরিশ্রমে তার বুদ্ধি খোলে ভালো। আর্টামোনোবের মতই বায়ালোব বুঝতে পারে কোনখানে আঘাত করলে সহজে কাজটা হ'য়ে যাবে। সেই দুর্বল স্থানটি আবিষ্কার ক'রে সে শক্তি প্রয়োগ করে এবং কৌশলে জে'তে। তবু আর্টামোনোবে আর তাতে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। নিকিটার বাবা সব কাজেই হাত দেয় উৎসাহের সংগে আর বায়ালোব কাজ করে, করতে ইচ্ছে আছে ব'লে নয়, যেন কাজ ক'রে কাউকে দয়া করছে এই ভাবে। সে যেন জানে আরও উচ্চতর কাজের যোগ্য সে। তাই সে কথা বলে যে ধরণে কাজও করে সেই ধরণে। যেটুকু কথা বায়ালোব বলে তার মধ্যে থাকে অনুগ্রহ আর একটু যেন ঔদাসীন্য। অথচ সে বলে বেশ, কথাও তার ইঙ্গিতে ভরা।

সে যেন বলে, 'আমি আরও অনেক কিছু জানি, আরও অনেক ভালো কথা বলতে পারি।'

বায়ালোবের কথার ইংগিতে বিরক্ত হয় নিকিটা, ভয় করে তার, আবার মনে তীব্র, অস্বস্তিকর কৌতূহলও জাগে।

'তুমি অনেক কিছু জানো,' নিকিটা বললে তাকে। বায়ালোব রয়ে ব'সে উত্তর দিলে,

'শিখবার জন্যেই ত বে'চে আছি। তবে তাতে কারও কিছু ক্ষেতি নেই; আমার জ্ঞান আমি নিজের কাছেই রাখি। কৃপণের ধন সিন্দুকে তালা দিয়ে রেখেছি; কারও নজরে পড়বে না। তুমি নিশ্চিন্তে থাক।'

লোকে ধরতে না পারলেও, টাইখন কিন্তু বুঝবার চেষ্টা করত তারা কি ভাবছে। সে শুধু তার মিটমিটে পাখীর মত চোখের ব্যগ্র দৃষ্টি কারও ওপর স্থাপন ক'রেই হঠাৎ এমন সব কথা ব'লতে আরম্ভ করত যা তার বলা উচিত নয়। অপরের মগজের চিন্তা সে যেন প'ড়ে ফেলতে পারত। নিকিটা ভাবত বায়ালোব যদি তার জিভটা কামড়ে একেবারে কেটে ফেলে অথবা যেমন আঙ্গুল কেটে ফেলেছে তেমনি যদি জিভখানাও ফেলে কেটে! আঙ্গুলটাও তেমন সুবিধে ক'রে কাটতে পারে নি। কোথায় কাটবে ডান হাতের আঙ্গুল, তা না কাটল বাঁ হাতের তর্জনী। পিয়োতর, তার বাবা এবং অন্যান্য সকলেই তাকে বোকা ভাবত; শুধু ভাবত না নিকিটা। তার মনে টাইখন সম্বন্ধে কেবলি জাগত অদ্ভুত

কৌতূহল আর ততই বেশী ভয় লাগত গালের হাড়-উঁচু দুর্বোধ্য এই চাষাটাকে। বন থেকে একদিন দু'জনে ফিরবার পথে বায়ালোবের একটা আকস্মিক মন্তব্যে ভয় নিকিটার আরও বেড়ে গেলঃ

'একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছ যে। অদ্ভুত তুমি! ওকে ব'লেই দেখনা ওর দয়া হলেও হতে পারে। নাতালিয়াকে দেখলে ত দয়ালু ব'লেই মনে হয়।'

কুঁজো দাঁড়িয়ে গেল স্থির হ'য়ে, ভয়ে তার হৃৎ-স্পন্দন থেমে যাবার উপক্রম হ'ল। পা দুটো যেন পাথর। বিড়্‌বিড়্ ক'রে অসংলগ্ন ব'কে গেলঃ 'কাকে কি বলব?'

বায়ালোব তাব দিকে একবার তাকিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে দূরে চ'লে গেল। নিকিটা এগিয়ে গিয়ে তার জামার হাতা চেপে ধরতেই সে ঘৃণাভরে হাত টেনে নিয়ে বললে,

'হয়কে নয় করার ভান করছ কেন?'

বন থেকে যে বার্চের চারাটা তুলেছিল সেটাকে কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে নিকিটা তাকিয়ে দেখল চারিদিকে; ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল টাইখনের ঐ খশখশে গালে এক চড় মেরে ওর মুখ বন্ধ ক'রে দেয়। টাইখন কিন্তু আধ-বোজা চোখে উই দূরে তাকিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই ব'লে যায়,

'আর সত্যি ক'রে দয়ালু না হ'লেও ঘণ্টাখানেক দয়ালু হবার ভানও ত করতে পারবে। মেয়েদের এমনিই কৌতূহল বেশী। অন্য একটা পুরুষ মানুষ কি রকম, চিনির চেয়েও মিষ্টি কি না তা প্রত্যেক মেয়েমানুষেরই দেখবার ভারি সাধ। আমাদের পুরুষেরা বেশী চায় না। তবু তুমি শুকিয়ে উঠছ। চেষ্টা ক'রে ব'লে ফেল—মত দিলেও দিতে পারে।'

বন্ধু-সুলভ করুণাতেই কথাগুলো টাইখন বলেছে, ভাবলে নিকিটা। এ'রকম বন্ধুত্ব তার কাছে নতুন, অভূতপূর্ব। তার গলা ধ'রে আসে। তবু মনে হয় টাইখন তাকে এমন উলঙ্গ ক'রে দেবার চেষ্টা করছে। 'যত সব বাজে কথা' বললে সে।

রাত্রের প্রার্থনায় লোকেদের আহ্বান করছে গির্জার ঘণ্টা। কাঁধের ওপর গাছের চারাগুলোকে একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে, মাটিতে লোহার কোদালের বাঁট ঠুকতে ঠুকতে সেই আগের মতই ধীরে গলায় কথা বলতে বলতে পথ চলতে লাগল সে।

'আমাকে ভয় পেও না। জানইত তোমাকে দেখে আমার দুঃখু

হয়। লোক হিসেবে তুমি বেশ, জানবার মত। আর শুধু তুমি কেন, তোমরা আর্টামোনোবেরাই বেশ মজার লোক। পিঠে কুঁজ থাকলে কি হয় তোমার মনটা শরীরের মত নয়।'

অসহ্য দুঃখে পরিণত হ'য় নিকিটার ভয়, মাথা ঘুরতে থাকে। মাতালের মত সে পথে হুঁচোট খায়। ইচ্ছে হচ্ছিল কোথাও শুয়ে প'ড়ে বিশ্রাম করে।

'এ কথা আর কাউকে বোলো না,' অনুনয় ক'রে বললে নিকিটা।

'বলেছি ত, আমি যা জানি সব সিন্দুকে বন্ধ আছে।'

'ও সব কথা ভুলে যাও। ভুলেও কখনও যেন মুখ থেকে বেরিয়ে না যায়।'

'ওর সঙ্গে আমি কখনও কথা বলি না। আর কি-ই বা তাকে আমি বলব?'

বাড়ী যেতে সমস্ত পথটাই তারা নিঃশব্দে অতিবাহিত করে। কুঁজোর ঘন নীল চোখ আরও বড়, আরও গোল, আরও বিষণ্ণ হ'য়ে ওঠে। লোকজনের দিকে আর সে তাকায় না—তাদের ছাড়িয়ে দূরে চ'লে যায় তার দৃষ্টি। আরও চুপচাপ থাকে সে, আরও নগণ্য ক'রে তোলে নিজেকে। নাতালিয়া অবশ্য বোঝে কিছু একটা ঘটেছে।

'এত মন-মরা হ'য়ে আছ কেন?' জিজ্ঞাসা করলে সে।

'অনেক কাজ করতে হয়,' ব'লে তাড়াতাড়ি নিকিটা চ'লে গেল। রাগ হ'ল নাতালিয়ার। দেওর যে আর আগের মত তার ওপর সদয় নেই এ সে আগেই লক্ষ করেছে কি না। এই ভাবের জীবনে বিরক্তি ধ'রে গিয়েছে নাতালিয়ার। চার বছরে দুটো মেয়ে হয়েছে তার; আবার সে সন্তানসম্ভবা।

'তোমার কেবল মেয়েই হয় কেন বল ত? মেয়ে নিয়ে আমি কি করব?' অসন্তোষ জানায় তার শ্বশুর দ্বিতীয় মেয়েটি হবার সময়; উপহারও আর দেয় না এবার।

পিয়োতরের কাছে বাপ অভিযোগ করে, 'নাতি চাই আমার, নাতনীর বর চাই নে। যারা আমার কেউ নয় তাদের জন্যে ব্যবসা গ'ড়ে তুলে আমার লাভ?'

শ্বশুড়ের প্রত্যেক কথাটি শোনে নাতালিয়া আর ভাবে তারি কেবল দোষ। স্বামীও যে তার ওপর সন্তুষ্ট নয় তাও সে বোঝে। বিছানায়

তার পাশে শুয়ে নাতালিয়া জানলা দিয়ে দূরে আকাশে তারার দিকে চেয়ে থাকে আর পেটে হাত ঠুকে গোপন প্রার্থনা জানায়ঃ

'ভগবান, একটা ছেলে দাও আমাকে.........'

তবু মাঝে মাঝে তার চীৎকার ক'রে স্বামী, শ্বশুরকে ব'লতে ইচ্ছে করেঃ

'আমি ত ইচ্ছে ক'রেই এ রকম করছি। তোমাদের শত্রুতা করবার জন্যে আমি শুধু মেয়েরই জন্ম দেব।'

অভাবিত, বিস্ময়কর কিছু করতে সাধ যায় তার—হয় এমন কিছু যাতে লোকে তার প্রতি আরও সদয় হ'য়ে উঠবে নয় ত এমন কিছু যাতে সকলেই ভয় পেয়ে যাবে। কিন্তু এমন কি করা যায় তা সে ভেবে পায় না।

ভোর বেলায় উঠে সে নীচে রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধুনীকে প্রাতরাশ তৈরীতে সাহায্য ক'রেই ছুটে আবাব ওপরে আসে মেয়েকে খাওয়াবার জন্যে। তারপরে এসে শ্বশুর, স্বামী, দেওরদের জন্যে প্রাতরাশ ঠিক ক'রে রেখে আবার যায় ছোট মেয়েদের খাওয়াতে। তারপর সে প্রত্যেকের কাপড়-জামায় জোড়াতালি লাগায়। খাওয়ার পরে সে মেয়েদের নিয়ে বাগানে গিয়ে বিকেলে চা খাবার সময় পর্যন্ত সেইখানেই ব'সে থাকে। কাঠিতে সুতো জড়াতে জড়াতে মুখ-ফোঁড় মেয়ে মজুরগুলো বাগানের মধ্যে উঁকি মেরে নাতালিয়ার মেয়েদের রূপের সুখ্যাতি করে মন-ভোলানো ভাষায়। হাসলেও তাদের কথায় তেমন বিশ্বাস করতে পারে না নাতা-লিয়া। তার নিজের চোখেই ওদের সুন্দর লাগে না যে।

মাঝে মাঝে মুহূর্তের জন্যে নিকিটাকে দেখা যায় গাছের ফাঁকে। শুধু নিকিটাই অনুকূল ছিল তার ওপর; আজকাল সেও কাছে এসে ব'সতে ব'ললে অপরাধীর মত উত্তর দেয়ঃ 'মাপ করো, সময় নেই।'

কুঁজো হয়ত বন্ধুত্বের ভান ক'রে পিয়োতরের গোয়েন্দা হ'য়ে তার আর এ্যালেক্সির ওপর নজর রাখছে—অলক্ষিতে এই বেদনাদায়ক ধারণা বাসা বাঁধে নাতালিয়ার মনে। আকর্ষণ করে ব'লেই এ্যালেক্সিকে ভয় করে নাতালিয়া; সে জানে সুদর্শন দেবর তাকে কামনা করলে সে নিজেকে সামলাতে পারবে না। দেওর কিন্তু তাকে চায় না, লক্ষই করে না। এতেও মনে মনে আহত হয় সে; শত্রুতায় ভ'রে ওঠে মন উদ্ধত, প্রগল্‌ভ এ্যালেক্সির প্রতি।

পাঁচটায় তারা চা খায়; আটটায় খায় রাতের শেষ খাওয়া। তারপর

মেয়েদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে খাইয়ে-দাইয়ে বিছানায় ফেলে নাতালিয়া। অনেকক্ষণ ধ'রে সে নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা করে। তারপর ছেলে গর্ভে ধরবার আশায় শুয়ে পড়ে বরের পাশে। তাকে পাবার ইচ্ছে হ'লে স্বামী শুয়ে শুয়েই বিড়বিড় ক'রে ওঠেঃ

'ওতেই হবে। এস, শুয়ে পড়।'

তাড়াতাড়ি মাঝ পথেই প্রার্থনা শেষ ক'রে সে আজ্ঞাধীন হ'য়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে, অবশ্য খুব কদাচিৎ পিয়োতর বলে,

'এত প্রার্থনা কর কেন, এ্যাঁ? তুমি যা চাও সবি যদি পাও তাহলে অন্য লোকেদের ভাগ্যে যে আর কিছুই জুটবে না।'

রাত্রে কোনও মেয়ে হয় ত কেঁদে উঠতেই ওর গেল ঘুম ভেঙে। তাকে খাইয়ে চুপ করিয়ে সে জান্‌লায় গিয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে তাকিয়ে থাকে বাগান আর আকাশের পানে আর নির্বাক ভাবনায় ডুবে যায়। স্বামী, নিজে, শ্বশুর, মা সকলের সম্বন্ধেই ভাবে সে, আর ভাবে, যে দিনটা অলক্ষ্যে শেষ হ'য়ে যাচ্ছে সেই দিনে তার জীবনে যা কিছু ঘটেছে সব সম্বন্ধে। দিনের বেলার কোনও শব্দই কানে আসে না এখন। সেই সব গলার আওয়াজ, মজুরণীদের কখনও ম্লান কখনও উৎফুল্ল গানের ধ্বনি আর কারখানার নানান রকম চঞ্চল শব্দের একটানা গুনগুননি—কিছুই নেই রাতে। অদ্ভুত লাগে। অথচ এই কারখানারি অবিরাম, ক্ষিপ্র একঘেয়ে আওয়াজ তার দিন ভরিয়ে রাখে—প্রতিধ্বনি ভেসে আসে বাড়ীর মধ্যে, গাছের পাতায় তোলে মর্মর ধ্বনি, জানলার কাঁচে লাগায় সস্নেহ স্পর্শ—কাজের একটানা সুর ব্যস্ত ক'রে রাখে নাতালিয়ার মন, ভাবতে দেয় না তাকে।

কিন্তু রাতের এই স্তব্ধতায়, সব জীবই যখন সুষুপ্ত তখন তার মনে আসে নিকিটার বলা সেই সব রক্ত-হিম-ক'রে-দেওয়া গল্প—তাতারদের হাতে বন্দিনী নারীদের অথবা পূত-চরিত্র সাধুদের আর ধর্মের জন্যে যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের গল্প। যে সব লোকেরা সুখে স্বাচ্ছন্দে, আমোদে জীবন কাটায় তাদের গল্পও মনে পড়ে তার, তবে যাতে মনে আঘাত লাগে সেই সব গল্পই যেন জোর ক'রে মনে আসে।

শ্বশুর তার দিকে এমন ক'রে চেয়ে থাকে যেন সে একটা দেহহীন শূন্য। এতে মনে কিছু করে না নাতালিয়া। কিন্তু কখনও সখনও যাওয়া-আসার পথে কি ঘরের মধ্যে মুখোমুখি দেখা হ'য়ে যায় তার

সঙ্গে। তখন আর্টামোনোব নির্লজ্জ দৃষ্টি দিয়ে তার বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত যেন তলিয়ে দেখে আর বিশ্বেবে ঘোঁৎঘুঁতিয়ে ওঠে।

স্বামীর ব্যবহার নীরস, নিষ্প্রাণ। কখনও কখনও তার দিকে এমন ক'রে তাকায় পিয়োতর্ যেন সে পেছনের কিছু দেখতে তাকে বাধা দিচ্ছে। জামা-কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ার বদলে সে প্রায়ই অনেকক্ষণ ধ'রে বিছানার ধারে ব'সে এক হাতে বালিশে ভর দিয়ে অন্য হাতে হয় কান টানতে থাকে নয় গালের দাড়িতে হাত বোলাতে থাকে—দেখলে মনে হয় তার বুঝি দাঁত বেদনা করছে। প্রায়ই সে আবার তার কুশ্রী মুখে এমন ভ্রূকুটি করে, বিষাদেই হোক আর রাগেই হোক যে, সে সময় নাতালিয়ার বিছানায় শুতে ভয় লাগেঃ বেশী কথা বলে না পিয়োতর, আর যাও বা বলে তাও ঘর-গৃহস্থালি সম্বন্ধে। চাষী-জমিদারের গল্প আগের চেয়ে আরও কম করে সে, আর নাতালিয়াও সে সব বড় বোঝে না। শীতের, বড়দিনের আর ইস্‌টারের ছুটিতে নাতালিয়াকে সে সহরে গাড়ী ক'রে বেড়াতে নিয়ে যায়। তখন মস্ত কালো পালের ঘোড়াটাকে জোতা হয় শ্লেজ গাড়ীতে। তার তামাটে হলদে চোখ লাল শিরায় ডোরাকাটা। সব সময় সে রেগে মাথা দোলায় আর সশব্দে হাঁচে। নাতালিয়ার ভয় লাগত পশুটাকে; টাইখন সেই ভয় দিত আরও বাড়িয়েঃ

'জমিদারের ঘোড়া; মনিব বদল হওয়ায় চ'টে গিয়েছে।'

মাঝে মাঝে মা দেখতে আসত। মায়ের চোখে আহ্লাদের ঝলক দেখে মায়ের স্বাধীন জীবনকে হিংসা হয় নাতালিয়ার। তার হিংসা আরও তীব্র আরও কষ্টদায়ক হ'য়ে ওঠে যখন তার চোখে পড়ে শ্বশুরের প্রগলভ হাসি-ঠাট্টা আর প্রিয়ার দিকে সপ্রণয় চোখে তাকিয়ে তৃপ্তিতে দাড়ি চোমড়ানো। উলিয়ানা আবার মাজা দুলিয়ে, নির্লজ্জ ভঙ্গীতে আর্টামোনোবকে রূপ দেখিয়ে ময়ূরীর মত ঠমক ক'রে চ'লে বেড়ায়। আর্টামোনোবের সঙ্গে তার অবৈধ সম্বন্ধের কথা সহরের লোকে অনেক দিন থেকেই জানত ব'লে উলিয়ানাকে যথেষ্ট নিন্দে ত তারা করতই, এড়িয়েও চলত। যে সব সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা বন্ধু ছিল নাতালিয়ার তাদের আসা-যাওয়া বারণ হ'য়ে গেল। সে যে চরিত্রহীনার মেয়ে, কোথাকার এক অপরিচিতের ছেলের বউ, আর অহংকারে ফুলে-ওঠা এক গোমরা-মুখোর বউ! তাই কুমারী যখন ছিল তখন যে সব ছোটখাটো আনন্দ ছিল তার জীবনে, পাবার সম্ভাবনা নেই ব'লে সেগুলো এখন মহৎ, অপূর্ব ঠেকে তার কাছে।

আগে এত সোজা মানুষ ছিল তার মা আর এখন এত ধূর্ত, এত ঠগ হয়েছে যে দেখে নাতালিয়ার বড় মন খারাপ হ'য়ে যায়। পিয়োতরকে যে উলিয়ানা ভয় করে তা পিয়োতরের কাছ থেকে ঢাকবার জন্যে উলিয়ানা তার ব্যবসা বুদ্ধির তারিফ করে। আর এ্যালেক্সির অবজ্ঞার দৃষ্টিকেও নিশ্চয় ভয় করে সে; তা না হোলে ওর সঙ্গে অত সস্নেহ হাসি-তামাসাই বা করে কেন, অত চুপি-চুপি কথাই বা বলে কেন আর কেনই বা উপহার দেয় প্রায়ই। এ্যালেক্সির নামের দিনে (যে মহাপুরুষের নামানুসারে নাম রাখা হয় তাঁর উৎসবের দিনে) উলিয়ানা তাকে এক চায়না-ঘড়ি উপহার দিল। ঘড়ির ওপর কয়েকটি ভেড়া আর একটি পুষ্প-সজ্জিত নারী খোদাই করা। সবাই অবাক হ'য়ে গেল সুন্দর পরিপাটী জিনিসটি দেখে।

মা ব্যাখ্যা করলে, 'তিন রুবলের দেনা শোধ করতে এটি আমাকে দিয়েছে একজনা। ঘড়িটা পুরানো ধরণের, চলে না। এ্যালেক্সির বিয়ে হলে বাড়ী সাজানোর কাজে লাগবে।'

'আমি ত বাড়ী সাজাতে পারতাম,' ভাবলে নাতালিয়া।

তার গেরস্থালির খুঁটিনাটি নিয়েও আবার খোঁজ-খবর করত তার মা।

অভ্যস্ত একঘেয়ে ধরণে বলত সে, 'রবিবার ছাড়া অন্যদিন টেবিলে গামছা দিস্ না। দাড়ি-গোঁফ মুছে একেবারে নোংরা ক'রে ফেলে ওরা।'

যে নিকিটাকে আগে তার ভালো লাগত এখন তার দিকে উলিয়ানা তাকায় দুই ঠোঁট চেপে: এমনভাবে তার সঙ্গে কথা বলে যেন সে বাড়ীর সরকার, অসাধুতার জন্যে ধরা পড়েছে। মেয়েকে পর্যন্ত সাবধান ক'রে দেয়,

'দেখিস, ওকে যেন প্রশ্রয় দিস না। কুঁজোরা বড় ধূর্ত্ত হয়।'

একাধিকবার নাতালিয়া মনে করেছে মায়ের কাছে স্বামীর নামে অভিযোগ করবেঃ স্বামী তাকে বিশ্বাস করে না, কুঁজোটাকে রেখেছে তার ওপর পাহারা দিতে। তবু কিসে যেন তাকে বলতে দেয় না।

নাতালিয়ার সব চেয়ে খারাপ লাগত তার দাম্পত্য জীবনের গোপনীয় খুঁটিনাটি সম্বন্ধে মায়ের কৌতূহলী প্রশ্ন। ছেলের জন্ম না দিতে পারায় অন্য সকলের মতই অস্বস্তি বোধ ক'রে উলিয়ানা হাসিতে সজল চোখ আধখানা বুঁজে, চাপা গলায় বেড়ালের মত ঘড়্ ঘড়্ শব্দ ক'রে মেয়েকে

ছুঁড়ে মারে ভোঁতা, নির্লজ্জ প্রশ্ন। কৌতূহলে উত্তেজিত তার মাকে শ্বশুর যখন জিজ্ঞাসা করেঃ

'উলিয়ানা, গাড়ী জুতব?' তখন নাতালিয়া খুসী হয়।

'হেঁটেই যাব।'

'বেশ। তাহলে আমি আসছি তোমার সঙ্গে।'

চিন্তিতমুখে বললে পিয়োতর্, 'তোমার মা খুব চালাক মেয়েমানুষ। বাবাকে কেমন ধ'রে রেখে দিয়েছে! এখানে যতক্ষণ মা থাকে ততক্ষণ বাবা বেশ সদয়। ও বাড়ীখানা বিক্রী ক'রে দিয়ে এখানে এসে যদি থাকে ত বেশ হয়।'

নাতালিয়ার বলতে ইচ্ছে হয়, 'না, তা করা উচিত হবে না,' কিন্তু সাহস হয় না। মাকে লোকে ভালোবাসে, মা সুখী, এই ভেবে তার আরও মন খারাপ হ'য়ে যায়।'

ঝোপের ওদিকে স্নানের বাড়ীর কাছে নিকিটা আর টাইখন্ কাজ করতে করতে কথা বলে; বাগানের ধারে জানলায় কিংবা বাগানে সেলাই নিয়ে বসলে নাতালিয়ার কানে আসে তাদের কথাবার্তার টুকরো। টাইখনের ধীর কথাগুলো কারখানার মৃদু একটানা ধ্বনির মধ্যে দিয়ে ছেঁকে আসে।

'লোকেই ত বিরক্তি ধরায়। ওরা এক জায়গায় জড়ো হ'য়ে ভিড় করে আর তখনই বিশ্রী লাগতে সুরু হয়।'

'কথাটা কি সত্যি!' ভাবে নাতালিয়া কিন্তু নিকিটার খুসীতে ভরা কণ্ঠস্বরে তিরস্কার ধ্বনিত হয়ঃ

'কি যা তা বকছ। নাচ, খেলাধুলো—এগুলো, এগুলো সম্বন্ধে কি বলতে চাও? লোক না থাকলে ত আমোদই হয় না।'

'সে কথাও ত সত্যি,' আশ্চর্য হ'য়ে স্বীকার করে নাতালিয়া।

'নাতালিয়া দেখে প্রত্যেকেই বেশ নিশ্চয়তার সঙ্গে কথা বলে, আর প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো বিষয়ে বেশ গভীর জ্ঞান আছে। সোজা, সরল কথা ঠিক ঠিক বসাতে পারলেই প্রত্যেকের কাছে সেটা গভীর সত্যের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ব'লে প্রতিভাত হয়। প্রত্যেক লোকই নিজের মত কথা বলে, আর কারও মত নয়। কথা দিয়ে মানুষ নিজেকে সাজায়; খেলনার মত কথা বাজায় মানুষ; রুপোর, সোণার ঘড়ির চেনের মত কথা নিয়ে খেলা করে তারা। কিন্তু খেলবার মত কথা নাতালিয়ার নেই, কিছুই নেই যা দিয়ে সে নিজের চিন্তাকে সাজিয়ে বের করতে পারে। তার

ভাবনাগুলো তাই হেমন্তের কুয়াসার মত অস্পষ্ট হ'য়ে নাগাল এড়িয়ে বেড়ায়; তাদের ভার চেপে বসে তার মনে, বুদ্ধিকে দেয় মলিন ক'রে, আর ততই সে ক্ষোভে, দুঃখে আপন মনে ভাবেঃ

'আমি বোকা, আমি কিছু জানি না, কিছু বুঝি না......'

'ভালুকটা যাদুকর, কোথায় মধু আছে ঠিক জানতে পারে,' স্বগতোক্তি করে টাইখন ট্যাপারী ঝোপের মধ্যে থেকে।

'ঠিক বলেছে ত,' ভাবে নাতালিয়া আর এ্যালেক্সি কি ক'রে তার সাধের ভালুকটাকে মেরে ফেলেছে মনে ক'রে ভয়ে শিউরে ওঠে। তের মাস বয়েস পর্যন্ত সেটা পোষা কুকুরের মত অনুগত হ'য়ে সারা উঠোনে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াত। রান্নাঘরে ঢুকে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে, মজার চোখ পিট্‌পিট্‌ ক'রে সে রুটি চাইত। দেখলে হাসি পেত। স্বভাবটি ভারি শান্ত, ভালো ব্যবহারে সাড়া দিত। সবাই ভালোবাসত তাকে। নিকিটা তার এত প্রিয় হ'য়ে উঠেছিল যে সেই তার দেখাশোনা করত; লোমের জট ছাড়িয়ে দিত, নদীতে নিয়ে যেত স্নান করাতে। সে কোথাও গেলে ভালুকটা প্রথমে নাক উঁচু ক'রে বাতাস শুঁকতে উদ্বেগে, তারপর উঠোনের চারিদিকে ছোঁক ছোঁক ক'রে ঘুরে নিকিটার অফিস ঘরের জানলার কাঁচ চাড় দিয়ে ভেঙে ঘরে ঢুকত জোর ক'রে। নাতালিয়া তাকে চিটে গুড় মাখিয়ে গমের ময়দার রুটি খাওয়াতে ভালোবাসত। ভালুকটা আবার নিজে নিজেই গুড়ের পেয়ালায় রুটি ডুবোতে শিখেছিল। আনন্দে ঘোঁৎঘোঁৎ করতে করতে, লোমশ পায়ের ওপর দুলে দুলে সে রুটির টুকরো পুরে দিত দাঁতে-ভরা লাল মুখের মধ্যে আর মিষ্টি, আঠালো থাবাখানা চাটত। তারপর ছোট্ট সদয় চোখে আনন্দ ঝরিয়ে নাতালিয়াব কোলের মধ্যে মাথা পুরে দিয়ে তাকে খেলতে আহ্বান করত। কথা পর্যন্ত বলা চলত এই মনোহর জন্তুটার সঙ্গে; এর মধ্যেই সে কথা বুঝতে শিখেছিল।

এ্যালেক্সি এক দিন ওকে খেতে দিল বোদকা। বোদকা খেয়ে, নেচে কুঁদে ডিগবাজি খেয়ে, মাতাল ভালুকটা স্নানের ঘরের ছাদের ওপর উঠে টানাটানি ক'রে চিমনি ত ভেঙে ফেলতে লাগলই টুকরো টুকরো ক'রে; ইটগুলো গড়িয়ে ফেলে দিল নীচে। একদল মজুর জড়ো হ'য়ে ভালুকের কীর্তি দেখে ত হেসেই খুন। সেই থেকে লোকেদের আমোদের সুযোগ দেবার জন্যে এ্যালেক্সি প্রত্যেক ছুটির দিনেই মদ খাওয়াতে লাগল তাকে। শেষে ভালুকটা নেশায় এমন অভ্যস্ত হ'য়ে উঠল যে,

কোন মজুরের গা দিয়ে মদের গন্ধ বেরুলেই সে ছুটত তার পেছন পেছন আর এ্যালেক্সিকে ত উঠোন দিয়ে যেতে দেখলেই ধাওয়া করত। গলায় চেন দেওয়া হোল তার। ঘর ভেঙে বেরিয়ে শূন্যে থাবা তুলে, মাথা নাড়তে নাড়তে সে উঠোনে ঘুরে বেড়াতে লাগল গলায় শিকল নিয়ে আর শিকলের গোড়ায় এক খুঁটি ঝুলিয়ে। ধরতে গেলে সে টাইখনকে দিলে আঁচড়ে, মোরোজোব ব'লে একজন মজুরকে দিলে মাটিতে ফেলে আর নিকিটার উরুতে বসিয়ে দিলে এক থাবা। তখন এ্যালেক্সি তাড়া ক'রে এসে শিকারের বরশা দিলে তার পেটে বসিয়ে। জানলা থেকে নাতালিয়া দেখল ভালুকটা পেছনের পায়ের ওপর ভেঙে পড়তে পড়তে সামনের থাবা দুটো তুলে যেন সমবেত ক্রুদ্ধ জনতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। কে একজন দয়া ক'রে এ্যালেক্সির হাতে একখান ধারালো ছুতোরের কুড়ুল দিতেই নাতালিয়া দেখল সূঁচোল দাড়ি উঁচিয়ে তার দেওরটি লাফিয়ে গিয়ে প্রথমে ভালুকটার এক থাবায় তারপর আর এক থাবায় আঘাত করল সেই কুড়ুল দিয়ে। যন্ত্রণায় গর্জে উঠে ভালুকটা দীর্ণ-বিদীর্ণ থাবার ওপর প'ড়ে যেতেই রক্ত ছিটকে পড়ল এদিক ওদিক, পায়ে মাড়ানো মাটি ভ'রে উঠল লাল লাল দাগে। মাথার ওপর আর এক আঘাতে সে করুণ আর্তনাদ ক'রে উঠল আর তার পরেই দুই পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে, এক খণ্ড কাঠ যেমন করে চেরে তেমনি করে এ্যালেক্সি, ভালুকটার ঘাড়ে মারল এক কুড়ুল আর জানোয়ারটা প'ড়ে গিয়ে নিজের নাক ডুবিয়ে দিল নিজেরি রক্তে। হাড়ের মধ্যে এমন গিঁতে গিয়েছিল কুড়ুলখানা যে এ্যালেক্সিকে তার লোমশ মৃতদেহের ওপর পা দিয়ে চাড় মেরে তবে খুলির ভেতর থেকে কুড়ুল বার করতে হল। ভালুকটার জন্যে দুঃখু হল নাতালিয়ার মনে কিন্তু আরও বেশী দুঃখ হল এই দেখে যে তার চালাক চতর, গোঁয়ার, বাবু দেওরটি তাকে একেবারেই আমল না দিয়ে আর একটা হতচ্ছাড়া মেয়েমানুষের পেছনে ঘুরছে।

সাহস ও নৈপুণ্যের জন্যে সুখ্যাতি করলে তাকে ভায়েরা; বাপ কাঁধে চাপড় মেরে চেঁচিয়ে উঠলঃ

'আর তুই বলিস কি না তোর অসুখ? বা......বা......'

নিকিটা কিন্তু পালিয়ে গেল উঠোন থেকে আর নাতালিয়া এত কাঁদতে লাগল যে বিস্ময়ে বিরক্তিতে স্বামী তাকে জিজ্ঞাসা করলে,

'তোমার সামনে যদি মানুষ খুন করে কেউ, তুমি কি কর তাহলে?'

শিশুকে যেমন তাড়া দেয় লোকে তেমনি তাকে তাড়া দিয়ে উঠল পিয়োতর্,

'কোথাকার হাঁদা! থাম বলছি!'

নাতালিয়া ভাবলে পিয়োতর্ বুঝি তাকে মারবে তাই কান্না বন্ধ ক'রে সে ভাবতে লাগল তাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম রাত্রির কথা—সেদিন কত ভীরু, কত স্নেহময় মনে হয়েছিল পিয়োতরকে। এখনও অবশ্য মার তাকে খেতে হয় নি স্বামীর হাতে যেমন অন্য মেয়েদের হয়। কান্না চেপে তাই সে বললে,

'আমাকে ক্ষমা করো। ভালুকটার জন্যে ভারী দুঃখু হয়েছিল তাই।'

'তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত আমার জন্যে, ভালুকটার জন্যে নয়,' বললে সে আরও নীচু আরও শান্ত গলায়।

প্রথম যখন মায়ের কাছে স্বামীর রূঢ়তা নিয়ে অভিযোগ করেছিল নাতালিয়া, মা বলেছিল,

'পুরুষেরা মৌমাছি আর আমরা হচ্ছি ফুল। আমাদের কাছ থেকে মধু সঞ্চয় ক'রে নিয়ে যায় ওরা। এই কথা মনে রেখে ধৈর্য ধরতে হবে, মা। পুরুষদের হাতেই সব, দায়িত্বও আমাদের চেয়ে বেশী—তারা গির্জা গড়ে, কারখানা গড়ে। পোড়ো জমির ওপর তোমার শ্বশুর কি গ'ড়ে তুলেছে দেখেছ?'

আর্টামোনোব বোধ হয় আগেই বুঝতে পেরেছিল যে তার আর পরমায়ু বেশী দিন নেই। তা না হলে এমন উন্মত্ত ক্ষিপ্রতায় সে ব্যবসা এমন ফাঁপিয়ে, জমিয়ে তুলবে কেন? সেণ্ট নিকোলাসের উৎসবের দিনের কয়েক দিন আগে মে মাসে দ্বিতীয় আর একটা কারখানার জন্যে আর একটা বাষ্পীয় বইলার এসে গেল। বাটারাকশার সবুজ কর্দমাক্ত জল যেখানে এসে মন্থর গতিতে ওকায় পড়ছে সেইখানে ওকার সৈকতে বইলারটা এনে রাখা হয়েছে মস্ত নৌকোয় করে। এর পরের মস্ত কাজ হচ্ছে সেটাকে সাড়ে তিন শ' গজ বালির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে তোলা। বোদকা আর বিয়ার সহযোগে সেণ্ট নিকোলাসের উৎসবের দিন আর্টামোনোব এক ঢালাও ভোজের আয়োজন করল কারখানার মজুরদের জন্যে। টেবিল পাতা হল উঠোনে: মেয়েরা ফার, বার্চের ডাল পাতা আর বাসন্তিক ফুলের গুচ্ছ দিয়ে সাজিয়ে দিল জায়গাটা। নানা-রঙা পোষাক পরেছে ব'লে তাদের নিজেদেরও দেখাচ্ছিল ফুলের মত। নিজের

পরিবারবর্গ এবং আর কয়েকজন অতিথির সঙ্গে গৃহকর্তা ব'সেছে একটা টেবিলে বুড়ো তাঁতিদের সঙ্গে আর বেশ ঝাঁঝালো রসিকতা করছে মুখরা মজুরণীদের সঙ্গে; এরা কাঠিমে সুতো জড়ায়। প্রচুর মদ খাচ্ছে আর্টামোনোব আর সুকৌশলে অন্যান্যদের মজায় মাতিয়ে তুলছে।

'আরে, ভাইসব! আমরা আছি ভালো, কি বল। হাত দিয়ে সাদা-কালো দাড়ি দু'ভাগ করতে করতে উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠছে সে।

তার ব্যবহারের যে সবাই তারিফ করছে এ সম্বন্ধে সে বেশ সচেতন। তাই নিজের চরিত্রে নিজেই মুগ্ধ হ'য়ে সে আরও আনন্দে মেতে উঠতে লাগল। সে যেন বসন্তের দিনের উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস। তৃণ-পত্রের প্রগলভ আবরণে, হরিৎ শোভায় ভরা পৃথিবীর ওপর বার্চ আর তরুণ পাইন গাছ তাদের সোনার প্রদীপ যেমন তুলে দেয় নীল আকাশে, আর গন্ধে ভরে বাতাস, তেমনি নিজেকে আজ ছড়িয়ে দিচ্ছে আর্টামোনোব। বসন্ত এবার এসেছে আগেভাগেই; এর মধ্যেই বার্ড-চেরী আর লাইলাক গাছে ফুল ফুটেছে। চারিদিকে উৎসব, আনন্দ। মানুষও যেন সেদিন তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ উদ্ঘাটিত করেছে।

বুড়ো তাঁতি বোরিস মোরোজোব আসন থেকে উঠে দাঁড়াল—ছোট্ট ক্ষীণ, বৃদ্ধ সে, মড়ার মত শাদা ফ্যাকফেকে, মোমের মত মুখ সবুজ-ধূসর দাড়িতে লুকোনো। ষাট বছরের বুড়ো তার বড় ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে, লম্বা, মাংসহীন একখানা হাত শূন্যে নেড়ে হিংস্র কণ্ঠে বলতে লাগলঃ

'আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, নব্বুই আমার বয়েস। নব্বুই কি, তারও বেশী। তাক লেগে যাচ্ছে বোধ হয়! যখন সৈন্য ছিলাম তখন আমি পুগাচোবের বিপক্ষে লড়েছি, প্লেগের বছর মস্কোর বিদ্রোহে যোগ দিয়েছি। তারপর! তারপর লড়েছি বোনাপার্টির সঙ্গে......'

'আর পীরিত করেছ কার সঙ্গে?' তার কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠল আর্টামোনোব। মোরোজোব কালা কি না।

'কেন, দুই বউ-এর সঙ্গে; তা ছাড়া আরও অনেকের সঙ্গে। দেখ না আমার দিকে চেয়ে। আমার সাত ছেলে, দুই মেয়ে, উনিশ জন নাতি, পাঁচ জন নাতির ছেলে। এই হল আমার বুনুনি। ঐ ত সব দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনেই—সবাই তোমার কারখানায় খাটে......'

'আরও জন কয়েক দাও না আমাদের!' চেঁচিয়ে উঠল আর্টামোনোব।

'হবে হবে, আরও হবে। তিনজন জার আর তিনজন জারিনাকে

মরতে দেখেছি আমি। কি বলবে এইবার বল? যতগুলো মনিবের কাজ আমি করেছি সব ক'টা মরেছে, আমিই কেবল বেঁচে আছি। আর কত কাপড় যে বুনেছি! তুমি খাঁটি লোক, ইলিয়া আর্টামোনোব, দীর্ঘজীবি হও! তুমি মনিব হ'য়েও কাজ ভালোবাস আর কাজও তোমায় ভালোবাসে। লোকজনদের তুমি চটাও না। তুমি আমাদের ঝড়ের-ই লোক; এগিয়ে চলো! লক্ষ্মীই তোমার বউ, আর কেউ নয়। অন্য কেউ তোমার সর্বনাশ ক'রে স'রে পড়ে, লক্ষ্মী তা করে না। চল, এগিয়ে চল, স্যাঙাৎ! ভগবান তোমার সহায়। আমি বলছি ভগবান তোমার সহায়।'

এত বিচলিত হ'য়ে পড়ল আর্টামোনোব যে তাকে কোলে ক'রে তুলে চপাং ক'রে এক চুমু খেয়ে বসল:

'ঠিক ব'লেছ, ভাই, ঠিক ব'লেছ! তোমাকে আমি সুপারিণ্টেণ্ডেট ক'রে দেব।'

লোকে হেসে চেঁচিয়ে একেবারে গাঁ মাথায় করছিল আর বুড়ো মাতাল মোরোজোব তাদের মাথার ওপর শূন্যে উঠে কঙ্কালসার হাত নেড়ে তীক্ষ্ম কণ্ঠে খিল খিল ক'রে হাসছিল:

'যা করবে ইলিয়া সবি ওর নিজের মত। আর কারও মত নয়।'

উলিয়ানা বাইমাকোবা নির্লজ্জ হ'য়ে আবেগের চোখের জল মুছে ফেলছিল গাল থেকে।

'কি মজাই করছে বাবা!' নাতালিয়া বললে মাকে।

'আনন্দ দেবার জন্যেই ওর মত লোক ভগবান সৃষ্টি করেন,' নাক ঝেড়ে মা উত্তর দেয়।

'লোকের সংগে কেমন ক'রে ব্যবহার করতে হয়, শেখ,' বললে আর্টামোনোব ছেলেদেরকে· 'এই পিয়োতর্, দেখ!'

খাওয়া-দাওয়ার পর, টেবিল সরানো হলে, মেয়েরা সুরু করল গান আর পুরুষেরা শক্তি পরীক্ষা করতে লাগল কুস্তি ক'রে আর দড়া টেনে। আর্টামোনোব যোগ দিচ্ছে সব তাতেই—নাচছে, কুস্তি করছে। হৈঁই-হুল্লোড় চলল সারা রাত। প্রত্যুষের প্রথম আলোকরেখার সংগে, সত্তর জন পানোন্মত্ত মজুরের এক দল আর্টামোনোবের নেতৃত্বে, শিস দিতে দিতে, গান গাইতে গাইতে, কাঁধে মোটা রলা আর ওকের হুড়কো আর দড়া নিয়ে, ওকার ধারে চলল এক দল লুঠেড়ার মত। তাঁদের পেছন পেছন চলল নেঙচাতে নেঙচাতে সেই বুড়ো তাঁতিটা।

নিকিটাকে বিড়বিড় ক'রে বললে সে, 'ও ঠিক ঠেলে উঠবে; আমি বলছি ঠেলে উঠবে......'

স্থূল, লালচে, মুন্ডহীন ঘাঁড়ের মত রাক্ষসটাকে বজরা থেকে তীরে ত নামানো হলো। বালির ওপর পাটাতন পেতে তার ওপর মোটা রলা-গুলো সাজিয়ে দেওয়া হল। এইবার বইলারটার চারদিকে দড়া জড়িয়ে সকলে এক সঙ্গে হাঁই-হুঁই ক'রে সেটাকে ঠেলবার চেষ্টা করতে লাগল রলার ওপর দিয়ে। হেলতে দুলতে চলতে লাগল বইলার এগিয়ে। তার প্রাণহীন গোল দুটো চোয়াল, নিকিটার মনে হল, যেন লোকগুলোর শক্তির এই প্রফুল্ল প্রকাশের দিকে হা ক'রে চেয়ে আছে। আর্টামোনোবও মাতাল হয়েছে। সেও টানছে বইলারটা।

ঝাঁকানির মাঝে মাঝে সে চীৎকার ক'রে উঠছে, 'অত জোরে নয়, অত জোরে নয়।'

লৌহ দৈত্যটার লাল গায়ে এক চাপড় মেরে সে যোগ করে,

'চল্ বইলার, চল্!'

কারখানা থেকে যখন এক শ' কুড়ি গজেরও কম দূরে তখন বইলারটা অসাধারণ জোরে কাৎ মেরে ধীরে ধীরে সামনের রলার ওপর থেকে পিছনে বালিতে পড়ল নাক থুবড়ে।

নিকিটা দেখল তার গোল চোয়ালের ঘায়ে ধূসর ধুলো ছড়িয়ে গেল আর্টামোনোবের পায়ের ওপর। রেগে ভিড় ক'রে এল লোকগুলো প্রকান্ড জড় পদার্থটার নীচে একটা রলা চালিয়ে দেবার চেষ্টায়। কিন্তু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে তারা। বইলার সেই যে মাথামুড় গুঁজে পড়েছে আর উঠবার নামটি করছে না। তারা যত চেষ্টা করছে ততই সে যেন আরও মাটি নিচ্ছে। হাতে হুঁড়কো নিয়ে মজুরদের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর্টামোনোব আর মাঝে মাঝে ব'লে উঠছেঃ

'সবাই হাত লাগিয়ে, ভাই! হেঁইও!'

অনিচ্ছায় বইলারটা একটু ন'ড়ে আবার পুঁতে গেল আরও গভীর হ'য়ে, আর নিকিটা দেখল, মজুরদের ভিড়ের মধ্যে থেকে আর্টামোনোব কি রকম অদ্ভুত ভঙ্গীতে হেঁটে বেরিয়ে আসছে। তার মুখের চেহারাও অদ্ভুত। চলতে চলতে সে দাড়ির নীচে হাত পুরে দিয়ে গলা চেপে চেপে ধরছে আর এক হাত দিয়ে অন্ধ লোকের মত পথ হাৎড়ে চলছে। বুড়ো তাঁতিটা তার পেছনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে আর চীৎকার করছেঃ

'খানিকটা মাটি খেয়ে ফেল, খানিকটা মাটি'

বাপের কাছে ছুটে গেল নিকিটা।

আর্টামোনোব কেশে খানিকটা রক্ত তুলে,

'রক্ত!' বললে নিস্তেজ গলায়।

তার মুখ হ'য়ে গেল পাংশু বর্ণ, চোখ দুটো পিট্‌পিট্‌ করতে লাগল ভয়ে, চোয়াল লাগল কাঁপতে। তার সমগ্র প্রাণবন্ত মস্ত দেহটাই যেন ভয়ে কুঁকড়ে গেল।

বাহু ধ'রে নিকিটা জিজ্ঞাসা করলে, 'লেগেছে বুঝি কোথাও?' টাল সামলাতে গিয়ে ধাক্কায় নিকিটাকে সরিয়ে দিয়ে আর্টামোনোব বললে নিম্নস্বরে,

'বোধ হয় কোনও শিরা ছিঁড়ে গিয়েছে।'

'বলছি খানিকটা মাটি ...'

'বক্‌ বক্‌ করো না! সরে যাও!'

আবার খানিকটা রক্ত উঠল মুখ দিয়ে।

আপন মনে বললে আর্টামোনোব উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে,

'রক্ত বেরুচ্ছে। উলিয়ানা কোথায়?'

কুঁজো ছুটে যেতে চাইল বাড়ীতে। জোর ক'রে তার কাঁধ ধ'রে, মাথা নীচু ক'রে কোনোরকমে পা টেনে টেনে চলতে লাগল আর্টামোনোব। দেখলে মনে হচ্ছে সে বুঝি কান পেতে পায়ের তলায় বালি-ভাঙার মুড়মুড় শব্দ শুনবার চেষ্টা করছে, মজুরদের রুদ্ধ চীৎকার সত্ত্বেও।

গভীর নদীর ওপর পাতা একখন্ড কাঠের ওপর দিয়ে যেন চলছে আর্টামোনোব অতি সতর্ক হ'য়ে, গৃহাভিমুখে, আর জিজ্ঞাসা করছে, 'আমার হল কি, এ্যাঁ?' উলিয়ানা বাড়ীর সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিল। নিকিটা লক্ষ করল যে তার বাপের দিকে তাকাতেই উলিয়ানার সুন্দর মুখখানা একবার বাঁ দিকে একবার ডান দিকে তাকাব মত অদ্ভুত ভঙ্গীতে ঘুরে গিয়ে একেবারে রক্তহীন হ'য়ে গেল।

অভ্যাসমত এক পা আর এক পা-এর আগে ফেলে সিঁড়ির ওপরেই ব'সে প'ড়ে আর্টামোনোব যেই আরও বেশী কাশতে আর রক্ত তুলতে লাগল অমনি উলিয়ানা চীৎকার ক'রে উঠল, 'বরফ, বরফ নিয়ে এস।' স্বপনের মধ্য দিয়ে যেন টাইখনের কথা এল নিকিটার কানেঃ

'বরফ ত জল। জল দিয়ে কখনও রক্তের স্থান পূরণ করা যায়।......'

'খানিকটা মাটি খেয়ে ফেলা উচিত......'

'টাইখন, ঘোড়ায় চ'ড়ে গিয়ে যত তাড়াতাড়ি পার পুরুত-ঠাকুরকে ডেকে আন।......'

অ্যালেক্সি আদেশ দিল, 'ধরাধরি ক'রে ভেতরে নিয়ে চল।' কনুই ধ'রে বাবাকে তুলতেই কে একজন তার পা এমন জোরে মাড়িয়ে দিল যে নিকিটা মুহূর্তের জন্যে বেদনায় যেন অন্ধ হ'য়ে গেল। কিন্তু তার পরেই তার দৃষ্টি এমন অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠল যে বাপের ঘরের অন্ধকারে এবং উঠোনে যা কিছু ঘটছিল সবি সে উদ্বিগ্ন ব্যাকুলতায় সঞ্চয় ক'রে নিচ্ছিল স্মৃতিতে। বড় কালো ঘোড়াটায় ক'রে টাইখন উঠোন থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে কিন্তু ঘোড়াটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছে না। ভয়ে লোকজন ছুটে পালাচ্ছে এদিক ওদিক আর সে বিদ্বেষে নাক উঁচু ক'রে ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাবার বদলে উঠোনময় লাফালাফি ক'রে বেড়াচ্ছে। আকাশে সূর্য যে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে দিয়েছে তাতেই বোধ হয় চোখে ধাঁধাঁ লেগে ভীত হ'য়ে পড়েছে ঘোড়াটা। শেষ পর্যন্ত সে লাফিয়ে ফটক পার হ'য়ে চলল ছুটে কিন্তু লাল মস্ত বইলারটার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে টাইখনকে উল্টে ফেলে দিল মাটিতে; তারপর হাঁচতে হাঁচতে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ফিরে এল উঠোনে।

কে একজন চেঁচিয়ে বলল, 'ছুটে যাও ছেলেরা!'

কালো দাড়ি চোমড়াতে চোমড়াতে জানলায় ব'সে আছে অ্যালেক্সি —তার বিদ্বেষে ভরা মুখ একটি বিন্দুতে সুচোল হ'য়ে গিয়েছে: চাষীর ছেলের কোনো ছাপ সে মুখে নেই। দেখলে মনে হয় মুখময় যেন ধুলো মাখা। সমবেত লোকেদের মাথার ওপর দিয়ে নিষ্পলক চোখে সে চেয়ে রয়েছে বাপের বিছানার পানে। বাপ শুয়ে শুয়ে অদ্ভুত গলায় কথা ব'লে যাচ্ছেঃ

'এর মানে এই যে আমি ভুল করেছি। সবই তাঁর ইচ্ছা। শোনো তোমরা ছেলেরা, এই আমার শেষ আদেশ। উলিয়ানাকে মায়ের মত দেখবে, বুঝলে? আর উলিয়া, তুমিও যেন ওদের ছেড়ে যেও না। ভগবানের দোহাই, ওদের ছেড়ে যেও না তুমি! এঃ, বাইরের লোকেদের সব ঘর থেকে যেতে বল।'

একটানা করুণ স্বরে কাঁদতে কাঁদতে উলিয়ানা তার মুখে বরফের কুচি পুরে দিতে দিতে বললে, 'কথা বোলো না। এখানে বাইরের লোক কেউ নেই।'

বরফ গিলে প্রচণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল আর্টামোনোব।

'আমার পাপের বিচার তোমাদের করবার নয় আর সে পাপের দোষও ওর নয়। নাতালিয়া, তোমার সঙ্গে আমি কর্কশ ব্যবহার করেছি। তা, যাক গে সে কথা। শোনো পিয়োতর্, ওলিওশা, ভাই-এ ভাই-এ ঝগড়া ক'রো না, আর লোকজনদেব সঙ্গে আর একটু সদয় ব্যবহার ক'রো। চমৎকার লোক ওরা, সেরা লোক—এমন কাজের লোক পাবে না। ওলিওশা, যে মেয়েটিকে তুমি পছন্দ করেছ তাকেই বিয়ে ক'রো. ....। কোনো দোষ হবে না।'

হাঁটুব ওপর ভেঙে প'ড়ে অনুনয় ক'রে বলল পিয়োতর্, 'বাবা, আমাদের ছেড়ে যেও না।' এ্যালেক্সি তাকে কনুই দিয়ে পিঠে ঠেলা দিয়ে কানে কানে বললে,

'কি বলছ তুমি? আমার মনেই হয় না যে .....।'

রান্নাঘরের ছুরি দিয়ে একটা তামার পাত্রে বরফ কাটছে নাতালিয়া। বরফ ভাঙার কড়্‌মড়্‌ শব্দেব সঙ্গে মিশছে তামার পাত্রের ঘটাং ঘটাং শব্দ আব তার নিজের কান্নার শব্দ। নিকিটা দেখছে তার চোখের জল ঝবে পড়ছে ববফের ওপর। হলদেটে আলোর একটা রশ্মি ঢুকছে এসে ঘরে আব দেওয়ালের ওপরে তারি কম্পমান আকৃতিহীন প্রতিফলন, নৈশ-নীল রঙের দেওয়াল-কাগজের ওপরকার লম্বা গোঁফওয়ালা চিনে-ম্যানদের চেহারাগুলোকে যথাসাধ্য বিকৃত ক'রে দিচ্ছে।

মনে পড়বার অপেক্ষায় বাপের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিকিটা, আব বাইমাকোবা কখনও বা ইলিয়ার ঘন কোঁকড়া চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, কখনও বা গামছা দিয়ে কস থেকে গড়িয়ে-পড়া অনর্গল রক্তের ধারা দিচ্ছে মুছিয়ে আর কপাল আর রগের ওপরকার ঘামের বিন্দু। তার চকচকে চোখের ওপর কি যেন সে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলে—প্রার্থনার আকুল আবেদন হয়ত। আর আর্টামোনোব এক হাত উলিয়ানার কাঁধের ওপর আর এক হাত তার হাঁটুর ওপর রেখে নিজের শেষ কথা বলে কোনো-রকমে, নেতিয়ে-পড়া জিভ দিয়েঃ

'আমি জানি। ভগবান তোমায় রক্ষা করুন। আমার নিজের

জমিতে, আমাদের নিজেদের সমাধিস্থলে আমাকে মাটি দিও—সহরে নয়। ওদের মধ্যে আমি শুয়ে থাকতে চাই না......'

যন্ত্রণার পাত্র উপছে পড়তেই ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল আর্টামোনোবঃ 'এঃ ভগবান, ভুল ক'রে ফেলেছি আমি......ভুল ক'রে ফেলেছি।'

লম্বা, ঝুঁকে-পড়া এক পুরুত এসে উপস্থিত হ'ল—তার বিষণ্ণ চোখ আর যীশুখৃষ্টের মত দাড়ি।

তাকে 'একটু দাঁড়ান' ব'লে আর্টামোনোব আর একবার সম্বোধন করে ছেলেদের।

'এক সঙ্গে বন্ধুর মত থাকবে সকলে। ঝগড়া-ঝাঁটি করলে ব্যবসাতে উন্নতি করা যায় না। তুমিই সকলের বড় পিয়োতর্—তোমার সব দায়িত্ব—শুনছ? যাও এবার......'

'নিকিটা,' মনে করিয়ে দিল বাইমাকোবা।

'নিকিটাকেও ভালোবাসবে তোমরা। সে কোথায়? আচ্ছা, যাও এইবার। পরে পরে......। আর নাতালিয়াকেও......'

সূর্য তখনও মাথার ওপর কিরণের আশীর্বাদ ঢেলে দিচ্ছে; বিকেল বেলা: রক্তপাতের ফলে মারা গেল আর্টামোনোব। প্রশস্ত মণিবন্ধ পরস্পরের ওপর স্থির হ'য়ে রইল বুকে। মাথা উঁচু ক'রে শুয়ে আছে সে—ভ্রূকুটি-কুটিল রক্তহীন মুখ দেখলে মনে হয় তার অর্ধোন্মুক্ত চোখের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি বুঝি মণিবন্ধের ওপর ন্যস্ত।

নিকিটার মনে হল যে আর্টামোনোবের মৃত্যুতে বাড়ীর লোকে শোক অথবা ভয় পাওয়ার চেয়ে আশ্চর্য হয়েছে বেশী। বাড়ীর সকলের মধ্যেই নিকিটা দেখতে পেল এই নিষ্প্রাণ বিস্ময়ের ভাব, দেখতে পেল না শুধু উলিয়ানার মধ্যে। মৃতের পাশে চেয়ারে পাষাণ হ'য়ে ব'সে রয়েছে সে, অশ্রুহীন, স্তব্ধ, চতুষ্পার্শ্বের সব কিছুর প্রতি একান্ত অচেতন। তার হাত হাঁটুর ওপর রাখা আর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ তুষারের মত শাদা দাড়িতে স্পষ্টীকৃত নিশ্চল আর্টামোনোবের মুখের ওপর।

মৃতের ঘরের মধ্যে পিয়োতরকে দেখলে কিন্তু মনে হয় সে খুব কাজে ব্যস্ত। এক স্থূল-কায়া মঠ-বাসিনী নিকিটার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে ফিরে প্রার্থনার বই থেকে শোকগাথা আবৃত্তি ক'রে চলেছে ঘরে। এত বেশী কথা ব'লতে থাকে পিয়োতর্ এবং এত জোরে যে অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকে। বাপের মুখের ওপর প্রথমেই অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ক্রুশ চিহ্ন আঁকে হাত দিয়ে এবং দু তিন মিনিট ঘরে থেকেই অতি সতর্কতার সঙ্গে

আবার বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। আর তারপর বাগানে, উঠোনে তার গ্যাঁট্টাগোঁট্টা দেহ বারে বারেই দেখা যায় এবং মিলিয়ে যায়—মনে হয় সে বুঝি কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এ্যালেক্সি সংকারের বন্দোবস্ত করতে ব্যস্ত। সে ঘোড়ায় চ'ড়ে সহরে যাচ্ছে, আসছে, ঝপ্ ক'রে ঘরে ঢুকে উলিয়ানাকে জিজ্ঞাসা করছে কি ভাবে শব শোভাযাত্রা পরিচালিত হবে অথবা শ্রাদ্ধের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হবে।

'এখনও ঢের সময় আছে,' বলে উলিয়ানা; এ্যালেক্সি ক্লান্ত হ'য়ে ঘেমে ভিজে উঠে অন্যত্র চ'লে যায়। তারপর নাতালিয়া এসে ভীরু সহানুভূতিতে মাকে একটু চা কি অন্য কিছু খেতে অনুরোধ করে; উলিয়ানা মন দিয়ে তার কথা শুনে উত্তর দেয়,

'হবে এখন।'

বাপের জীবদ্দশায় নিকিটা অত ভেবে দেখে নি সে বাপকে ভালোবাসে কি না। সে শুধু ভয়ই করত বাবাকে। তবে ভয় করা সত্ত্বেও ঐ নির্দয় লোকটার কর্মোন্মাদনার তারিফ করত নিকিটা। বাপ অবশ্য লক্ষই করত না কুঁজোটা বেঁচে আছে কি না। এখন তার মনে হল সেই কেবল সত্যি ক'রে ভালোবাসত বাপকে প্রাণ দিয়ে। অস্পষ্ট বেদনায় ভরে গেল তার প্রাণ; এই শক্তিমানের আকস্মিক মৃত্যুতে সে যেন নিষ্ঠুর রূঢ় আঘাত পেল মনে। গভীরতম আঘাতে আর বেদনায় নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে পারছিল না নিকিটা। এক কোণে এক সিন্দুকের ওপর ব'সে চারিদিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চাইতে চাইতে সে প্রার্থনার মন্ত্র আউড়ে যাচ্ছিল আপনমনে, তার বলবার পালা আসার অপেক্ষায়। উষ্ণ অন্ধকারে ভরা ঘরে মোমবাতিগুলো যেন জীবন্ত হলদে ফুল। কোন মন্ত্রবলে চায়ের পেটী কাঁধে, দীর্ঘগুম্ফ চীনেম্যানেরা দেওয়ালের গায়ে চ্যাপ্টা হয়ে লেগে গিয়েছে। প্রত্যেক খণ্ড দেওয়াল-কাগজের ওপর দুই সারিতে আঠার জন চীনেম্যান—এক সারি ওপরে ছাদের দিকে উঠে যাচ্ছে আর এক সারি নেমে আসছে মেঝের দিকে। তেলের মত খানিকটা জ্যোৎস্না পড়েছে দেওয়ালের এক জায়গায়—সেখানকার চীনেম্যানগুলো আরও জীবন্ত হ'য়ে ওপর নীচে চলাফেরা করছে।

প্রার্থনার একটানা স্বর ছাপিয়ে একটা ধীর, আকুতিময় প্রশ্ন হঠাৎ কানে এল নিকিটারঃ উলিয়ানার কণ্ঠস্বরে।

'এ কখনও হ'তে পারে? ও কি মরে যেতে পারে? ভগবান!'

তার কণ্ঠস্বরের বেদনার তীব্রতায় বিচলিত হ'য়ে মঠবাসিনী তার প্রার্থনা থামিয়ে দিয়ে অপরাধীর মতন বললেঃ

'না ভাই, উনি আর বেঁচে নেই। সবই ভগবানের ইচ্ছা......'

আর সইতে পারল না নিকিটা। মঠ-বাসিনীর ব্যবহারে অত্যন্ত রুষ্ট হ'য়ে উঠে সশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উঠোনের ফটকের কাছে ব'সে টাইখন একখান বড় কাঠ থেকে চোঁচ ভেঙে ভেঙে বালির মধ্যে পা দিয়ে সেগুলোকে এত তলায় বসিয়ে দিচ্ছিল যাতে তাদের আর দেখা না যায়। তার পাশে এসে ব'সে নিকিটা নীরবে দেখে যায় তার কাজ আর মনে পড়ে সহরের ভাঁড়, সেই অদ্ভুত জীব এ্যানটোনুস্কাকে। লোমশ, খশখশে কালো এক ছোঁড়া সে—পা দু খানা বাঁকা আর চোখ দুটো কালো পেঁচার মত গোল। সে বালির ওপর গোল গোল রেখা আঁকত আর ডাল-পালা কাঠের টুকরো দিয়ে পাখীর খাঁচা তৈরী ক'রে সেই গোল রেখার মাঝখানে বসাত। কিন্তু যেই কিছু তৈরী করা সে শেষ করত অমনি পা দিয়ে দিত গুঁড়িয়ে আর ধুলোবালি ছিটিয়ে সব ঘ'ষে মুছে দিতে দিতে নাকি সুরে গাইতঃ

> 'ক্রাইস্ট গেলেন স্বর্গে, গেলেন চ'লে
> খুলে গেল গাড়ীর চাকা, গেল খুলে।
> বু-উ-ড়ী ধান ভানে, মসনে কুটন দিয়ে
> ভানে মসনে কুটন দিয়ে।'

চটাস্ ক'রে ঘাড়ের ওপর একটা মশা মেরে বললে টাইখন, 'এমন কাজও মানুষের ঘাড়ে এসে চাপে, এ্যাঁ?'

হাঁটুর ওপর হাতখান মুছতে মুছতে সে ওপরে চেয়ে দেখে উইলো গাছের একটা ডালে চাঁদ গিয়েছে বিঁধে। তার পরেই তার দৃষ্টি স্থির হ'য়ে যায় মাংসের রং-এর বইলারটার ওপরে এসে।

সে বলে 'এবারে ডাঁশগুলো আগেই এসে পড়েছে। এই ডাঁশগুলো রইল বেঁচে আর ইলিয়া কি না.... ......'

অজানা কিসের ভয়ে ভীত হ'য়ে কুঁজো তাকে কথাটা শেষ করতে দিল না।

'কিন্তু তুমি ত একটা ডাঁশ মারলে।'

টাইখনের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার বাপের ঘরে এসে মঠ-বাসিনীর বদলে নিজেই শোকগাথা পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলে নিকিটা; নাতালিয়া

যে ভেতরে এল তা সে লক্ষ্যই করল না—প্রার্থনার মধ্যে অন্তরের সমস্ত শোক ঢেলে দিচ্ছিল সে। হঠাৎ পেছন থেকে তার কানে এল শান্ত কথার হিল্লোল। নাতালিয়া কাছে থাকলেই নিকিটার মনে হয় সে বুঝি অসাধারণ কিছু ব'লে বা ক'রে ফেলতে পারে, হয়ত বা ভয়ানক কিছু। এমন কি এই রকম একটা মুহূর্তেও তার ভয় হচ্ছে সে এমন কিছু ব'লে ফেলতে পারে যা তার বলা উচিত হবে না। তাই নিকিটা মাথা নীচু ক'রে, কুঁজ উঁচু ক'রে, শোকভগ্ন কণ্ঠ আরও নামিয়ে দিল; আর যেই সে নবম পরিচ্ছেদের গাথা পড়তে যাচ্ছে অমনি দুটি কান্নার স্বর তার কানে এল :

'এই দেখ, ওর ক্রুশখানা তুলে নিয়েছি, আমি পরব।'

'মা, আমিও যে একা।'

কেঁদে কেঁদে চাপা গলায় তারা যা বলছে তা যাতে তার কানে না আসে সেইজন্যে নিকিটা নিজের গলার আওয়াজ আরও উঁচু ক'রে দেয় তবু তাদের কথা তার কানে আসতে থাকে :

'ভগবান আমাদেব পাপ সইবেন না..........'

'এই অদ্ভুত পাখীর বাসায় আমি একা. .... .'

'তোমার থেকে দূরে কোথায় আমার পথ, তোমার রোষের কাছে আমাব পরাজয়,' নিকিটা অধ্যবসায়-সহকারে ভয়, হতাশায় এই গাথা প'ড়ে যায়। তার স্মৃতিতে চমকে ওঠে বিষণ্ণ এই প্রবাদ-বচনটি :

'ভালো না বাসার এক দুঃখ; ভালোবাসার দুঃখ দ্বিগুণ।'

লজ্জিত হ'য়ে সে ভাবলে নাতালিয়ার দুঃখ আমার সুখের আকাশ-প্রদীপের দ্যুতি।

সকালবেলা দ্রোস্কিতে (রুষদেশীয় নীচু চার চাকার গাড়ী) ক'রে পঞ্চায়েতের সভাপতি ইয়াকব ঝিতাইকিনকে নিয়ে বাস্কির্ পৌঁছল। ঝিতাইকিনের চোখে কোনো ভাবেরই প্রকাশ হয না; লোকে তাকে বলত 'আধ-সেদ্ধ।' তার গোলগাল চেহারা; সত্যিই তাকে দেখলে প্যালপেলে ময়দায় তৈরী ব'লে মনে হয়। মৃতের সামনে এসে তারা নিজেদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলে। যে রকম ভয় আর সন্দেহে তারা আর্টামোনোবের কালিপড়া মুখের ওপর ঝুঁকে দেখল তাতে বুঝতে বাকী রইল না যে তারাও ওর মরণে আশ্চর্যই হয়েছে। ঝিতাইকিন তার তীক্ষ্ণ উপহাসের স্বরে বললে পিয়োতরকে :

'শুনছি বাবাকে তুমি নিজেদের গোরস্থানে গোর দিতে চাও, তাই

না? কিন্তু পিয়োতর্ ইলিচ, তাতে আমাদের সকলের অপমান হবে —মনে হবে তোমরা আমাদের সঙ্গে মিশতে চাও না, কখনও বন্ধুভাবে বাস করবার কথাও বুঝি বলো নি; তাই নয় কি?'

দাঁতে দাঁত ঘ'ষে ভাই-এর কানে বললে এ্যালেক্সি ফিস্ ফিস্ ক'রে ঃ

'যেতে দাও ওদের!'

উলিয়ানার কাছে গিয়ে বাস্কির্ক এক ঘেয়ে গলায় বললে,

'এ কি কথা শুনছি? এটা কি ভালো হচ্ছে?'

ঝিতাইকিন পিয়োতরকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে ঃ

'সাধু গেলবের উপদেশে তোমরা এ কাজ করছ না বোধ হয়? না, না, মত তোমাদের বদলাতে হবে। তোমার বাবা এই জেলায় প্রথম কারখানা খুলেছিলেন। নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল সহরের অলংকার-স্বরূপ। তাই না এই অন্য জায়গায় গোর দেবার কথায় পুলিশের ক্যাপ্টেন পর্যন্ত অবাক হ'য়ে জিজ্ঞসা করছে তোমরা ধর্ম মানো কি না।'

পিয়োতরের বাধা দেবার চেষ্টা লক্ষ ক'রেই অনর্গল বকতে বকতে ঝিতাইকিন যখন শুনল যে পিয়োতর্ তার বাপের আদেশই প্রতিপালন করবে তখন সে একেবারে ঝপ ক'রে চুপ ক'রে গেল।

'তবু আমরা শবানুগমন করব,' মন্তব্য করে সে।

সকলে স্পষ্টই বুঝল যা বলছে ঝিতাইকিন তাই বলবার জন্যেই সে আসে নি; অন্য কারণ আছে। যেখানে এক কোনে উলিয়ানাকে কোন-ঠেসা ক'রে বাস্কির্ক বিড়্ বিড়্ ক'রে কি বলছে তার কানে কানে সেই-দিকে, ঝিতাইকিন এগিয়ে তাদের কাছে পৌঁছাবার আগেই, উলিয়ানা চেঁচিয়ে উঠল ঃ

'কি বোকার মত বকছ, যাও!'

ঠোঁঠ, ভুরু কাঁপছিল উলিয়ানার। সদর্পে মাথা তুলে সে বললে পিয়োতরকে ঃ

'এরা দুজন, পমিয়ালোব আর বোরোপোনোব আমাকে বলছে তোমাদের ব'লে ক'য়ে কারখানা ওদের কাছে বিক্রী করিয়ে দিতে। সাহায্য করার জন্যে এরা আমায় টাকাও দেবে বলছে।'

দরজা দেখিয়ে এ্যালেক্সি এদের বললে, 'আপনারা যান.........চ'লে যান!'

মুচকি হেসে কাশুতে কাশতে ঝিতাইকিন কনুই দিয়ে বাস্কির্কে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল দরজার দিকে; বাইমাকোবা একটা সিন্দুকের ওপর ভেঙেগ পড়ল কান্নায়।

'ওর স্মৃতিটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলতে চায়,' কে'দে বললে উলিয়ানা।

আর্টামোনোবের মুখের দিকে তাকিয়ে বিদ্বেষের গৌরবে ব'লে উঠল এ্যালেক্সি, 'বরং উচ্ছন্নে যাব, মাথা খ্ঁড় মরব তবু ঐ ওদের মত হব না কখনও।'

পিয়োতর্-ও আড় চোখে বাপের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বললে, 'কেনা-বেচা করবার সময়টা বটে!'

নিকিটার কাছে কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করলে নাতালিয়া,

'তুমি কিছু বলছ না কেন?'

তার কথা তাহলে মনে পড়েছে এতক্ষণে আর মনে পড়েছে কিনা নাতালিয়াব! আনন্দ হল তাব মনে। মুখ-খানা সুখের হাসিতে ছড়িয়ে দিয়ে তাবি মত কোমল কণ্ঠে বললে নিকিটা ঃ

'আমি কেন . .. ? তুমি আর আমি .... '

নাতালিয়া চিন্তিত মুখে চ'লে গেল।

সহবের সব সম্ভ্রান্ত লোকই এল আর্টামোনোবের শব-সৎকারে; তাদের মধ্যে লম্বা, রোগা পুলিশের ক্যাপ্টেনও ছিল। তার গোঁফে ধরেছে পাক; দাড়ি ভালো ক'রে কামানো। পিয়োতরের পাশে পাশে সে খ্ঁড়িয়ে চলতে চলতে দুবার বলল,

'রাজা গর্গি রাটস্কি মৃতের উচ্চ প্রশংসা করছিলেন আমার কাছে আর সে প্রশংসার যোগ্যও ইনি ছিলেন।'

একটু পরেই সে আবার 'মৃতদেহ নিয়ে চড়াই ভাঙগা বড় কষ্ট,' ব'লে ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল একটা পাইন গাছের ছায়ায়, কামানো ঠোঁঠ জোরে চেপে ধ'বে। আর তার সমনে দিয়ে সৈন্য-দলের মত হে'টে চ'লে গেল সহরের লোকেদের আর মজুরদের ভিড।

সূর্যের মৃদু কিরণে উজ্জ্বল দিন। হলদে সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে হে'টে যাচ্ছে ভিড় আর তাদের নানা-রঙা পোষাক দীপ্ত হ'য়ে উঠছে রোদে। দুটো বালিয়াড়ির মধ্যে দিয়ে মন্থর গতিতে চলেছে জনতা আর একটা বালিয়াড়ির দিকে। ইতিমধ্যেই তার ওপরে কয়েক ডজন ক্রুশ নীল আকাশের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বাঁকা-চোরা শাখা-বহুল গাছের ছায়ায়। পায়ের নীচে মুড়মুড়ে বালি মুক্তোর মত চকচক

করছে আর মাথার ওপর ধ্বনিত হচ্ছে পুরোহিতদের প্রার্থনার গভীর স্বর। সব শেষে হুঁচোট খেতে খেতে লাফাতে লাফাতে আসছে জরদ্গব এ্যান্টোনুস্কা। তার চোখের ওপর ভুরু নেই। বালির ওপর চোখ রেখে চলতে চলতে সে কেবলি নীচু হ'য়ে সরু কাঠি কুড়োচ্ছে রাস্তা থেকে। সেগুলো রাখছে বুকের মধ্যে আর সমানেই গাইছেঃ

'ক্রাইস্ট গেলেন সংগে, গেলেন চ'লে,
খুলে গেল গাড়ীর চাকা, গেল খুলে...........'

ধর্মভীরু লোকেরা তাকে মেরে ধ'রে কতবার বারণ করেছে ঐ গান গাইতে। এইবারে পুলিশের ক্যাপ্টেন শাসনের আঙুল তুলে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল ঃ

'থাম, এই গবেট!'

এ্যানটোনুস্কা হয় মর্ডভিনিয়ান নয় চুভাশ জাতীয় ব'লে খৃষ্টিয়ান ধর্মের ধ্বজা ধরা তার পক্ষে সম্ভব নয়; তাই সহরের লোকেরা তাকে দেখতে পারে না। তবু সে এলেই কিছু না কিছু অমঙ্গল ঘটবে এই ভয়ে লোকে ভীত হয়। শ্রাদ্ধের খাওয়াদাওয়ার সময় আর্টামোনোবদের উঠোনে ঢুকে ভোজের টেবিলের মাঝে ঘুরে ঘুরে সে চীৎকার করতে থাকে অর্থহীন ভাষায় ঃ

'কুইয়াতির, কুইয়াতির, গির্জার মধ্যে শয়তান! আই, ইয়াই, জল এল ব'লে। সব উঠবে ভিজে; কায়ামাসের চোখ দিয়ে কালো জল পড়বে।'

তার কথায় কয়েকজন সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক পরস্পরে ফিস্‌ফিসিয়ে উঠল ঃ

'আর্টামোনোবদের ভাগ্যখারাপ দেখছি!'

বেচারী পিয়োতরের কানে এল কথাটা আর একটু পরেই শুনল টাইখন জরদ্গবটাকে উঠোনের এক কোনে দেয়ালে-ঠেসা ক'রে স্থির, সন্ধানী প্রশ্ন করছে ঃ

'কায়ামাস কি? জানিস না, না! যা বেরো, বেরো বলছি!'

নদীর স্নিগ্ধ জলও যেমন পাহাড় ব'য়ে দ্রুত গতিতে নামে তেমনি ব'য়ে গেল বছরটা। এর মধ্যে ঘটল না বিশেষ কিছুই শুধু উলিয়ানা বাইমাকোবার চুল আরও শাদা হ'য়ে কপালের ওপর পড়ল বার্ধক্যের গভীর রেখা। লক্ষণীয় পরিবর্তন হ'ল এ্যালেক্সির। সে আরও শান্ত আরও সদয় হ'য়ে উঠল বটে কিন্তু একটা অপ্রীতিকর অস্বস্তি দেখা

দিল তার চরিত্রে। সবাইকে ধারালো কথায়, ঠাট্টায় যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। ব্যবসা পরিচালনায় তার হঠকারিতায় ভয় লাগত পিয়োতরের। যে ভালুকটাকে সে পরে মেরে ফেলেছিল সেইটার সঙ্গে সে আগে যেমন খেলা করত তেমনি যেন এ্যালেক্সি খেলা করছে কারখানাটাকে নিয়ে। ভদ্রলোক হবার তার অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা। তাই বাইমাকোবার দেওয়া সেই ঘড়িখানা ছাড়া আরও কতকগুলো ফাটকি-নাটকি সৌখীন জিনিস সে ঘরে জড়ো করেছে :

কাপড়ের ওপর পুঁতির তৈরী নৃত্যপরা মেয়েরা ঝুলছে দেয়ালে। তবু এ্যালেক্সি হিসেবী লোক। কেন যে সে এই সবে পয়সা খরচ করে বোঝা শক্ত। ফ্যাশান-মাফিক দামী পোষাক পরতে লাগল সে। গাল কামিয়ে সূক্ষ্মাগ্র কালো দাড়িটি সযত্নে সে লালন করত। সাধারণ চাষা আর তাকে বলা চলল না কোনো মতেই। তার পিসতুত ভাইটির মধ্যে অদ্ভুত, অস্পষ্ট যে কিছু আছে এ পিয়োতর্ অনুভব করত ব'লেই অলক্ষ্যে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রাখত তার ওপর। সন্দেহ ক্রমে পিয়োতরের বেড়েই চলল।

যেমন লোকদের তেমনি কারখানাকে—দুইই পিয়োতর্ চালাত সাবধানে, ভেবেচিন্তে। ব'সে ব'সে এগোয় সে: সে কাছে এলেই হাত ফসকে যাবে এমনিভাবে গোপনে, তার ভালুকের মত চোখ মিটমিট ক'রে, কাজ হাতে নিত পিয়োতর্।

মাঝে মাঝে কাজে-কর্মে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে কি এক রকম ভীতিপ্রদ, জড় অবসাদের মেঘে আবৃত হ'য়ে পড়ত সে। কারখানাটাকে তখন মনে হত পাষাণের তৈরী, কোনো জীবন্ত পশু—মাটির ওপর হাত পা গুটিয়ে ব'সে মস্ত মস্ত ডানার মত ছায়া ফেলেছে পাশে, চিমনিটা যেন তার লেজ আর সামনে ভয়াবহ থ্যাবড়া মুখখানা। দিনের বেলায় জানলাগুলোকে মনে হয় বরফের তৈরী ধারালো দাঁত আর শীতের সন্ধ্যায় সেগুলো লোহায় রূপান্তরিত হ'য়ে রাগে যেন লাল হ'য়ে ওঠে। আর মনে হয় কারখানার আসল কাজ যেন কাপড় তৈরী নয়: পিয়োতর্ আর্টামোনোবের স্বার্থের হানি করে এমন কোনো শত্রু তৈরী করা।

বাপের মৃত্যুতিথি সমাধিস্থলে উদ্‌যাপনের পর সমস্ত পরিবারই জড়ো হ'ল এ্যালেক্সির আলোকোজ্জ্বল, ছিমছাম ঘরখানিতে।

উত্তেজিত স্বরে সে বললে, 'বাবার শেষ আদেশ ছিল বন্ধুভাবে

আমরা যেন বাস করি। তাই, বন্দীর মত হ'লেও এইখানেই আমাদের বাস করতে হবে।'

নিকিটা দেখল তার পাশে ব'সে নাতালিয়া শিউরে উঠে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল দেওরের দিকে। এ্যালেক্সি ব'লে গেল অতি ধীরে :

'কিন্তু পরস্পর মৈত্রীতে বাস করলেও পরস্পরের পথের বাধা হওয়া আমাদের উচিত নয়। ব্যবসাতে আমরা সকলে এক তবু প্রত্যেকের জীবন প্রত্যেকের নিজের। তাই নয় কি?'

ভাই-এর মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে সতর্ক হ'য়ে বললে পিয়োতর্, 'হুঁ, তারপর?'

'তোমরা সকলেই জানো ওর্লোবা ব'লে একটি মেয়ের সঙ্গে বাস করছিলাম। তাকে এখন আমি বিয়ে করতে চাই। তোমার মনে আছে নিকিটা, তুমি যখন জলে প'ড়ে গিয়েছিলে ঐ ওর্লোবাই কেবল আহা বলেছিল।'

নিকিটা ঘাড় নাড়ল। এই বোধ হয় জীবনে প্রথম সে নাতালিয়ার এত কাছে বসেছে। সুখে এত মগ্ন হ'য়ে গিয়েছে সে যে, নড়বার, কথা বলবার কি অন্যে কি বলছে শুনবারও ইচ্ছে নেই তার। আর নাতালিয়া যখন কোনো কিছুতে শিউরে উঠে কনুই দিয়ে মৃদু স্পর্শ করছে তাকে নিকিটা তখন মুচকি হেসে টেবিলের তলায় নাতালিয়ার হাঁটুর পানে তাকাচ্ছে।

এ্যালেক্সি বললে, 'ভাগ্যই ওকে দিয়েছে আমার হাতে; এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ওর সঙ্গে অন্তত আমি একটু অন্য ধরণের জীবন যাপন করতে পারি। তবে ওকে এখানে আনতে চাই না; তোমাদের সঙ্গে তার বনবে না।'

চিন্তিত, অবনমিত চোখ তুলে উলিয়ানা বাইমাকোবা সমর্থন করলে এ্যালেক্সিকে :

'আমি ওকে ভালো করেই জানি। হাতের কাজ চমৎকার। তার ওপর লিখতে পড়তে জানে। ছেলে বয়স থেকে নিজের আর মাতাল বাপের ভরণ-পোষণ ক'রে আসছে মেয়েটি। তবে বড় একরোখা, নাতালিয়ার সঙ্গে বনবে না।'

আহত কণ্ঠে নাতালিয়া বললে, 'আমার সকলের সঙ্গেই বনে।' স্বামী স্ত্রীর দিকে আড় চোখে চেয়ে ভাইকে বললে,

'এটা বিশেষ ক'রে তোমার নিজের ব্যাপার।'

এ্যালেক্সি তখন বাইমাকোবার দিকে ফিরে বললে,

'আপনার বাড়ীখানা আমাকে বিক্রী করে দিন না। আপনার ত কোনো দরকারে লাগছে না।'

ভাইকে সমর্থন ক'রে পিয়োতর্ বললে, 'তোমার এসে আমাদের সঙ্গে বাস করা উচিত।'

এ্যালেক্সি, 'এখন আমায় উঠতে হবে: ওলগার কাছে যাওয়ার সময় হয়েছে।'

সে বেরিয়ে গেলে নিকিটার কাঁধে নাড়া দিয়ে পিয়োতর্ জিজ্ঞাসা করলে, 'এই ঘুমুচ্ছিস কেন? কি ভাবছিলি কি?'

'এ্যালেক্সি ঠিকই করছে...........'

'তাই না কি? দেখা যাবে পরে। মা, তুমি কি বল?'

'বিয়ে ক'রে ভালো কাজই করছে তবে পরস্পরে কেমন বনবে তা' বলতে পারি না। মেয়েটা অদ্ভুত ধরণের—এক রকম পাগল বললেই চলে।'

পিয়োতর্ মুখ বেঁকিয়ে একটু হেসে বললে, 'এই রকম আত্মীয়-লাভের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

সামনে এক অন্ধকার জায়গায় সব কিছুই বিশৃঙ্খলায় আন্দোলিত হ'য়ে তার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। সেইখানে তাকিয়েই যেন উত্তর দিলে উলিয়ানা. 'যা বলেছি তা ঠিক নাও হ'তে পারে।' তারপর, 'ও চতুর। ওদের বাড়ীতে অনেক জিনিষপত্তর ছিল; পাছে মাতাল বাপ সেগুলো বেচে মদ খায় সেই ভয়ে সেগুলো ও আমার বাড়ীতে লুকিয়ে রাখত। ওলিওশা রাতে জিনিস নিয়ে আসত আর সকালে সেগুলো আমি তাকে যেন উপহার দিতাম। ওর্লোবার সব জিনিসই এই ক'রে যৌতুক পেয়ে গেল ওলিওশা। তার মধ্যে কতকগুলো বেশ দামী। যাই হোক, মেয়েটাকে আমি তেমন দেখতে পারি না। ভয়ানক একরোখা।'

শাশুড়ীর দিকে পেছন ফিরে জানলা দিয়ে তাকিয়েছিল পিয়োতর্। বাগানে ডাকছে ষ্টার্লিং পাখী—যেন জগতের সব কিছুকেই সে ভেঙিয়ে বাতিল ক'রে দিচ্ছে। পিয়োতরের মনে পড়ল টাইখনের কথা ঃ 'ষ্টার্লিংগুলোকে আমি দেখতে পারি না। ওরা শয়তানের জাত।' টাইখনটা ভারী বোকা; কথাতেই ওর বোকামি ধরা পড়ে।

বাইমাকোবা তেমনি নিম্ন স্বরেই কথা বলতে বলতে যেন অনিচ্ছাতেই অন্য কি সব কথা ভাবতে ভাবতে ব'লে ফেলল গল্পটা—ওলার মায়ের

গল্প: ওল্গার মা ছিল জমিদারনী, এবং দুশ্চরিত্রা। স্বামীর জীবদ্দশাতেই সে ওর্লোবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠে পাঁচ বছর দুজনে এক সঙ্গে বসবাস করে।

ওর্লোব ছিল কারিগর—ঘড়ি সারত আর আসবাবপত্র তৈরী করত। কাঠে মূর্তিও খোদাই করত সে। তার খোদাই-করা মূর্তিগুলোর মধ্যে একটা উলঙ্গ স্ত্রীলোকের মূর্তি আমার বাড়ীতে লুকোনো ছিল। ওল্গার ধারণা ওটা তার মায়ের মূর্তি। মা বাপ দুজনেই মদ খেত; স্বামী মারা যেতেই তারা বিয়ে করে। ওল্গার মা কিন্তু মদ খেয়ে নদীতে স্নান করতে গিয়ে সেই বছরেই ডুবে মারা যায়।'

'ভালোবাসলেই ঐ রকম ঘটে,' হঠাৎ ব'লে বসল নাতালিয়া।

এই অসংলগ্ন মন্তব্যে উলিয়ানা তিরস্কারের দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মেয়ের দিকে।

পিয়োতর মুচকি হেসে বললে, 'আমরা মদ খাওয়ার কথা বলছিলাম, ভালোবাসার নয়।'

নির্বাক হ'য়ে গেল সকলে। নিকিটা লক্ষ ক'রে দেখল মায়ের গল্পে নাতালিয়া বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। তার আঙুল আপনা-আপনিই আক্ষিপ্ত হ'য়ে টেবিল-ঢাকার প্রান্ত চেপে চেপে ধরছে আর সরল, সদয় মুখখানি রাগে লাল হ'য়ে এমন রূপ ধারণ করছে যে চেনাই যায় না।

রাতে খাওয়ার পর লাইলাক ঝোপের মধ্যে বাগানে, নাতালিয়ার জানলার নীচে ব'সে থাকতে থাকতে নিকিটা ওপরে পিয়োতরের বিষণ্ণ-কণ্ঠের কথা শুনতে পেল :

'এ্যালেক্সি বেশ চালাক; ওর মাথায় বুদ্ধি আছে।' পর মুহূর্তেই তার কানে এল নাতালিয়ার মর্মভেদী কান্নার স্বর :

'তোমাদের সকলেরি বুদ্ধি আছে, আমারি কেবল নেই। এ্যালেক্সি যে আমাদের বন্দী বলছিল সেই কথাই সত্যি। তোমাদের বাড়ীতে আমিও ত বন্দিনী।'

ভয়ে করুণায় নিকিটা একেবারে দ'মে গিয়ে দু হাতে চেপে ধরল নিজের আসন। কি এক অজ্ঞাত শক্তি যেন ঠেলে উঠছে তার মধ্যে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে, আর সারাক্ষণই, যাকে সে ভালোবাসে সেই নারীর কণ্ঠস্বর, তীব্র থেকে আরও তীব্র হ'য়ে উঠে নিকিটার হৃদয়ে আশার আগুন জেবলে দিচ্ছে।

বিনুনী বাঁধার সময় স্বামীর কথা হঠাৎ তার মনের ধিকিধিকি ঈর্ষার আগুনে যেন জ্বলন্ত কাঠি ফেলে দিল। দেয়ালে হেলান দিয়ে পেছন দিকে হাত মোচড়াতে থাকে নাতালিয়া। ভীষণ ইচ্ছা হয় কোনো কিছুকে আঘাত কোরে ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলতে। কথা আটকে যায় গলায়, শুকনো কান্নার ঝোঁকে ঝোঁকে নিঃশ্বাস ফেলে নাতালিয়া। পিয়োতর্ একেবারে অবাক হ'য়ে গিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে যায়।। তাতে কানই না দিয়ে, নিজে কি বলছে তাও না বুঝে চেঁচিয়ে চলে সে: বলে ঃ 'আমি বাড়ীর কেউ নই। কেউ পোঁছে না আমাকে! ঝি-চাকরের ব্যবহার করে আমার সঙ্গে!' তারপর আবার

'তুমিও আমাকে ভালোবাসো না· কখনও কোনো বিষয়ে কিছু বলো না। তোমার শুধু মেয়েমানুষের কাজ করি আমি, আর কিছু নয়! কেন আমাকে তুমি ভালোবাসো না? আমি তোমার বিয়ে-করা বউ নই? কিসে আমার দোষ দেখলে, বলো? চোখের সামনে আমার মা তোমার বাপকে প্রাণ ভ'রে ভালোবাসছিল আর আমি হিংসেয় একেবারে......'

'ধর তুমিও আমাকে সেইরকম ভালোবাসো,' কোনে জানলার ওপর ব'সে বউ-এর ক্রোধ-বিকৃত মুখ গোধূলির আলোয় দেখতে দেখতে বললে পিয়োতর। বোকার মত বকছে নাতালিয়া, ভাবলে পিয়োতর, তবু বিস্মিত হ'য়ে স্বীকার না ক'রে পারলে না যে তার দুঃখ যুক্তি-সঙ্গত, আর এই দুঃখের বোধ থাকায় তাকে বুদ্ধিমতী ব'লে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। কিন্তু এর ফল যে আশঙ্কাজনক। এর মানেই হল দীর্ঘ-বিস্তৃত মনোমালিন্য এবং তজ্জনিত ভাবনা উদ্বেগ। একেই ত পিয়োতরের ভাবনা-চিন্তার অন্ত নেই।

রাতে পববার বাহুবিহীন ঢিলে ঘাঘরা-পরা স্ত্রীর শাদা মূর্তি কেঁপে, দুলে মেঝের ওপর যেন প'ড়ে যাবে মনে হল। কখনও ফিস-ফিসিনিতে কখনও চীৎকারে নাতালিয়ার কণ্ঠস্বর যেন দোলায় দুলছে ওপরে নীচে ঃ

'দেখতে পাও না এ্যালেক্সি কেমন ভালোবাসে....................তাকে ভালোবাসাও কত সহজ। সে হাসিখুসী, ভদ্রলোকের মত সাজ আছে তার, কিন্তু তুমি কি? কারও সঙ্গে তুমি ভালো ব্যবহার করো না, কখনও হাসো না পর্যন্ত। এ্যালেক্সির সঙ্গে আমি কত সুখী হ'তে পারতাম! পাছে তাকে আমি কিছু বলি ব'লে ঐ কুঁজোটাকে আমার

ওপর গোয়েন্দা লাগিয়েছ—ঐ কুঁজোটাকে, যাকে দেখলে ঘেন্না লাগে...........'

মাথা নীচু ক'রে উঠে প'ড়ল নিকিটা। হতাশায় সে হাঁটতে হাঁটতে বাগানের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছায়, পথে গাছের ডালে বাধা দুই হাতে সরাতে সরাতে।

পিয়োতর্ উঠে স্ত্রীর কাছে গিয়ে তার চুলের মুঠি ধ'রে পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে চোখে চোখ রেখে বলে,

'এ্যালেক্সির সঙ্গে, এ্যাঁ?' নীচু, জমাট গলায় জিজ্ঞাসা করলে সে। নাতালিয়ার কথায় একান্ত বিস্ময়ে পিয়োতর্ রাগও কবতে পারে না, তাকে মারতেও পারে না বরং তার কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'য়ে ওঠে যে নাতালিয়া যা বলছে তা সত্যি। সত্যিই ত নাতালিয়ার জীবনে শুধুই একঘেয়েমি। পিয়োতর্ নিজেরও সে কথা যে না বোঝে তা নয়। তবু বৌ-টাকে চুপ ত করাতে হবে। তাই দেয়ালে ঠুকে দেয় তার মাথাটা পিয়োতর্, জিজ্ঞাসা করে নিম্নস্বরে,

'কি বললি! এ্যালেক্সির সঙ্গে সুখী হতে পারতিস! এ্যাঁ!'

'ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও বলছি! চেঁচাব তাহলে...........'

অন্য হাতে নাতালিয়ার গলা চিপে ধরে পিয়োতর্। নীল হ'য়ে যায় তার মুখ; নিঃশ্বাস পড়ে কষ্টে, সশব্দে।

'হারামজাদি!' ব'লে দেয়ালে আর একবার চেপে ধ'রে তাকে ছেড়ে দিলে পিয়োতর্। দেয়াল থেকে স'রে এসে পিয়োতরকে ছাড়িয়ে, যে ছোট্ট ঘেরা বিছানায় মেয়েটা কিছুক্ষণ থেকে শুয়ে ঘ্যানঘ্যান করছিল, সেইখানে গিয়ে বসল নাতালিয়া। পিয়োতরের মনে হ'ল নাতালিয়া বুঝি তাকে ডিঙিয়ে গিয়েছে, অথচ সত্যি যায় নি। আকাশের তারাগুলো যেন নাচতে লাগল পিয়োতরের চোখের ওপর আর জানলা দিয়ে পরিদৃশ্যমান আকাশের টুকরোটুকু এ পাশ থেকে ও পাশে লাগল দুলতে। বউ তার পাশেই প্রায় একই রেখায় ব'সে রয়েছে। আসন থেকে না উঠেই হাতের পেছন দিক দিয়ে অনায়াসে তার মুখে মারতে পারে পিয়োতর্। কাঠের মত নিষ্প্রাণ মুখ নাতালিয়ার। অলস গতিতে জল ঝ'রে পড়ছে তার চোখ থেকে। মেয়েকে মাই দিতে দিতে অশ্রুর স্বচ্ছ আবরণের মধ্যে দিয়ে সে চেয়েছিল এক কোনে—লক্ষও করছিল না যে কোলের শিশু অসুবিধার জন্যে মাই খেতে পারছে না, কাঁদছে, জিভে টোকার দিচ্ছে আর মাথা ঘুরোচ্ছে এদিক ওদিক।

যেন দুঃস্বপ্ন থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পিয়োতর্ বললে তাকে, 'দেখছ না কেন? ওকে শুই ধরতে দাও।'

আপন মনে বললে নাতালিয়া, 'একটা মাছি আছে বাড়ীতে ডানা-হীন মাছি।'

'কিন্তু তুমি ত জান আমিও একা। দ্বিতীয় কোনো পিয়োতর আর্টামোনোব নেই।'

যা বলতে চেয়েছিল তা বলা হল না, এমন কি যা বলেছে তাও যে সত্যি নয় এই রকম একটা অস্বস্তির মধ্যে প'ড়ে গেল পিয়োতর। কিন্তু নিজের বিপদ কাটিয়ে বৌকে চুপ করাতে হলে আসল কথাগুলো ত বলতে হবে এবং এমন স্পষ্ট, সহজ এবং সন্দেহাতীত ভঙ্গীতে বলতে হবে যাতে নাতালিয়া বলামাত্রই সেগুলো বুঝে নিজের ভাগ্যকে মেনে নেয় এবং নির্বোধ, মেয়েলি অনুযোগ, অভিযোগ, কান্নায় তাকে যেন আর বিরত না করে। এই রকম স্বভাব ত নাতালিয়ার এতদিন ছিল না। উদাসীন ভাবে কোনোরকমে কোন থেকে মেয়েটাকে শুইয়ে দিল বিছানায় সে। দেখে পিয়োতর বললে,

'আমাকে ব্যবসা দেখতে হয়। একটা কারখানা চালানো আর গম কি আলু বোনায় অনেক তফাৎ। এ এক জটিল সমস্যা। আর তোমাকে কি ভাবতে হয় শুনি?'

গম্ভীর হ'য়ে আভাষে ইঙ্গিতে কথা বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত এই সব সূক্ষ্ম কথায় পৌঁছাবে এই ছিল পিয়োতরের চেষ্টা। কিন্তু নাতালিয়া সমানেই পাশ কাটিয়ে যাওয়ায় পিয়োতরের কণ্ঠস্বর এইবার করুণ হ'য়ে উঠল।

'একটা কারখানা ত সহজ জিনিস নয়,' আবার বললে সে। কথা আর মুখে জোগাচ্ছে না পিয়োতরের; আর বলবেই বা কি সে বউকে, বুঝতে পারছে না। বউ তার দিকে পেছন ফিরে বিছানা দোলাতে দোলাতে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় টাইখনের শান্ত আহ্বান বাঁচিয়ে দিলে পিয়োতরকে।

'পিয়োতর ইলিচ! শুনছ!'

জানলার কাছে গিয়ে বললে পিয়োতর, 'কি হয়েছে?'

'বাইরে এস,' যেন হুকুম করলে টাইখন।

'একটা চাষা!' বিড়বিড় ক'রে উঠলে পিয়োতর। ভর্ৎসনা ক'রে

বললে বউকে, 'দেখছ ত, রাতেও আমার একটু বিশ্রামের উপায় নেই আর তুমি অকারণে গোলমাল সুরু করেছ.........'

সামনের দরজার সিঁড়ির ওপরেই টাইখনের সঙ্গে দেখা। তার মাথায় টুপী নেই, চোখে মিটির মিটির চাউনি। চাঁদের আলোয় ভরা উঠোনের চারিদিকে তাকিয়ে সে ধীরে ধীরে বললে,

'নিকিটা ইলিচ গলায় দড়ি দিয়েছিল; ফাঁস খুলে এইমাত্র নামিয়ে রেখে এলাম।'

'কি খুলে?'

মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে এমনিভাবে সিঁড়ির ওপর ধপ্ ক'রে ব'সে পড়ল পিয়োতর্।

'বোসো না, চলো। সে দেখা করতে চায় তোমার সঙ্গে.........।'

'কেন করল এ-কাজ? এ্যাঁ?' না উঠে ফিস্ ফিস্ ক'রে জিজ্ঞাসা করল পিয়োতর্।

'খানিক জল ছিটিয়ে দিতে সামলেছে এখন। এস.........।'

মনিবের কনুই ধ'রে তুলে টাইখন তাকে নিয়ে চলল বাগানের দিকে ঃ

'পাশের ছোট ঘরটার বরগার দড়ি বেঁধে...........'

সেইখানেই শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে পিয়োতর্ আবার বললে,

'কেন করলে এ-কাজ? বাবার শোকে? না আর কোনো কারণে?'

টাইখনও দাঁড়িয়ে গেল।

'ও'র রুমালে চুমো খাওয়া পর্যন্ত পৌঁছেছিল নিকিটা।'

'কার রুমালের কথা বলছ?'

খালি পায়ে মাটির স্পর্শ নিতে নিতে টাইখনের কুকুরটার দিকে তাকিয়ে রইল পিয়োতর্। ঝোপের মধ্যে থেকে বেড়িয়ে এসে কুকুরটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে লেজ নাড়তে লাগল। ভাইকে দেখতে যেতে ভয় লাগছে পিয়োতরের। গিয়েই বা সে কি করবে? বলবেই বা কি?

বিড়্বিড়্ ক'রে উঠল মজুর, 'তোমার কপালের ওপর চোখ নেই দেখছি।' টাইখন আরও কিছু বলবে এই অপেক্ষায় রইল পিয়োতর্।

'নাতালিয়া যেভসেভনার রুমালের কথা বলছি। কেচে সেগুলো এইখানে মেলে দেওয়া থাকত কি না।'

'কিন্তু চুমো খেত কেন?............দাঁড়াও এইখানে।'

কুকুরটাকেই তার বউ-এর রুমালে চুমো-খাওয়া ভাই-এর বেঁটে কুঁজো মূর্তি মনে ক'রে পিয়োতর মারলে এক লাথি। সমস্ত ব্যাপারটাই এত হাস্যকর যে ঘৃণাভরে থুতু ফেলতে লাগল সে। কিন্তু পর মুহূর্তেই তীব্র সন্দেহে মজুরের কাঁধ ধ'রে নাড়া দিয়ে দাঁতে দাঁতে চেপে জিজ্ঞাসা করলে পিয়োতর্,

'ওরা চুমো খাওয়া-খাওয়ি করেছে, না? তুমি দেখেছ,—বল আমাকে!'

'আমি সবি দেখতে পাই। নাতালিয়া যেভসেভ্না এ সবের কিছুই জানে না।'

'মিথ্যে কথা!'

'তোমার কাছে মিথ্যে কথা ব'লে আমার লাভ? আমি ত তোমার কাছ থেকে কিছু পেতে চাই না।'

কুড়ুল দিয়ে অন্ধকার ঘরে গর্ত কেটে আলো ঢোকাবার মত কয়েকটি কথায় মনিবকে সে নিকিটার দুর্ভাগ্যের কথা জানিয়ে দিলে। পিয়োতর্ বুঝল টাইখন সত্যি কথাই বলছে। বহুদিন থেকেই ভাই-এর অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টি, নাতালিয়ার এ কাজটা সে কাজটা ক'রে দেওয়া, ছোটখাটো জিনিসে বৌদির জন্যে তার ক্রমান্বয়ে উৎকণ্ঠায় ভারি অস্বস্তি পেয়েছে পিয়োতর্, ভেতরের কথাও বুঝতে পেরেছে সবি।

'তাহলে এই ব্যাপার,' ফিসফিস ক'রে উঠল সে। তারপরে যেন সবাক চিন্তা ক'রে গেল পিয়োতর্, 'আর আমি এতদিন লক্ষ করার অবকাশই পাই নি।'

টাইখনকে সামনে ধাক্কা দিয়ে বললে ঃ

'চল, যাওয়া যাক!'

নিকিটার চোখ যাতে প্রথমেই তার ওপর না পড়ে সেইজন্যে স্নানের বাড়ীর নীচু দরজা দিয়ে ঢুকে অন্ধকারে ভাইকে দেখতে পাওয়ার আগেই কম্পিত স্বরে টাইখনের পেছন থেকে জিজ্ঞসা করল পিয়োতর্ ঃ

'কি করছিস নিকিটা?'

কুঁজো উত্তর দিল না। জানলার ধারে বেঞ্চির ওপর মৃদু আলো এসে পড়েছে নিকিটার পেট আর পায়ের ওপর—তাকে প্রায় চেনাই যাচ্ছে না। তারপর পিয়োতর্ দেখতে পেল নিকিটা মাথা নীচু ক'রে দেয়ালে

কুঁজ ঠেকিয়ে ব'সে রয়েছে। গায়ের সার্টটা সামনে গলা থেকে নীচে পর্যন্ত ছিঁড়ে দু ভাগ ক'রে দেওয়ায় কুঁজে লেপটে রয়েছে জলে ভিজে। চুলও ভিজে গিয়েছে আর গালের ওপর জ'মে-যাওয়া রক্ত এখনও চিক্ চিক্ করছে আলোয়।

'রক্ত! নিজেকেই নিজে মেরেছে না কি?' ফিস্ ফিস্ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে পিয়োতর্।

পাশে স'রে যেতে যেতে টাইখন বোকার মত চেঁচিয়ে উত্তর দিলে,

'না, তাড়াতাড়িতে আমিই একটু লাগিয়ে দিয়েছি।'

ভাই-এর কাছে যেতে ভীষণ ভয় লাগে পিয়োতরের। কান টানতে টানতে সে অনর্গল অভিযোগ আর তিরস্কার ক'রে যেতে থাকে। নিজের কথারই প্রতিধ্বনি আসে তার কানে আর কারও কণ্ঠস্বরের মত।

'এ যে লজ্জার কথা; এ যে পাপ, নিকিটা। এঃ তুই যে আর মুখ দেখাতে দিলি না!...........'

'আমি জানি,' উত্তর দিল নিকিটা ভাঙা গলায়--সে গলা যেন নিকিটার নয়। 'আর সহ্য করতে না পেরেই করেছি। আমাকে ছেড়ে দাও তুমি; আমি কোনো মঠে চ'লে যাই। শুনছ? অনুনয় ক'রে বলছি তোমাকে...........'

শীস্ দিয়ে কেশে উঠে আবার চুপ ক'রে গেল সে।

পিয়োতরের মনে আঘাত লাগল। তাই আবার বকতে সুরু করলেও সে বকতে লাগল আর একটু কোমল সদয় কণ্ঠে।

'আর এই নাতালিয়ার ব্যাপারটা ঃ এ কি শয়তানের প্রলোভন নয়...........'

বেদনায় কুঁথিয়ে কেঁদে উঠল নিকিটা 'ওঃ টাইখন! তোমাকে কাউকে কিছু না বলতে বলেছিলাম, ক্রাইষ্টের নাম নিয়ে বলেছিলাম। সে শুনে উপহাস করবে আর চটবে। তবু তোমরা নিষ্ঠুর হ'য়ো না আমার ওপর। সারাজীবন আমি তোমাদের ভালোর জন্যেই ভগবানকে ডাকব। তাকে কিছু ব'লো না--কখনও না। সব তুই মজালি টাইখন। ওঃ, কি বদমাইস্ তুই।...........'

মাথাটাকে অস্বাভাবিক খাড়া ক'রে ব'সে সে আপন মনে ব'কে যেতে লাগল। দেখলেও ভয় লাগে।

মজুর বললে, 'এ না ঘটলে আমি কিছু বলতাম না। নাতালিয়া আমার কাছ থেকে কিছুই জানতে পারবে না।'

পিয়োতরের হৃদয় কোমল থেকে কোমলতর হ'য়ে উঠছিল। এই কথায় সে উত্তেজিত হ'য়ে উঠে শপথ করল যে নাতালিয়া এ সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারবে না।

'বাস্, বাস্, ধন্যবাদ! আমি কোনো মঠে চ'লে যাব।'

যেন ঘুমিয়ে পড়ল এমনি ভাবে চুপ ক'রে গেল নিকিটা।

'ব্যথা লাগছে না কি?' জিজ্ঞাসা করল পিয়োতর্।

উত্তর না পেয়ে আবার শুধোল,

'ঘাড়ে লাগছে না কি?'

'ও কিছু নয়। তোমরা যাও।' ভাঙা গলায় বললে নিকিটা।

টাইখনের পাশ দিয়ে পেছনে দরজার দিকে যেতে যেতে পিয়োতর্ তার কানে কানে ব'লে গেল, 'ওকে একা ফেলে যেও না।'

বাগানে ভিজে মাটির সদ্যোত্থিত সুরভি। পিয়োতর্ প্রাণ ভ'রে নিঃশ্বাস নিতেই যত অস্বস্তিকর ভাবনায় তার মনের একটু আগের স্নেহকোমলতাটুকু উবে গেল। আস্তে চলতে লাগল সে, যাতে পায়ের নীচের নুড়িগুলো বেজে উঠে নির্জনতা ভঙ্গ না করে। সমস্যার সমাধানের জন্যে নির্জনতা চাই পিয়োতরের। দুর্ভাবনার সংখ্যায় কিন্তু ভয় লেগে গেল তার। সেগুলো তার মনের মধ্যে থেকে ত উঠছে না— বাইরের অন্ধকার রাত্রির ভেতর থেকে বাদুরের মত উড়ে এসে দুশ্চিন্তার পর দুশ্চিন্তা এমন ক্ষিপ্র বেগে এ ওর ঘাড়ে এসে পড়ছে যে সেগুলোকে ধ'রে ভাষায় স্পষ্ট করার সময় পর্যন্ত পাচ্ছে না পিয়োতর। যে টুকু ধরতে পারছে সে টুকু কেবল দড়ির আর ফাঁসের জটিল বুনোন—তাকে, নাতালিয়াকে, এ্যালেক্সি, নিকিটা আর টাইখনকে পাকে পাকে জড়িয়ে —এ যেন এক জটিল নৃত্যের ঘূর্ণিতে সবাই বোঁ বোঁ ক'রে পাক খাচ্ছে, চেনা কাউকেই যাচ্ছে না। আর এই ঘূর্ণা-চক্রের মাঝখানে পিয়োতর্ একা দাঁড়িয়ে। অবশ্য এই চিন্তা-চক্রকে যে ভাষায় সে প্রকাশ করলে সে অতিশয় সহজ, সরল।

'শাশুড়ীকে এসে আমাদের সঙ্গে বাস করতে হবে আর এ্যালেক্সিকে চ'লে যেতে হবে। এত লোকে যখন নাতালিয়াকে ভালোবাসে তখন ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। তবে ও যে গলায় দড়ি দিল সে কখনও ভালোবাসার জন্যে নয়, হতভাগা ব'লে। মঠে চ'লে যাচ্ছে ভালোই হচ্ছে। সংসারে ওর কিই-বা করবার আছে। হ্যাঁ, চ'লে যাওয়াই ভালো। টাইখনটা হাঁদা। ওর এ সব কথা আমাকে আগেই

বলা উচিত ছিল।'

মনের যে অপ্রকাশিত, ভাবা-এড়িয়ে-যাওয়া চিন্তাপুঞ্জ পিয়োতরকে উদ্বিগ্ন, ভীত ক'রে তোলার ফলে সে ভিজে ঘন রাত্রির অন্ধকারে সাবধানে চোখ মেলে বসেছিল সেগুলোর সঙ্গে কিন্তু এই কথাগুলোর কোনো সম্বন্ধ নেই। বাতাস ডাঁশের গুঞ্জনে ভরপুর। দূরের কারখানা-পল্লী থেকে, অন্ধকারে চক্‌চকে স্বল্পতোয়া নদীর কলধ্বনির মত, ভেসে আসছে গানের করুণ-ধ্বনির রেশ। পিয়োতর আর্টামোনোব দেখলে এই আশংকাকে গলা টিপে না মারলেই নয় - এই উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলতেই হবে। নিজের ঘরের জানলার নীচে লাইলাক-ঝোপের কাছে যে সে এসে পড়েছে এ পিয়োতর্ লক্ষই করে নি; অনেকক্ষণ ধ'রে সে কৃষ্ণবর্ণ মাটির দিকে চেয়ে ব'সে রইল, দুই কনুই দুই হাঁটুর ওপর দিয়ে হাতের তালুতে মুখ রেখে। তার পায়ের তলায় কম্পমান স্তনিত পৃথিবী তারি ভারে বুঝি ভেঙে পড়বে এখনি।

'তবু নিকিটা এই বেলে-মাটিতে বাগান করলে কি ক'রে?' ভাবলে পিয়োতর্। 'মঠে গিয়েও ও নিশ্চয় মালীর কাজ করবে। খুব ভালো হবে ওর পক্ষে।'

নাতালিয়া যে এগিয়ে আসছে এ সে লক্ষ্য করে নি। তার শাদা মূর্তি সামনে যেন মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতেই ভয়ে চমকে উঠল পিয়োতর। স্ত্রীর পরিচিত কণ্ঠস্বরে পেয়ে আশ্বস্ত হ'ল খানিকটা।

'যীশুর দোহাই, আমাকে ক্ষমা করো। অন্যায় ক'রে কু-কথা............'

'আরে, তাতে কি হয়েছে। ভগবান তোমায় ক্ষমা করবেন। আমিও ত তোমাকে কু-কথা বলেছি,' উদার হৃদয়ে ব'লে ফেলল পিয়োতর্। বউ যে এগিয়ে এসেছে আর তাকে যে মিষ্টি কথা হাৎড়ে বেড়াতে হয় নি ঝগড়া মেটাবার জন্যে এতেই খুসী হ'য়ে উঠল পিয়োতর।

তবু দ্বিধাভরে বউ যখন পাশে এসে বসল তখন সান্ত্বনার কথা দুটো ব'লতে হল তাকে :

'বুঝি, তোমার ভালো লাগে না। আমোদ-প্রমোদের স্থান আমাদের বাড়ীতে নেই। কি নিয়ে আনন্দ করবে এখানে? বাবা কাজে আনন্দ পেতেন; দেখা গেল তিনিই ঠিকই বুঝেছিলেন। মানুষ ত কেবল ব'সে থাকবার জন্যেই মানুষ নয়। জমিদারেরা আর ভিখিরীরা ছাড়া সকলকেই

খেটে খেতে হয়। প্রত্যেকেই বেঁচে আছে কাজ করবার জন্যে; আর কিছুর জন্যে বেঁচে আছে কি না, জীবনের আর কোনো লক্ষ্য আছে কি না তা এখনও বুঝতে পারি নি।'

বেশী ব'লে ফেলবার ভয়ে সতর্ক হ'য়ে কথা বলছে পিয়োতর; নিজেরি কানে আসছে নিজের গলা; বেশ বনিয়াদি মালিক ব্যবসাদারের মত কথা বলছে ত সে। তবু তার কথাগুলো যেন অন্তর থেকে আসছে না—মনের গূঢ় ভাবকে প্রকাশ না ক'রে, তাকে ভেদ না করতে পেরে শুধু ওপর ওপর ছুঁয়ে চ'লে যাচ্ছে। গর্তের ধারেই যেন ব'সে আছে পিয়োতর—পরমুহূর্তেই কেউ ঠেলা দিয়ে তাকে ফেলে দিয়ে কানে কানে ব'লে দেবে, কথা শেষ হ'লে :

'কই সত্যি কথা ত বলছ না।'

ঠিক সেই মুহূর্তে স্ত্রী তার কাঁধে মাথা রেখে বললে কানে কানে :

'চিরকালের জন্যে তুমি আমার। এ কথা কেন তুমি বোঝ না?'

বাহু দিয়ে বেষ্টন ক'রে বৌকে আলিঙ্গন করল পিয়োতর, মন দিয়ে শুনল তার ব্যাকুল কানে কানে কথা।

'অন্যায় এ কথা না বোঝা। একটা মেয়েকে তুমি বিয়ে করলে তারপর তার ছেলেপিলে হল। কিন্তু তুমি আমাকে যেটুকু ভালোবাসো তাতে আমার তোমার কাছে থাকাও যা একেলা থাকাও তাই। এ অন্যায় পেত্যা। আমার চেয়ে আপনার তোমার কে আছে? তুমি কষ্টে পড়লে আমার চেয়ে বেশী ব্যথা আর ত কেউ পাবে না।'

নাতালিয়া যেন তাকে আকাশে তুলে বাতাসের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিলে—সহজেই তার একটু আগের প্রতিশ্রুতি ভেঙে দিয়ে সুখ এনে দিলে মনে।

'নিকিটাকে কথা দিয়েছি কিছু বলব না কিন্তু বলতেই হবে।' স্নিগ্ধ চিন্তায় গা ঢেলে দিয়ে প্রায় কৃতজ্ঞ হ'য়েই ব'লে ফেলল পিয়োতর।

মজুরের কাছে থেকে যা যা শুনেছিল সব তখন সে তাড়াতাড়ি ব'লে গেল নাতালিয়াকে।

'বাগানে শুকোবার সময় তোমার রুমালগুলোতে চুমো খেত নিকিটা। একেবারে বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়েছিল আর কি। তুমিও কিছু জানতে পারো নি, কি লক্ষ করো নি, এই ভারি আশ্চর্য।'

পিয়োতরের বাহুর নীচে কেঁপে উঠল নাতালিয়া।

'নিকিটার জন্যে ওর মন খারাপ হল না কি?' ভাবলে পিয়োতর্। ব্যস্ত হ'য়ে উত্তেজিত স্বরে উত্তর দিলে নাতালিয়া :

'আমার সম্বন্ধে ওর আগ্রহ জন্মেছে এ আমি লক্ষ করি নি। উঃ, পাজিটা কি ঠগ; কুঁজোগুলো যে চতুর হয় এ ত জানা কথা।'

'সত্যিই ওকে দেখতে পারে না, না, ভান করছে?' নিজেকে জিজ্ঞাসা করলে পিয়োতর্। নাতালিয়াকে মনে করিয়ে দিল,

'তোমার সঙ্গে সে ভালো ব্যবহার করত।'

প্রতিবাদ করলে নাতালিয়া, 'করত তাতে কি? তুলুনও ত ভালো ব্যবহার করত।'

'তবু............তুলুন একটা কুকুর।'

'তাই বুঝি তুমি তাকে কুকুরের মত আমার ওপর গোয়েন্দা রেখেছ এ্যালেক্সির হাত থেকে সামলানোর জন্যে। সব বুঝেছি আমি। ওঃ কি ঘেন্না লাগে ওকে আমার। দেখলে যেন গা বমি দেয় ....'

গা দপ্ দপ্ করছে নাতালিয়ার; রাত্রি-বাসের ওপর আক্ষিপ্ত আঙ্গুলের টান পড়ছে এলোমেলো; পিয়োতরের বুঝতে বাকী নেই যে নাতালিয়া ক্রুদ্ধ, বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। তবু তার কাছে বৌ-এর এই উত্তেজনা অত্যধিক, অবাস্তব ব'লে মনে হচ্ছে। সে তাই চূড়ান্ত আঘাত করল নাতালিয়াকে।

'নিকিটা গলায় দড়ি দিয়েছিল। টাইখন তার গলার ফাঁস খুলে দিয়েছে। সে শুয়ে আছে চানের বাড়ীতে।'

শুনেই নরম হ'য়ে গেল নাতালিয়া। স্বামীর হাত থেকে গ'লে প'ড়ে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল সে, অনিরুদ্ধ আতঙ্কে

'না, না, কি বলছ তুমি? ও, মা, সে কি কথা।...........'

পিয়োতর্ ঠিক ক'রে ফেললে, 'তার মানে এতক্ষণ ও ভান করছিল।' নাতালিয়া যেন কপালে আঘাত পেয়ে পেছন দিকে ঠেলে দিল নিজের মাথাটা।

রেগে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিস্ফিস্ ক'রে বললে সে,

'আমাদের কি হবে? বাবা মারা গেল ব'লেই পঞ্চায়েতী বিচার থেকে রেহাই পাওয়া গিয়েছে। তা না হ'লে? এই এখন আবার লোকে কত কি ব'লতে সুরু করবে। হায় কপাল, কি করেছি আমরা এ্যাঁ? এত কষ্ট কেন? এক ভাই গলায় দড়ি দেবার চেষ্টা করল আর এক ভাই গোপনে রক্ষিতাকে বিয়ে করল। এ সবের মানে কি? আঃ,

নিকিটা ইলিচ, এ কাজ করতে একটু লজ্জা লাগল না? যাক্, সবাইকে যে মজিয়েছ এই জন্যেই তোমাকে ধন্যবাদ! অকৃতজ্ঞ পাজি কোথাকার!'

ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৌ-এর কাঁধে বার কয়েক জোরে হাত বুলিয়ে দিলে পিয়োতর্, বললে,

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই: কেউ জানতে পারবে না। নিকিটার বন্ধু ব'লে টাইখন কাউকে কিছু বলবে না। আর ও এখানে কাজ ক'রে মনের আনন্দেই আছে, ঘরের কথা ফাঁস করবে না। নিকিটা কোনো মঠে চ'লে যেতে রাজী হয়েছে. '

'কবে?'

'তা জানি না।'

'ওঃ, তাড়াতাড়ি গেলে বাঁচি। ওর মুখের দিকে আর তাকাব কেমন ক'রে?'

একটু থেমে প্রস্তাব করল পিয়োতর্, 'একবার গিয়ে দেখা ক'রে এস না। একটু উঁকি মেরে এস।'

সর্পদষ্টের মত লাফিয়ে উঠল নাতালিয়া, প্রায় চীৎকার ক'রে উঠল, 'না, না, আমায় পাঠিও না। যেতে পারব না আমি। আমার ভয় করছে।'

'কিসের ভয়,' তখনি শুধোল পিয়োতর্।

'যে গলায় দড়ি দিতে গিয়েছে তাকেই ভয়। তুমি যা খুসী করো আমি যাব না। ভয় করলে কি করব?'

উঠে দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে বললে পিয়োতর্, 'তাহলে চলো শোওয়া যাক্। একদিনের মত যথেষ্ট কষ্ট পাওয়া গিয়েছে।'

স্ত্রীর পাশে ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে যেতে পিয়োতর্ বুঝল যে আজকের দিনটা তার ভালও করেছে মন্দও করেছে। আজ সে বুঝতে পেরেছে যে পিয়োতর্ আর্টামোনোবকে এতদিন সে যা ভেবে এসেছে তার থেকে সে ভিন্ন প্রকারের ব্যক্তি। যে তার মনের শান্তির ব্যাঘাত করেছে এইমাত্র তাকে চতুর বঞ্চনা করতে পেরে নিজেকে তার বিজ্ঞ, কৌশলী ব'লে বিশ্বাস জন্মাল।

বউকে সে বললে, 'অবশ্য তুমিই আমার সব চেয়ে আপনার। তোমার চেয়ে আপনার আর কে হ'তে পারে। সেইটুকু তুমি বুঝলেই আর কোনো গণ্ডগোল থাকে না।'

বেলে পথ ঘন শিশিরে ভিজে কালো হ'য়ে উঠেছে। বারো দিন পরে একদিন প্রত্যুষে একটা লাঠি হাতে লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে

চলেছে নিকিটা, কুঁজের ওপর একটা চামড়ার ব্যাগ। আত্মীয়েরা তাকে যে বিদায় দিয়েছে সেই কথা ভুলবার জন্যেই যেন সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যেতে চায়। আত্মীয়েরা সকলেই রাতে না ঘুমিয়ে রান্নাঘরের পাশে খাবার ঘরে জড়ো হ'য়ে ফিটফাট হ'য়ে ব'সে এত সংগোপনে কথা বলেছে যে তার জন্যে কারও মনে এতটুকু সহানুভূতি যে নেই এ আর গোপন থাকে নি। একটা বেশ ভালো চাল চেলেছে এমনি সময়, এমন কি প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল পিয়োতরকে।

দু দুবার সে বললে, 'নিজেদের পরিবারেরই একজন সাধু হল এইবার সকলের হ'য়েই প্রার্থনা করবে।'

সকলের প্রতি অতিশয় মনোযোগ দিয়ে হেলাভরে চা ঢেলে দিচ্ছে নাতালিয়া। তার ইঁদুরের মতো কান এত লাল হ'য়ে উঠেছে যে মনে হচ্ছে কেউ বুঝি মাড়িয়ে দিয়েছে। কপালে তার ভ্রূকুটি। বারে বারেই সে ঘর ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে। উলিয়ানা চিন্তিত, নির্বাক হ'য়ে ব'সে মুখে আঙুল ভিজিয়ে ভিজিয়ে কপালের ওপরকার পাকা চুল মসৃণ করছে। স্বভাবতই স্থির এ্যালেক্সিই কেবল একটু উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছে। কাঁধ বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে সমান সে জিজ্ঞাসা করছেঃ

'মঠে যাবার কথা কখন ঠিক করলে নিকিটা? হঠাৎ না কি? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না......'

ওল্গা ওর্লোবা ক্ষুদ্রাকায়া, তীক্ষ্ণনাসা। সে এ্যালেক্সির পাশে ব'সে কালো ভুরু কেবলি তুলে তুলে এমন চোখে অভদ্রের মত দেখছিল সকলকে যে নিকিটার একেবারেই ভালো লাগে নি। মুখের তুলনায় চোখ দুটো তার বড্ড বড়, মেয়ে মানুষের চোখ হিসেবে বড্ড তীক্ষ্ণ, পিট্‌পিট্‌ও করে কেবলি।

এদের মধ্যে ব'সে থাকতে থাকতে দ'মে গেল নিকিটার মন; কেবলি ভীরু চিন্তা আসতে লাগল মনেঃ

'পিয়োতর্ ঝপ্ ক'রে ব'লে দেবে সকলকে। তাড়াতাড়ি চ'লে যেতে পারলে বাঁচি......'

প্রথমে বিদায় জানাল পিয়োতর। সে এগিয়ে এসে আলিঙ্গন ক'রে কম্পিত অথচ সুউচ্চ কণ্ঠে বললঃ

'তাহলে ভাই, বিদায়।'

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে উলিয়ানা,

'কি করছ? চুপ ক'রে ব'সে প্রার্থনা ক'রে তবে ত বিদায় দিতে হবে।'

এ সবি তাড়াতাড়ি শেষ হ'ল: পিয়োতর আবার উঠে তার কাছে গিয়ে বললে 'আমাদের ক্ষমা করো। জমা টাকা যা আছে তা যখনি দরকার হবে লিখলেই পাঠিয়ে দেব। শরীরকে বেশী কষ্ট দিও না। আচ্ছা, এস তাহলে। প্রার্থনা কোরো বেশী ক'রে আমাদের জন্যে।

বাইমাকোবা তার মাথার ওপর ক্রুশ-চিহ্ন এ'কে তিনবার চুমো খেল গালে আর কপালে; তারপর কি জানি কেন কাঁদতে সুরু করলে। এ্যালেক্সি উঠে এসে করল আন্তরিক আলিঙ্গন, তার চোখের দিকে চেয়ে বললে,

'মঙ্গল হোক তোমার। প্রত্যেকেই আমরা নিজের পথে চ'লব। তবে এমন হঠাৎ কেন যে তুমি এই সিদ্ধান্ত করলে তা বুঝতে পারছি না।'

সব শেষে এল নাতালিয়া কিন্তু কাছে এল না। বুকে হাত চেপে মাথা নুইয়ে নমস্কার করলে সে, বললে কোমল স্বরেঃ

'বিদায়, নিকিটা ইলিচ. ...'

তিনটি সন্তানকে মাই খাওয়ানো সত্ত্বেও নাতালিয়ার বুক তখনও কুমারীর মত দৃঢ়।

এই রকম ক'রে সবার বিদায় নেওয়া হ'লে ওল্গা ওর্লোবা উঠে এসে নিজের কাঠের মত শক্ত গরম হাতখানা ঢুকিয়ে দিল নিকিটার হাতের মধ্যে। কাছ থেকে তার মুখ আরও বেশী খারাপ দেখায়।

বোকার মত সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি সত্যিই সাধু হ'তে যাচ্ছ?' জনা চল্লিশ তাঁতি উঠোনে বিদায় নিল নিকিটার কাছে। কালা বুড়ো বোরিস মোরোজোব মাথা নেড়ে চীৎকার ক'রে বললঃ

'সৈন্যেরা আর সাধুরা জগতের শ্রেষ্ঠ সেবক। এই ব'লে দিলাম এক কথা।'

বাপের সমাধির ওপর একবার শেষ দৃষ্টিপাত করবার জন্যে সমাধি ক্ষেত্রে এল নিকিটা: কোনো প্রার্থনা না ক'রে নতজানু হ'য়ে ব'সে নিজের জীবনের গতির কথা ভাবতে লাগল। সূর্য উঠল, প্রশস্ত কৌণিক ছায়া এসে পড়ল সমাধির সবুজ তৃণভূমির ওপর—খিটখিটে কুকুর তুলুনের আবাসের মত দেখতে ছায়াটা। ভূমিতে মাথা নত ক'রে বললে নিকিটাঃ

'বাবা, আমায় ক্ষমা করো।'

প্রভাতের অপার্থিব স্তব্ধতায় নিষ্প্রাণ, ভাঙা শোনাল নিকিটার

গলা। একটু চুপ ক'রে থেকে উচ্চতর কণ্ঠে বললে সে আবারঃ

'বাবা, আমায় ক্ষমা করো।'

কান্নায় ভেঙে পড়ল নিকিটা, একেবারে মেয়েমানুষের মত। তার সেই স্বচ্ছ তরল কণ্ঠের আজ এ কী দশা হয়েছে!

সমাধিক্ষেত্র থেকে মাইল খানেক যেতেই হঠাৎ তার চোখে পড়ল টাইখন পথের ধারে ঝোপের মধ্যে কাঁধে কোদাল আর কোমরে কুড়ুল নিয়ে চৌকিদারের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'চললে না কি?' সে জিজ্ঞাসা করলে।

'হ্যাঁ; তুমি এখানে কি করছ?'

'আমার গুমটিঘরের জানলার নীচে পুঁতব ব'লে একটা পাহাড়ে এ্যাশের চারা তুলতে এসেছি।'

নির্বাক হ'য়ে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ; তারপর টাইখন তার চোরের মত চোখ সরিয়ে নিল।

'চলো; তোমার সঙ্গে যাব খানিকটা।'

তাদের পথ-চলার নিস্তব্ধতা ব্যাহত হয় টাইখনের মন্তব্যেঃ

'কি ভয়ানক শিশির পড়ছে! এতে শুধু ক্ষেতিই হবে। খরা হ'য়ে ফসল নষ্ট হবে।'

'ভগবান করুন তা যেন না হয়।'

টাইখন বায়ালোব কি একটা অস্পষ্ট মন্তব্য করলে।

সব সময়েই অত্যন্ত বিরক্তিকর কিছু বলবে টাইখন, এই নিকিটা আশা করে। তাই ভয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠল, 'কি বললে?'

'আমি বললাম, বোধ হয় ভগবান তা করবেন না।'

নিকিটা কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে মজুরটা প্রথমে যা ব'লেছিল তা আর দ্বিতীয়বার ব'লতে চায় না।

তাই সে তিরস্কার ক'রে উঠল, 'কি বললে? ভগবান মঙ্গলময় এ তুমি বিশ্বাস করো না?'

'কেন করব?' টাইখন শান্ত হ'য়ে উত্তর দিলে। 'এখন দরকার জলের; এই শিশিরে বেঙের ছাতাগুলোর ক্ষেতি হবে। যে ভালো মনিব হবে সে ঠিক সময়ে আমাদের ঠিক জিনিসটি দেবে।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লে নিকিটা।

'ও রকম ক'রে ভাবা উচিত নয়, টাইখন।'

'তবু এই ত ঘটছে। আমি যা ভাবছি তাই ত সত্যি। শুধু চোখে দেখে আমি ভাবি নে।'

আবার তারা চলল গজ পঁচিশেক নিঃশব্দে। নিজের পায়ের কাছে প্রশস্ত ছায়ার ওপর নিকিটার দৃষ্টি নিবদ্ধ আর বায়ালোব নিজেদের চলার তালে তালে কুড়ুলের কাঠের বাঁটে মারছে টোকা।

'বছর খানেকের মধ্যেই তোমাকে একবার দেখতে যাব, কি বল নিকিটা ইলিচ?'

'হ্যাঁ এস। তুমি বেশ মজার লোক।'

'সে কথা সত্যি।'

মাথা থেকে টুপী খুলে চুপ ক'রে দাঁড়াল সে।

'তাহলে এস, নিকিটা ইলিচ!' গাল চুলকে চিন্তিত মুখে সে যোগ করলে,

'তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। তোমার মধ্যে বিনয় আছে। তোমার বাবা গতর খাটাতেন আর তুমি খাটাও মন। তুমি ধর্মভীরু...'

নিজের লাঠিগাছা মাটিতে ফেলে কুঁজে নাড়া দিয়ে ব্যাগটা সোজা ক'রে নিয়ে একটিও কথা না ব'লে টাইখনকে আলিঙ্গন করলে নিকিটা।

গভীরতর আলিঙ্গন করতে করতে উচ্চ কণ্ঠে বলতেই লাগল টাইখন, 'আমি তাহলে যাব কিন্তু।'

'ধন্যবাদ।'

যেখানে রাস্তাটা হঠাৎ পাইন বনের মধ্যে মোড় নিয়েছে সেইখানে গিয়ে নিকিটা ফিরে তাকাল। টুপী বগলে, রাস্তার মাঝখানে কোদালের বাঁটে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে টাইখন—রাস্তা দিয়ে কাউকে যেতে দেবে না ব'লে সে যেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ। সকালের হাওয়া তার শ্রীহীন মাথার চুলগুলি দিচ্ছে নেড়ে।

দূরে থেকে তাকে অনেকটা জরদ্গব এ্যানটোনুস্কার মত দেখাচ্ছে। জোরে পা চালাতেই নিকিটা আর্টামোনোবের মন অধিকার ক'রে বসল এই অদ্ভুত জীবটা আর স্মৃতিতে জেগে উঠল তার বিরক্তিকর গানের সুরঃ

'ক্রাইস্ট গেলেন সঙ্গে, গেলেন চলে,
খুলে গেল গাড়ীর চাকা, গেল খুলে .....'

প্রথম খণ্ড